



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে, নিজেকে আমি সব জানি (মিয়া মিটু) মনে করবে না, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে সবাই করবে"

*প্রশ্নঃ - কোন অবস্থা জমানোর জন্য অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হবে?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে নিজেকে স্ত্রী বা স্বামী ভাবা যেন সমাপ্ত হয়ে যায়, মন্সাতেও সংকল্প বিকল্প না চলে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হল ভাই-বোন, এই অবস্থা জমতে টাইম লাগে। একসাথে থাকলেও বিকারের আগুন যেন না লাগে। ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট মেন না হয়, এর অভ্যাস করতে হবে। মাতা-পিতা যিনি হলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকরীন, তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- বদলে যাক দুনিয়া, বদলাবে না আমরা...

ওম্ শান্তি । এ হল বাচ্চাদের গ্যারান্টি বা প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা মুখে বলা কথা নয় । যখন বাচ্চারা বাবাকে জেনে যায় তখন প্রতিজ্ঞা হয়েই যায়। প্রত্যেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট (প্রত্যেকে নিজের মতো, স্বতন্ত্র) পুরুষার্থ করে পদ প্রাপ্ত করার জন্য। স্কুলেও সকলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পুরুষার্থ করে যে আমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করবো। এখানে আত্মা পঠন-পাঠন করে আর পরমাত্মা পঠন-পাঠন করানোর জন্য জীবাত্মা নন। আর এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে (ব্রহ্মাকে) আর ব্রহ্মা মুখাবংশাবলীদেরকে পঠন-পাঠন করান। স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুখাবংশাবলী বলা যায় না। ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মা মুখাবংশাবলী। ব্রহ্মা শিবের মুখাবংশাবলী নন। শিববাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে নিজের বানান। ইনিও (ব্রহ্মা) হলেন তাঁর ক্রিয়েশন। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেন, বিষ্ণুকে রচনা করেন না। গায়নও করা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শঙ্কর। বিষ্ণু, শঙ্কর আর ব্রহ্মা বলা হয় না। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করা হয়। ব্রহ্মার অ্যাকুপেশন হল আলাদা। এই প্রত্যেকটি কথাই হল বোঝার বিষয়। এনাকেই স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব.... বলা হয়। উনি হলেন নিরাকার তাই না। তো সাকারে মাতা-পিতার যখন প্রয়োজন তখন জিজ্ঞাসা করে - মাঙ্গার মা আছে? বলবে হ্যাঁ। ব্রহ্মা, হলেন মাঙ্গার মা। ব্রহ্মার কোনো মা নেই। এই মা(ব্রহ্মা) ফিমেল না হওয়ার কারণে সরস্বতীকে মাঙ্গা বলে। বাবা পঠন-পাঠন করান তাই ইনিও পঠন-পাঠন করেন। যে'রকম তোমরা হলে স্টুডেন্ট সেইরকম হলেন ইনিও। শিববাবা স্টুডেন্ট নন।

তোমরা বাচ্চারা ব্রহ্মার পদ মর্যাদাও দেখছো যে ইনিই সবথেকে বেশি পঠন-পাঠন করেন। দেখো যে ইনি কত কাছাকাছি আছেন। প্রথমে কার কান শোনে? এই ব্রহ্মাই সবথেকে কাছাকাছি আছেন। তাহলে বলবে মাঙ্গা বাবা সবথেকে বেশি পঠন-পাঠন করেন, তারপর নম্বর ক্রমানুসারে সকল বাচ্চারা পড়ে । যদিও বাবা বলেন যে জগদীশ বাচ্চা মাঙ্গা বাবার থেকেও অনেক ভালোভাবে বোঝাতে পারে। বাবার মুরলী পড়ে, ধারণ করে তারপর গীতা ম্যাগাজিন ইত্যাদি বানায়, কারণ এনার শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া আছে। আর ইংরেজিতেও অনেক ভালো। একে বলা হয় রিগার্ড। স্টুডেন্টদের একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে। বাবাও রিগার্ড রাখেন তাই না। তাই ফাদারকে ফলো করা উচিত। যদিও এখনও শোলো কলা সম্পন্ন হয়নি। ক্রমিকানুসারে হয় তাই না। কোনো না কোনো ভুল তো সবারই হতে থাকে, সেইজন্য আমি সব জানি বলে নিজেকে মনে করবে না। যে'রকম কর্ম বাবা করেন অথবা আমি করবো, আমাকে দেখে সকলে করবে। তাই একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে। বাবাকেও রিগার্ড রাখতে হয়। লোকেরা বলে এখানে স্বামী স্ত্রীকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয় । তাই যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা হবে তারা দ্রুত বলবে যে পরমাঙ্গার বাচ্চারা তো সকলেই হল ভাই-বোন তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারাও হল ভাই বোন হল তাই না। ভাই বোন হওয়া হল ভালো তাই না। বাবার বাচ্চা হলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - শিববাবার থেকে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। তাই ব্রহ্মাকুমার কুমারী হতে হবে। তারপরে কখনোই বিকারে যেতে পারবে না। না হলে ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হয়ে যাবে। বাবা কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। পবিত্র থাকার যুক্তিও বলে থাকেন। স্ত্রীও বলে বাবা, পুরুষও বলে বাবা। তাহলে স্ত্রী পুরুষের ভান সমাপ্ত হয়ে যাবে। এটাও বলে থাকে যে আদম আর বিবির দ্বারা সৃষ্টির স্থাপনা হয়েছে তাই সকলেই হল তাদের সন্তান। ভাই বোন হল তাই না। কুমার কুমারীদের জন্য এটা এত পরিশ্রমের বিষয় নয়। যারা সিঁড়িতে উঠে গেছে তাদের আবার নীচে নামতে হবে। তাই নীচে নামতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এ'রকম নয় উভয়কে আলাদা আলাদা থাকতে হবে। কেবল কম্প্যানিয়ন হয়ে থাকো। সত্যযুগে কোনো অপবিত্রতা থাকে না। আর ওখানে বাচ্চার জন্যও অপেক্ষা করে না। এখানে বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ওখানে সময় অনুসারে আপনা হতেই সাক্ষাৎকার হয়। মনুষ্য তো বলে এটা কিভাবে হতে পারে। কিভাবে এখানের

সম্পূর্ণ বিকারীরা বুঝবে যে ওখানে নির্বিকারীরা থাকে। ওখানে দেহ-অভিমান থাকে না। এখানে দেহ-অভিমান থাকে। শরীর ত্যাগের পরে লোকেরা কত কান্নাকাটি করতে থাকে। ওখানে কান্নাকাটি থাকে না। ওখানে সময়ানুসারে সাক্ষাৎকার হয় যে শরীর ত্যাগ করে গিয়ে প্রিন্স হতে হবে। এখানেও তোমরা সাক্ষাৎকার করো যে তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে মহারাজা মহারানী হবে। শ্রীকৃষ্ণের মতো বালক কোলে দেখতে পাও। সাক্ষাৎকারে এটা বোঝা যায় না যে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হবে অথবা চন্দ্র বংশী কারণ এটা হল একদমই নতুন কথা এইজন্য বলা হয় যে প্রথমে বাবাকে জানো, বাবা বলেন যে দেখো আমি হলাম কত লাভলী!

বাবা বলেন সকল সম্বন্ধের স্যাকারিন (মিষ্টতা) হলাম আমি, তাই আমি বলি যে আমাকে স্মরণ করো। বলা হয়ে থাকে - স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব... প্রত্যেকটি কথায় দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে হবে। কিন্তু কোনো না কোনো বিষয়ে সংশয় এসেই যায়। অতঃপর রাজ্যপদ পায় না, তাই বাবা বলেন মন্মনাভব। তুমি তো প্রেমী তাই তুমি বাবাকে স্মরণ করো। এ হলো আত্মিক প্রেমের পাত্র-পাত্রী। এই সম্বন্ধ পাকা করতে হবে যে আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার প্রেমী। শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রেমিক হতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই স্মরণ করেনও না। শুধু বাবাই বলেন মন্মনাভব। এখন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই নিজের ঘরের কথা অবশ্যই মনে পড়বে। প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা মুরলীতে পাওয়া যায়। বাচ্চারা মুরলীর পয়েন্ট লিখে রাখে না, তাই একই কথা আবার বাবাকেই জিজ্ঞাসা করে। সর্বপ্রথম কথাই হল প্রেমিক প্রেমিকার। সকল ভক্তই হলো প্রেমী, কারণ তারা সকলেই পরমাত্মাকে স্মরণ করে। তারা বলে আমার তো শুধুমাত্র এক তিনিই আছেন আর কেউ নেই। বাচ্চারা তোমরা এই সময় অনেক নতুন নতুন কথা শোনো। কিন্তু শুনতে শুনতে মায়া এসে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। রাবণ কারো থেকে কম যায় নাকি? বাবা সর্বশক্তিমান, তবে মায়াও সর্বশক্তিমান। অর্ধেক কল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন বাবা বলছেন যে, পাঁচ বিকারের দান করে দিলে তবেই এই গ্রহণ দশা কাটবে। তবুও সম্পূর্ণ দশা কিছুতেই কাটে না। অনেকে আবার দান করেও পুনরায় তা ফেরত নিয়ে নেয়। এখানে কোনো টাকা পয়সার কথা নয়, বরং বিকারের কথা হচ্ছে। সাধু সন্ন্যাসীগণ বলে - অর্থ দান করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নিতে নেই। তারা এমন বলে কারণ এর মাধ্যমেই তাদের রোজগার হয়। অনেকে আবার সন্ন্যাসীদের কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসীরা বলে তাদের আশীর্বাদের দ্বারা সেটাও সম্ভব হয়ে যাবে। যদি সন্তান প্রাপ্তি হয় তো তারা বলবে যে - আমরাই দিয়েছি। আর যদি সন্তানের মৃত্যু ঘটে তো, তারাই বলবে যে এ তো বিধির বিধান। যদি কোনো একজনের কিছু মাত্র কাজ সফল হয় তখন বহুজনের বিশ্বাস পাকা হয়ে যায়। এইভাবেই তাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। একদিকে নিজের মহিমা গান করে তো অন্যদিকে বিধির বিধান বলতে থাকে। এখন তোমরা হলে আননোন ওয়ারিয়র্স (গুপ্ত যোদ্ধা)। লৌকিকে যারা গুপ্ত যোদ্ধা হয় তাদের স্মরণিক বানানো হয় এবং বহু বিদ্বজনেরা সেখানে যায়। তারা বলে সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্পণ করো। আরে যাকে জানোই না তার স্মরণিক কিভাবে বানাবে? এখন তোমরা হলেআন-নোন (গুপ্ত, unknown) এরপর তোমরা ভেরি ওয়েলস নোন (অতি পরিচিত, very wellknown) হয়ে যাও। তোমাদের মন্দির বানানো হয় এখন তোমরা গুপ্ত থেকে রাম রাজ্য স্থাপন করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তো সেই হারানিধি বাচ্চা, তাই না! পাঁচ হাজার বছর পরে তোমাদেরকে পেয়েছি। কারোর হারিয়ে যাওয়া সন্তান পুনরায় ফিরে পেলে বাবা কতটা আনন্দিত হন, বাচ্চারাও বাবা বাবা বলতেই থাকে। এখন বিনাশ হলে তুমি পুনরায় গায়েব হয়ে যাবে অর্থাৎ বাবার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। পুনরায় এক কল্পের পর যখন আবার বাবাকে ফিরে পাবে তখন মাতা পিতা তোমাকে কত না ভালোবাসবে। অর্ধেক কল্প তুমি সুখ ভোগ করে থাকো, তারপর ধীরে ধীরে দুঃখী হয়ে যাও। সন্ন্যাসীরা বলেন - সুখ কাক বিষ্ঠা সমান। তাঁরাও বিকারের জন্যই এটা বলে থাকেন। গুরু নানকও বলেছেন - নোংরা কাপড় তিনি ধুয়ে দেন - তো কে ধুয়ে দেন! তিনি সেই এক পরমাত্মাই, যাকে বলা হয় যে - তিনি এক ওঙ্কার.... শিখরা এই গীত গেয়ে থাকে। বাচ্চারা, এই জ্ঞানের জন্য তোমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার, কারণ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফলে আত্মাও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী হয়ে ওঠে। মাতারা, কন্যারা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যায়। না হলে যদি মাতারা তাঁদের স্বামীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তো তাতে অত্যন্ত সাহস এবং নির্ভরতার প্রয়োজন। বাদবাকি তো সকলেই নরকবাসী, তাদের দশা দুর্গতিপূর্ণ। ওরা তো ভক্তিতে তালি বাজিয়ে নৃত্য গীত ইত্যাদি করতে থাকে, তবুও তাদের সদগতি হয় না। বাচ্চারা তোমরা সঙ্গীতিতে যাওয়ার জন্য একদম চুপ করে থাকো। নারদ বলেছিল যে - আমি শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করবো। বাস্তবে লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। ভক্তরা তাঁকে বরণ করতে পারবে না। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তি কিভাবে হয়েছিল, কবে হয়েছিল আর এখন তারা কোথায় গেলেন - এই জ্ঞান শুধুমাত্র তুমিই জানো, সেই কারণে তোমরা মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করো না। তোমরা জানো যে আমরাই লক্ষ্মী নারায়ণ তৈরি হচ্ছি। তাই তোমাদের মাথা নত করে প্রণাম করা বন্ধ হয়ে

গেছে। ওরা বলে যে - এ তো নাস্তিক তাইতো মাথা নত করে না। বাস্তবে তুমিই তো আস্তিক - পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী। যারা পরমাত্মা কে জানে না, তারাই তো প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। এখন তোমরা ধনী হয়েছো, পুনরায় যদি মায়া থাপ্পড় বসিয়ে দেয় তো, তুমি আবার অনাথ ধনহীন হয়ে যাও। যদি বৃদ্ধ হয় তবুও মায়া তাকেও জোয়ান বানিয়ে দেয়। মায়ার তুফান তো আসতেই থাকে। তোমাদের একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে, বাবার শ্রীমতে নির্ভর করে, এই নতুন যাত্রায়, পথ চলতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ খেলাটাই বুদ্ধির যাত্রার ওপরে নির্ভর করছে। অঙ্গদ এর মতো অচল অটল হতে হবে। অন্তিম সময়ে সেই অবস্থা আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে বাবার শ্রীমতে চলতে থাকতে হবে। যে পিতা, আমাদের সকল সম্বন্ধের স্যাকারিন, তাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে।

২) যেমনভাবে বাবা তাঁর প্রতিটি বাচ্চাকে রিগার্ড (সম্মান) দেন, ঠিক সেই রকম তাঁকে ফলো করতে হবে। বড়দেরকে অবশ্যই রিগার্ড দিতে হবে।

বরদানঃ:- নাথিং নিউ এর পাঠ দ্বারা বিদ্বকে খেলাচ্ছলে পার করে অনুভবের প্রতিমূর্তি হও
বিদ্বকে দেখে ঘাবড়ে যেও না। মূর্তি তৈরি হচ্ছে, তো তার জন্য হ্যামার (হাতুড়ির ঘা) তো লাগবেই। হাতুড়ি দিয়েই তো ঠুকে ঠুকে ঠিক করা হয়। যে যত এগোতে থাকবে, তাকে ততই তীর গতির তুফানকে পেরোতে হবে। কিন্তু তোমাদি জন্য এই তুফান এক উপহারস্বরূপ - অনুভাবী হওয়ার জন্য। সেইজন্য কখনো এটা ভেবো না যে সকল বাধা-বিপত্তির অনুভব কি শুধু আমার কাছেই আসবে - না এইরকম ভেবো না। ওয়লকাম করো (স্বাগত জানাও) - এসো। নাথিং নিউ এর পাঠ পাক্ষা থাকলে, সমস্ত বাধা বিদ্ব খেলার মতো অনুভব হবে।

স্লোগানঃ:- সত্যতার বিশেষত্ব থাকলে আত্মারূপী হীরের ঔজ্জ্বল্য চতুর্দিকে নিয়তই ছড়িয়ে পড়ে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য

যদি কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে - এই সঙ্গম যুগে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, তা কি আমরা পুনরায় সত্যযুগে পাবো? এ বিষয়ে বলা যেতে পারে যে সত্য যুগে আমরা স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ হয়েই থাকি। সেখানে সকলেই দেবত্ব পদ প্রাপ্তিতে সুখ লাভ করে থাকে, সেখানে জ্ঞানের লেনদেন হয় না, অজ্ঞানীদের কাছেই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ওখানে তো সকলেই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে থাকে, ওখানে কোনো অজ্ঞানী থাকেই না, যাদেরকে জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন এই সময় আমরা এই বিরাট ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানতে পারি। আদিতে আমি কে ছিলাম, কোথা থেকে এসেছিলাম আর মধ্যতে কর্মবন্ধনে ফঁসে গিয়ে কিভাবে পতিত হলাম, অন্তিমে আমাকে কর্ম বন্ধন থেকে অতীত হয়ে কর্মাতীত দেবতা হতে হবে। যে পুরুষার্থ এখন চলছে তার দ্বারাই আমরা ভবিষ্যতে প্রালঙ্ক পাব সত্যযুগী দেবতার রূপে। ওখানে যদি আমরা এটা জেনে যাই যে আমরা দেবতারা অধোগামী হয়ে যাব তো, সেই চিন্তা আমাদের সমস্ত আনন্দ গায়েব করে দেবে, তাই ওখানে অধোগামী হওয়ার এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে এর সম্বন্ধে কেউ জানে না। এখন আমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে আর সুখের জীবন তৈরি করতে হবে। পুনরায় অর্ধেক কল্প অতিবাহিত হওয়ার পরে নিজের প্রালঙ্ক ভোগ করার পর, পুনরায় নিজেই নিজেকে ভুলে গিয়ে মায়ার বশীভূত হয়ে অধোগামী হয়ে যাবো। এ হল উর্ধ্বগামী এবং অধোগামী হওয়ার পূর্ব রচিত এক অনাদি খেলা। এ সমস্ত জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে রয়েছে, এই জ্ঞান সত্য যুগে থাকে না।

২ - অনেকে এমন মনে করে যে, আমরা যে কোনো কর্মই করি না কেন, তা ভালো হোক কি মন্দ, তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ দান-ধ্যান করে, যজ্ঞ জপ তপ করে, পূজার্চনা করে তো মনে করে যে আমরা ঈশ্বরের জন্য যা কিছু দান করছি, তা পরমাত্মার দরবারে জমা হয়ে যায়। আমাদের মৃত্যুর পর সেই ফল অবশ্য প্রাপ্ত হবে আর আমাদের মুক্তি হয়ে

যাবে। কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি যে এর মাধ্যমে কোনো সদাকালের জন্য লাভ হয় না। এ তো শুধুমাত্র যেমন যেমন কর্ম করবে, তার দ্বারা স্বল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি অবশ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাস্তবিক জীবন সর্বদা সুখী না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার রিটার্ন পাওয়া যাবে না। যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে তুমি যা কিছু এতদিন ধরে করেছে, এর মাধ্যমে তুমি সম্পূর্ণ লাভ পেয়েছো কি? এই প্রশ্ন শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। এখন পরমাত্মার কাছে সেই পুণ্য জমা হলো কি, হলো না তা আমি কি করে জানবো? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের বাস্তবিক জীবনের প্রতিটি কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম না হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যত চেষ্টাই করো না কেন মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে না। আচ্ছা যদি দান-ধ্যান করলে বুঝলাম, কিন্তু তা করার ফলে তোমার কোনো বিকর্ম তো ভুল হলো না, তাহলে মুক্তি-জীবনমুক্তি কিভাবে পেতে পারো! এত যে সাধু মহাত্মারা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কর্মের জ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্ম অকর্ম হতে পারে না, ফলে তারা মুক্তি জীবনমুক্তিকেও প্রাপ্ত করতে পারবেন না। তারাও এটা জানেন না যে সত্যধর্ম কি আর সত্যকর্মই বা কি, শুধুমাত্র মুখে রাম রাম বললে, তার মাধ্যমে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। আর যারা এটা মনে করে যে মৃত্যুর পর আমরা মুক্তি পাব - তাকেও অজ্ঞানতা বলা হয়। তারা এটা জানেনই না যে মৃত্যুর পর কোন্ লাভ প্রাপ্ত হবে? কিছুই নয়। বাদবাকি মানুষ নিজের জীবনে ভালো কাজ করুক অথবা খারাপ - তার ফল এই জীবনেই ভোগ করতে হবে। এখন এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা পরমাত্মা টিচারের মাধ্যমে পাচ্ছি যে - কিভাবে শুদ্ধ-কর্ম করে নিজের প্র্যাকটিক্যাল (বাস্তবিক) জীবনকে গঠন করতে হবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী"

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা নিজের সকল বাচ্চার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে পুলকিত হন। এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর এত সহজে প্রাপ্ত হয়, সারা কল্পে এমন ভাগ্য তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা ব্যতীত অন্য কারও নেই। শুধু তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা এই ভাগ্যের অধিকারী। এই ব্রাহ্মণ জন্ম তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছেই পূর্ব কল্পের ভাগ্য অনুসারে। জন্মই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আধারে কারণ ব্রাহ্মণ জন্ম হয় স্বয়ং ভগবান দ্বারা। অনাদি বাবা আর আদি ব্রহ্মা দ্বারা এই অলৌকিক জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই জন্ম কত সৌভাগ্যের, যে জন্ম ভাগ্যবিধাতার থেকে তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে! তোমরা এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সদা স্মৃতিতে রেখে পুলকিত হও? স্মৃতি যেন সদা প্রত্যক্ষ-স্বরূপে থাকে, মনের মধ্যে সদা ইমার্জ করো। শুধু বুদ্ধিতে সমাহিত হয়ে থাকবে, এমন নয়। বরং প্রত্যেকটা আচরণে আর মুখমন্ডলে স্মৃতিস্বরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের অনুভব হবে এবং অন্যদেরও যেন এটাই প্রতীয়মান হয় যে এনার আচরণে মুখমন্ডলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কত রকমের ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, তার লিস্ট সদা ললাটভাগে স্পষ্ট হোক। লিস্ট যেন শুধু ডায়েরিতে না থাকে বরং ললাটমাঝে ভাগ্যের রেখা জ্যোতিষ্কান তা' দৃশ্যগোচর হতে হবে।

প্রথম ভাগ্য - জন্মই হয়েছে ভাগ্যবিধাতা দ্বারা। দ্বিতীয় বিষয় - এই ভাগ্য তেমন কোনও আত্মা বা ধর্মাত্মা, মহান আত্মার ভাগ্য নয়, যেখানে স্বয়ং এক ভগবানই বাবারূপেও আছেন, শিক্ষক হিসেবেও আছেন আর সঙ্গুরু রূপেও আছেন। সারা কল্পে এমন কেউ আছে? একের দ্বারা বাবার সম্বন্ধ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, শিক্ষক রূপের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা আর পদপ্রাপ্তি, সঙ্গুরুর রূপে মহামন্ত্র এবং বরদানের প্রাপ্তি হয়। উত্তরাধিকার হিসেবে সমুদয় ভান্ডারের অধিকার প্রাপ্ত করেছে। সমুদয় ভান্ডার আছে তো না। কোনো ভান্ডারের ঘাটতি রয়েছে? টিচারদের কোনো ঘাটতি রয়েছে? নিবাস স্থান বড় হওয়া চাই, ভালো-ভালো জিনিসসু চাই, এই অভাব আছে? নেই। নির্বিঘ্ন সেবা যত বাড়ে তো সেই সেবার সাথে সেবার সাধন সহজে আর আপনা থেকেই বেড়েই চলে।

বাবার দ্বারা উত্তরাধিকার এবং শ্রেষ্ঠ পরিপালন প্রাপ্ত হচ্ছে। পরমাত্ম-লালন কত উঁচু বিষয়! ভক্তিতে তারা গায় পরমাত্মা পালনহার। কিন্তু তোমরা ভাগ্যবান আত্মারা প্রতি কদমে পরমাত্ম-পালনার দ্বারাই অনুভব করো। পরমাত্মার শ্রীমতই পালনা। বিনা শ্রীমতে অর্থাৎ পরমাত্ম-পালনা ব্যতীত তোমরা এক কদমও উঠাতে পারো না। এমন পালনা শুধু এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগেও পাওয়া যাবে না। সেটা দেব আত্মাদের পালনা আর এখন পরমাত্মার লালনপালনে চলছ তোমরা। এখন প্রত্যক্ষ অনুভবের সাথে তোমরা বলতে পারো যে, আমাদের পালনকর্তা স্বয়ং ভগবান। কি দেশে কি বিদেশে সব ব্রাহ্মণ আত্মা কিন্তু সগর্বে বলবে যে, আমাদের পালনকর্তা পরম আত্মা। এত নেশা থাকে তোমাদের! নাকি কখনো মার্জ হয়ে যায়, কখনো ইমার্জ হয়? জন্মানোর সাথে সাথেই অবিনাশী অসীম খাজানায় তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকার নিয়ে নিয়েছ।

সেইসঙ্গে, জন্মানোর সাথে সাথেই ত্রিকালদর্শী পরম শিক্ষক তিন কালের পড়া কত সহজ বিধিতে পড়িয়ে থাকেন। কত শ্রেষ্ঠ এই পড়া আর যিনি পড়ান তিনিও কত শ্রেষ্ঠ! কিন্তু কা'দের পড়িয়েছেন? যাদের প্রতি দুনিয়ার কিছু মাত্র আশা নেই, তাদের মধ্যে আশা জাগিয়েছেন। না শুধু পড়িয়েছেন, বরং পড়া পড়ানোর লক্ষ্যই উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করানো। পরমাত্ম-পাঠ দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করছ, এইরকম পদ সারা ওয়ার্ল্ডের সর্বাধিক উঁচু পদের তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ! অনাদি সৃষ্টিচক্রের ভিতরে দ্বাপর থেকে এখনও পর্যন্ত যা কিছু বিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে রাজ-পদ সর্বশ্রেষ্ঠ পদ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের রাজপদের তুলনায় সেই রাজপদ কী! সেটা কী শ্রেষ্ঠ? আজকালকার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার। বড় থেকে বড় পঠনপাঠনের দ্বারা ফিলসফার হবে, চেয়ারম্যান হবে, ডিরেক্টর প্রমুখ হয়ে যাবে, বড় থেকে বড় অফিসার হয়ে যাবে। কিন্তু এই সব পদ তোমাদের সামনে কী! তোমাদের এক জন্মে জন্ম-জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হওয়ার পরমাত্ম-গ্যারান্টি আছে আর জাগতিক এক জন্মের সেই পঠনপাঠনের দ্বারা এক জন্মও পদপ্রাপ্ত করানোর কোনো গ্যারান্টি নেই। তোমরা কত ভাগ্যবান যে, পদও সর্বশ্রেষ্ঠ আর এক জন্মের পঠন-পাঠন এবং অনেক জন্ম পদের প্রাপ্তি! তাহলে এটা ভাগ্যই তো না! মুখমন্ডলে দৃশ্যগোচর হয়? আচরণে প্রতীয়মান হয়? কেননা, আচরণ থেকে মানুষের মনোগতি জানা যায়। তোমাদের আচরণ এমন হয় যাতে এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্থিতি প্রতিফলিত

হবে? নাকি এখনও তোমাদের সাধারণের মতো লাগে? কোনটা? সাধারণতঃ মহত্ব যেন দৃশ্যমান হয়। যখন তোমাদের জড় চিত্র এখনও পর্যন্ত মহত্বের অনুভব করায়। এখনও যে কোনো আত্মাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা সীতা-রাম কিম্বা যদি দেবী বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও মহত্বের অনুভব করে লোকে মাথা ঝুঁকায়, তাই না। তারা জানেও যে, বাস্তবে এই নারায়ণ বা রাম এরা নেই, তারা নকল, তবুও সেই সময় তাদের মহত্বের সামনে মাথা নিচু করে, নমন-পূজন করে। কিন্তু তোমরা তো নিজেরাই স্বয়ং দেব-দেবীর আত্মা। তোমরা সব চৈতন্য মহান আত্মার দ্বারা কত মহত্বের অনুভূতি হওয়া উচিত! সেটা হয়? তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে মন থেকে নমস্কার যেন করে, হাত বা মস্তক দ্বারা নয়। বরং মন থেকে তোমাদের ভাগ্যের অনুভব করে নিজেরাও যেন খুশিতে নাচে।

এত শ্রেষ্ঠ পাঠের প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। লোকে অধ্যয়ন করেই এই জীবনের শরীর নির্বাহার্থে রোজগারের জন্য যাকে সোঁস অফ ইনকাম বলা হয়ে থাকে। তোমাদের পাঠের দ্বারা সোঁস অফ ইনকাম কত হয়েছে? সম্পদশালী তো না? তোমাদের ইনকামের হিসেব কী? তাদের হিসেব হবে লাখে, কোটিতে। কিন্তু তোমাদের হিসেব কীভাবে হয়? তোমাদের ইনকাম কত? প্রতি কদমে পদম্। তাহলে, সারাদিনে কত কদম উঠাও আর কত পদম্ জমা করো? এত উপার্জন আর কা'র হয়? কত বড় ভাগ্য তোমাদের! সুতরাং এইভাবে নিজের পঠন-পাঠনের ভাগ্যকে ইমার্জ রূপে অনুভব করো। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তো বলে - আমি ব্রহ্মাকুমার অথবা ব্রহ্মাকুমারী তো হয়ে গেছি। কিন্তু ব্রহ্মাকুমার অথবা ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা মস্তকে ঝলমল করছে এমন যেন প্রতীয়মান হয়। এমন নয় যে, ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী তো হয়েছে, কিন্তু প্রাপ্ত হয়েই যাবে, কিছু না কিছু তো হয়েই যাবো, একসাথেই তো চলছি, তেমন তো হয়েই গেছি... হয়ে গেছ নাকি ভাগ্য দেখে উড়ছ? হয়ে তো গেছি, তেমনই তো হচ্ছি, একসাথেই চলছি... এই বোল কা'র? এটা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের বোল? ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ যারা সুখানুভবে প্রীতি-ভালোবাসার জীবন যাপন করে। এমন নয় যে, কখনো বাধ্য-বাধকতায় আর কখনো ভালোবাসায়। যখন কোনো সমস্যা উৎপত্তি হয় তখন কী বোলা? এমন হোক তো চাইনি, কিন্তু বাধ্য হয়েছি। ভাগ্যবান অর্থাৎ যার মধ্যে বশ্যতা (বাধ্যতা) শেষ, প্রেম-প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসার সাথে চলে। এটা তো চাই কিন্তু... এমন ভাষা ভাগ্যবান

ব্রাহ্মণ আত্মাদের থাকে না। বশ্যতা তাদের সামনে আসতে পারে না। বুঝেছ? নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য মার্জ (দুর্বল) করে রেখো না, ইমার্জ (প্রকাশ) করো।

তৃতীয় বিষয় - সদ্ধরু দ্বারা কোন্ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে? প্রথমে তো মহামন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে। সদ্ধরুর থেকে কী মহামন্ত্র লাভ হয়েছে? পবিত্র হও, যোগী হও। জন্মাতেই এই মহামন্ত্র সদ্ধরু দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে আর এই মহামন্ত্রই সর্বপ্রাপ্তির চাবি, সব বাস্তব প্রাপ্ত হয়েছে। "যোগী জীবন, পবিত্র জীবন"ই সর্বপ্রাপ্তির আধার, সেইজন্য এটা চাবি। যদি পবিত্রতা না থাকে, যোগী জীবন না হয় তাহলে অধিকারী হয়েও অধিকারের অনুভূতি করতে পারবে না, সেইজন্য এই মহামন্ত্র সব খাজানার অনুভূতির চাবি। এমন চাবির মহামন্ত্র সদ্ধরু দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য হিসেবে সকলের প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সদ্ধরু দ্বারা বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। বরদানের লিস্ট তো অনেক লম্বা তো না! কত বরদান প্রাপ্ত হয়েছে? এত বরদানের ভাগ্য তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে যে পুরো ব্রাহ্মণ জীবন চালাতে পারো আর চালিয়ে যাচ্ছ। বরদানের লিস্ট কত তা তোমরা জানো? তোমাদের উত্তরাধিকারও আছে, পড়াও আছে, মহামন্ত্রের চাবি আর বরদানের খনিও আছে। তাহলে কত ভাগ্যবান তোমরা! নাকি লুকিয়ে রেখেছ, পরে ভবিষ্যতে অস্ত্রে খুলবে? বহুকাল ধরে যারা ভাগ্যের অনুভূতি করে অস্ত্রেও তারা পদ্মাপদম ভাগ্যবান হিসেবে প্রত্যক্ষ হবে। এখন নয় তো অস্ত্রেও নয়। যদি এখন হও তো অস্ত্রেও হবে। এমন কখনো ভেবো না, সম্পূর্ণ তো অস্ত্রে হতে হবে। সম্পূর্ণতার জীবন - এই অনুভব এখন থেকে আরম্ভ হবে তবে অস্ত্রে প্রত্যক্ষ রূপে আসবে। এখন নিজের অনুভব হবে, অন্যদের অনুভূত হবে যারা তোমার কাছে সম্পর্কে এসেছে, তাদের অনুভব হোক আর অস্ত্রে বিশ্বে প্রত্যক্ষ হবে। বুঝেছ?

বাপদাদা আজ সকল বাস্তব ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা দেখছিলেন। বাবা যতখানি ভাগ্য দেখেছেন বাস্তব সত্য ততখানির কম অনুভব করে। ভাগ্যের খনি সকলের প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ কার্যে প্রয়োগ করতে জানে আর কেউ কেউ জানে না। যতটা প্রয়োগ করতে পারে ততটা করে না। সকলেরই একরকম প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু খাজানা কার্যে প্রয়োগ করে বাবার সেই খাজানাকে নিজের খাজানা অনুভব করা - এতেই নম্বরক্রম হয়। বাবা ক্রমিক নম্বর দেননি, সবাইকে নম্বর ওয়ান দিয়েছেন, কিন্তু কার্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে নিজে নম্বর বানিয়ে ফেলেছে। বুঝেছ, নম্বর কেন হয়েছে? যত ইউজ করবে, কার্যে প্রয়োগ করবে, ততই বেড়ে যাবে। মার্জ করে যদি রেখে দাও তবে বাড়বে না আর নিজেও যদি অনুভব করতে না পারো তবে অন্যদেরও অনুভব করতে পারবে না, সেইজন্য সোঁসব তোমাদের আচার-আচরণে ও মুখে নিয়ে এসো।

বুঝেছ, কী করতে হবে? যে নম্বরই আসুক না কেন ভালো। ঠিক আছে, ১০৮-এ না হলে যদি ১৬ হাজারেও প্রাপ্ত হয়, কিছু তো হবে। কিন্তু ১৬ হাজারের মালা সদা জপ করা হয় না, কোথাও কোথাও আর কখনো কখনো জপ করা হয়। ১০৮-এর মালা তো সদা জপ করতে থাকে। এখন, আমি কে? এটা নিজেকে জানতে হবে। যদি বাবা বলেন কিম্বা অন্য কেউ বলে যে, তুমি ১৬ হাজারে আসবে তখন কী বলবে? মানবে? কোশ্চেন মার্ক শুরু হয়ে যাবে, সেইজন্য নিজেকে নিজে জানো - আমি কে? আচ্ছা!

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের, জন্ম হতে প্রাপ্ত পরমাত্ম-জন্ম অধিকারী সকল আত্মাদের, যারা বাবার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার আর পরমাত্মার পালনা নেয়, সত্য শিক্ষক দ্বারা শ্রেষ্ঠ পাঠের শ্রেষ্ঠ পদ আর শ্রেষ্ঠ উপার্জন করে, সন্তুর্ন দ্বারা মহামন্ত্র আর সকল বরদান প্রাপ্ত করে, এমন অতি শ্রেষ্ঠ পদ্মাপদম, যারা প্রতি কদমে জমা করে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

যথার্থ সেবা বা যথার্থ স্মরণের লক্ষণ হলো - নির্বিঘ্ন থাকা আর নির্বিঘ্ন বানানো

সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গীত মনের মধ্যে আপনা থেকেই বাজে? এই গীত অনাদি অবিনাশী। একে বাজানোর দরকার হয় না, বরং আপনা থেকেই বাজে। সদা এই গীত বাজা অর্থাৎ সদাই নিজের খুশির খাজানাকে অনুভব করা। সদা খুশি থাকো? ব্রাহ্মণদের কাজই হলো খুশি থাকা আর খুশি বিতরণ করা। এই সেবাতে সদা বিজি থাকো? নাকি কখনো ভুলেও যাও? যখন মায়া আসে তখন কী করো? যত সময় মায়া থাকে সেই সময় পর্যন্ত খুশির গীত বন্ধ হয়ে থাকে? বাবার সাথে সদা থাকলে তো মায়া আসতে পারে না। মায়া আসার আগে বাবার সাথে থেকে আলাদা করে প্রথমে একলা বানায়, তারপরে আক্রমণ করে। যদি বাবা সাথে থাকেন তাহলে মায়া নমস্কার করবে, আক্রমণ করবে না। সুতরাং মায়াকে যখন খুব ভালো করে জেনে গেছ যে, সে শত্রু তখন আসতে দাও কেন? বাবার সাথে ছেড়ে দাও তো না, সেইজন্য মায়া আসার দরজা পেয়ে যায়। দরজায় ডবল লক লাগাও, একটা লক নয়। আজকাল একটা লক চলে না। তো ডবল লক হলো - স্মরণ আর সেবা। সেবাও নিঃস্বার্থ হতে হবে, সেটাই লক। যদি নিঃস্বার্থ সেবা না হয় তাহলে সেই লক টিলা হয়ে যায়, খুলে যায়। স্মরণও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। যদি সাধারণ স্মরণ হয় তাহলেও সেটা লক বলা হবে না। সুতরাং সদা চেক করো - স্মরণ তো আছে, কিন্তু তা' সাধারণ নাকি শক্তিশালী স্মরণ? একইভাবে, সেবা তো করো, কিন্তু তা' নিঃস্বার্থ সেবা নাকি কিছু না কিছু স্বার্থ ভরা আছে? সেবা করেও, স্মরণে থেকেও যদি মায়া আসে তবে অবশ্যই সেই সেবায় এবং স্মরণে কোনও খামতি আছে।

সদা খুশির গীত গাওয়া শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা - এই স্মৃতির সাথে এগিয়ে চলো। নির্বিঘ্ন থাকা এবং অন্যদের নির্বিঘ্ন বানানোর লক্ষণ হলো যথার্থ যোগ এবং যথার্থ সেবা। নির্বিঘ্ন তোমরা, নাকি কখনো কখনো বিঘ্ন আসে? সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো পাস হয়ে যাও, কখনো একটু ফেল হয়ে যাও। যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন, তা'তে যদি কোনরকমের সামান্য ফিলিংসও উৎপন্ন হয় - এটা কেন, এটা কী... তাহলে সেই ফিলিং আসা মানেই বিঘ্ন। সবসময় এটা ভাবো যে, ব্যর্থ ফিলিংসের উদ্দেশ্য যদি তোমরা থাকো এবং ফিলিং-ফ্রুফ আত্মা হও, তাহলে তোমরা মায়াজিত হয়ে যাবে। তবুও দেখ, তোমরা এখন বাবার হয়ে গেছ, বাবার হওয়া এটা কত খুশির ব্যাপার। কখনো স্বপ্নেও ভাবনি যে, ভগবানের এত সমীপ সম্বন্ধে হবে! কিন্তু এখন তোমরা তা' সাকারে হয়ে গেছ! তাহলে কী স্মরণে রাখবে? তোমরা সদা খুশির গীত গাও। এই খুশির গীত কখনও সমাপ্ত হতে পারে না।

টিচারের অর্থই হলো যারা নিজের ফিচার্স দ্বারা ফরিস্তার ফিচার্স অনুভব করায়। তোমরা এ'রকম টিচার? সাধারণ রূপ যেন দৃশ্যগোচর না হয়, সদা ফরিস্তা রূপ দৃশ্যমান হওয়া উচিত। কারণ, তোমরা টিচাররা নিমিত্ত তো না! সুতরাং যে নিমিত্ত হয় সে নিজে যা অনুভব করে তা' অন্যদেরও করায়। এটাও ভাগ্য যে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। এখন এই ভাগ্যের অনুভব নিজের মধ্যে বাড়াও আর অন্যদের অনুভব করাও। সবচাইতে বিশেষ বিষয় - অনুভাবী-মূর্ত হও।

বরদান:- উত্তরদায়িত্বের স্মৃতি দ্বারা সদা অ্যালাট থেকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ভব তোমরা বাচ্চারা প্রকৃতি আর মনুষ্যাত্মাদের বৃত্তিকে পরিবর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু এই উত্তরদায়িত্ব তখনই পূরণ করতে পারবে যখন তোমাদের বৃত্তি শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় সম্পন্ন, সত্যপ্রধান আর

শক্তিশালী হবে। উত্তরদায়িত্বের স্মৃতি তোমাদেরকে সदा অ্যালাট বানিয়ে দেবে। সব আত্মাকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়ানো, উত্তরাধিকারের অধিকারী বানানো এ'সব অনেক বড় দায়িত্ব, সেইজন্য কখনো গড়িমসি ভাব যেন না আসে, বৃত্তি যেন সাধারণ না হয়।

স্লোগান:- নিজের সব কর্ম দ্বারা আশ্রয়দাতা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাও, তাহলে অনেক আত্মার সাগরতট (কিনারা) প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আত্মিক (রুহানী) যোদ্ধা, তোমরা বাবার কাছ থেকে অনেক বড়-বড় জ্ঞানের বোমা পেয়েছ যা প্রয়োগ করে মায়া রূপী শত্রুর উপর জয়ী হতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন্ রহস্যকে বুঝে তোমরা চিন্তা মুক্ত (বেফিকর) বাদশাহ হয়ে গেছ?

*উত্তর:- সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্যকে বুঝে তোমরা বেফিকর বাদশাহ হয়ে গেছ। এখন তোমরা জানো যে আমাদের পুরানো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ২১ জন্মের জন্য জ্ঞান যোগের দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করছি। আমরা শিববাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মা বাবার সন্তান.... সুতরাং কোন্ বিষয়ের জন্য চিন্তা করব।

*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বোঝান আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা আর তোমরা বাচ্চারা বড়-বড় জ্ঞানের বারুদের বোমা পাচ্ছে। তোমরা জানো - এটা সেই গীতা যার এপিসোড অর্থাৎ ড্রামার পার্ট পুনরায় প্লে হতে চলেছে। একমাত্র শাস্ত্র গীতা যার সাথে মহাভারতের লড়াইয়ের কানেকশন আছে। তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত সেনা। যেমন ওরা প্র্যাক্টিস করছে, গোলা রিফাইন করার জন্য। তেমনই শিববাবাও বলেন ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অনেক ভালো-ভালো জ্ঞানের গোলা দিচ্ছি। সুতরাং তোমরা মানুষের কাছে ভালোভাবে শঙ্খ-ধ্বনি করো যে গীতার পার্ট পুনরায় রিপিট হচ্ছে এবং স্বর্গের দৈবী রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের জন্য রাজস্ব স্থাপন করছ। ঐ সেনারা পরিশ্রম করে রাজা রাণীর জন্য, তোমরা নিজেদের জন্য মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নিয়ে থাকো - ৫ হাজার বছর আগের মতো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে প্রকৃতপক্ষে আমরাই নিজেদের ভাগ্য তৈরি করছি। ওরা তো অল্প সময়ের জন্য অনেক পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে। এখানে তোমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তৈরি করছ। তোমরা মাঝা বাবার থেকেও উপরে যেতে পারো। কিন্তু বিবেক বলে - মাঝা বাবার থেকেও উঁচুতে কেউ-ই যেতে পারে না। সূর্য, চন্দ্র গ্রহণ লাগলেও সূর্য চন্দ্র ভেঙে যায় না। নক্ষত্র ভেঙে পড়ে। বাবা বলেন আমার মিষ্টি বাচ্চারা, আমি বাচ্চাদের কেন স্মরণ করব না। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের কেন মনে পড়বে না! কিন্তু অনুভব বলে যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। নিজেদের সজ্ঞী মনে করলে বাচ্চারাও অধিক শক্তি পাবে, কেননা সজ্ঞী তো অর্ধ-সঙ্গী (হাফ পার্টনার)-সাজনের। বাচ্চা তো বাবার পূর্ণ রূপে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। সেইজন্যই বাবা বলেন আমার জ্ঞানী আত্মার প্রতি ভালোবাসা থাকে। যারা ধ্যান লাগায় তাদের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা থাকে। যারা সারাদিন বাবা-বাবা করে তাদেরই তো জ্ঞানী বলবে। জ্ঞানের প্রতি বাবার অধিক আগ্রহ। এখন তোমরা জ্ঞানের গোলা পাচ্ছে, এ হল একেবারে নতুন কথা তাইনা! ধ্যানে অনেক সাক্ষাৎকার ইত্যাদি হয়, কিন্তু এতে ওদের কোনো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়না। বাবা এমনটাও বলেন না যে ধ্যান করা খারাপ। ভক্তি মার্গে সাক্ষাৎকার হয় তখন খুশি অনুভব করে, কিন্তু মুক্তিধামে যেতে পারে না। বাবা বলেন তোমরা আমার ধামে (পরমধাম) আসতে চলেছো। তোমরা জানো এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে রাজকুমার হবো। দেবতারা তো এখানে নেই যে তোমরা তাদেরকে এই চোখ দিয়ে দেখবে। চিত্র তো আছে!চিত্রের দ্বারা কৃষ্ণকে তোমরা দেখো, ওখানে রাজকুমার-রাজকুমারীদের রাস বিলাস হয় অথবা শৈশবের লীলাও দেখো। কিন্তু মহারানি কবে হবে, কবে সেই রাজকুমারকে পাওয়া যাবে ? সে'সব তো জানাই নেই। বাবা সাক্ষাৎকার করান যে নিশ্চয় হয়ে যাও যে আমরা ভবিষ্যৎ মহারানি তৈরি হচ্ছি। জ্ঞানের দ্বারাও বুঝতে পারো যে ওখানে আমাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হবে। এই "হম সো" যে মন্ত্র, সেটা এই সময়ের জন্যই। শিববাবাকে স্মরণ করলে শক্তি পাওয়া যায়। হাতেমতাই-এর খেলা দেখানো হয় - মুখে চুসিকাঠি (মুহলরা) লাগিয়ে দিলেই মায়া উড়ে যেত। বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা, সব কাজকর্ম করো শুধু বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের জন্য এক পরমধাম। ওরা (লৌকিক) তীর্থ যাত্রা করতে গিয়ে শুধুই ঘুরে বেড়ায়। ওদের বুদ্ধিতে থাকে চার ধাম। তোমাদের বুদ্ধিতে শুধুমাত্র এক পরমধাম। কাউকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কি চাও? বলবে মুক্তি চাই। সন্ন্যাসীরাও শান্তির জন্য ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। মনে করে আমরা জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে, যেন মোক্ষ লাভ করি। কিন্তু চিরদিনের জন্য কেউ মুক্তি পেতে পারে না। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এই ড্রামার রহস্য কেউ জানেনা। ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরকে জানে না। তোমরা জানো এই ড্রামার সম্পূর্ণ রূপে ৪ টি ভাগ আছে। এমন নয় যে সত্যযুগের আয়ু দীর্ঘ। জগন্নাথ পুরীতে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করার সময় স্বাভাবিকভাবেই সেটা সম্পূর্ণ ৪ ভাগ হয়ে যায়। এই দুনিয়াও হলো ৪ যুগের ড্রামা, এর আদি-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে তোমরা জানো। এ হলো একটা খেলা। আমরা দেবী-দেবতারা এই রাজস্ব করেছিলাম। তারপর আমরাই রাজস্ব হারিয়েছি এবার

পুনরায় রাজত্ব পেতে চলেছি। ৫ হাজার বছরের কথা। এখানে প্রত্যেকেই নিজের জন্য পুরুষার্থ করছে। যে যত নিজের সমান তৈরি করতে পারবে, তাকে বাবা উপহারও দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ স্বাভাবিকভাবেই বিনাশ হয়ে যাবে। আমি কিছুই করিনা। তোমরা নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই রাজত্ব পেয়ে থাকো, রাজা জনকের দৃষ্টান্ত আছে না! একেই বলে সাক্ষাৎকার।

তোমরা জানো আমরা জীবনমুক্তিতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, সেইজন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। মুক্তিতেই আমাদের থাকলে হবে না। আমরা অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করি। যেমন রেল তোমরা যখন আসো তখন ভায়া আহমেদাবাদ হয়ে আসো তাইনা। আমাদেরও ভায়া মুক্তি হয়ে জীবনমুক্তিতে যেতে হবে। ক্ষণে-ক্ষণে পরমধামকে স্মরণ করো। লৌকিক স্কুলে ৫-৬ ঘন্টা পড়াশোনা করে, এখানে এতো সময় পড়াশোনা করতে পারো না, সেইজন্যই বলা হয় এক ঘন্টা-আধা ঘন্টা অমৃতবেলা হলো সবচেয়ে ভালো সময়। তোমরা স্নানও অমৃতবেলায় করো। এক বার মুরলী শোনার পর এর পয়েন্ট গুলো রিপিট করতে থাকো। টেপেও মুরলী রেকর্ড করা হয়েছে। ১৫ দিন পর শুনলেও রিফ্রেশ হয়ে উঠবে। কোনো পয়েন্ট মনে না থাকলে চট করে ভাবনার মধ্যে আসবে। মুরলী নোটস করে নিজের কাছে রাখা ভালো, কারণ এটা হল বারুদ। অনেক বাচ্চারা নোটস রাখে। যেমন ব্যারিস্টার, সার্জনরা নিজেদের কাছে অনেক বই রাখে, যারা অনেক বই পড়ে, তারা ভালো ওষুধ দিয়ে থাকে। কেউ যথার্থ রূপে নোটস নেয়, কেউ নোটস নিতেও পারে না। বাবা বলেন এটাও তোমাদের কর্মবন্ধন। এটাও তাদের বিকর্ম। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন ইংরেজরা প্রথমে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য, কিন্তু ব্যবসা করতে-করতে ওরা দেখলো যে এরা তো নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করে তখন তারা নিজেদের সেনাবাহিনী তৈরি করে সেই রাজ্যগুলো দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা তোমাদের জন্য তো খুব সহজ। কাউকে মারা বা হত্যা করার প্রশ্নই আসে না। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব কোথা থেকে পেয়েছিল? কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হয়ে তারপর সত্যযুগের দিন শুরু হয়। দিনের বেলায় রাজত্ব আর রাতে শুরু হয় বিশ্ণুলা, বাবা আসলে আমরা ধনবান হয়ে উঠি। কলিযুগের পর আসে সত্যযুগ। অনেক ধর্মের পর এক ধর্ম স্থাপন হয়। যারা কল্প পূর্বেও রাজত্ব পেয়েছিল, তারাই আবার নিতে চলেছে। তাকে বলে স্বর্গের দৈবী রাজধানী (হেভনলি ডিটি কিংডম)। এখন তো নরক আর নির্বাণধাম হলো ব্রহ্মান্ড, যেখানে তোমরা ডিম্বাকৃতি অবস্থায় থাকো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টির নলেজ আছে। কত সহজ কথা। প্রধান হলো গীতার বিষয়টি। গীতায় ভগবানের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এ হলো জ্ঞানের গোলা। একটা বিষয় যুক্তি দিয়ে বোঝাও। এই সময় সবাই চোরাবালিতে আটকে রয়েছে। বাবা এসে এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধনা করান। মায়া এসে ডানা কেটে দিয়েছে, ওড়ার ক্ষমতা নেই। এখন সবাইকে পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে।

তোমরা পুরুষার্থ করছো - বাবার কাছ থেকে পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য পাওয়ার জন্য। বাবা বোঝান তোমাদের খুশি থাকা উচিত। যে ভালোভাবে ধারণ করে অন্যদের নিজের সমান করে তুলবে তারা খুব খুশিতে থাকবে। যারা প্রথম নম্বরে পাশ করবে তারা তো অবশ্যই খুশি হবে তাইনা। সরকারও (গভর্নমেন্ট) বৃত্তি দিয়ে থাকে। তোমাদেরও মালা তৈরি হচ্ছে। এই মালা ১০৮ এবং ১৬১০৮ এরও তৈরি হয়। একটা বাস্তব তৈরি করে, তার মধ্যে রেখে দেয়। এখন তোমরা বুঝেছ এই মালা কার? রুদ্রাঙ্কের মালা কাকে বলে। প্রথমে হলো ব্রহ্মার মালা। বাবা তাঁর রচনাকে রচিত করেন তাই না! যারা ব্রহ্মার হৃদয়ে স্থান পায় তারাই শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। এ হল ব্রহ্মার মালা। প্রথমে ব্রহ্মার মালা এবং তারপর রুদ্র মালা তৈরি হয়, এবং তারপর বিষ্ণুর গলায় গাঁথা হয়। এই দৈবী রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। এই মনুষ্য সৃষ্টিই স্বর্গ এবং নরকে পরিণত হয়। স্বর্গে দেবী-দেবতারা থাকে, যাকে হেভন বলা হয়। স্বর্গ বাসীদেরই তারপর এই নরকে আসতে হয়। তারপর আমরাই আবার নরক থেকে স্বর্গে যাই। মায়ার উপর জয় লাভ করে আমরা জগৎজীত হই। তোমরা বলবে এই ভূমিকা আমরা অনেকবার পালন করেছি। কেউ বলবে শুধু তোমরাই স্বর্গ দেখবে, আমরা দেখব না? তাদের বলো, খোড়াই সবাই সেখানে যেতে পারে! অসম্ভব। প্রত্যেকেই নিজের সতোঃ, রজোঃ তমোঃ-র পার্ট প্লে করছে। এটা কারো জানা নেই। তোমরা জানো আমাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। ড্রামা অবশ্যই তোমাদের পুরুষার্থ করা হবে। ড্রামা অনুসারেই এনার দ্বারা (ব্রহ্মা) মুরলী চালাচ্ছেন। পুরুষার্থ না করে তোমরা থাকতে পারবে না। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে যাবে না। কল্প পূর্বেও যেমন মুরলী চালিয়েছিলেন, ড্রামা অনুসারে এখনও তেমনই চলবে। কত গভীর বিষয়। ড্রামা অবশ্যই হুবহু রিপিট হবে। আমরা হলাম চিন্তাহীন (বেফিকর) বাদশাহ। পরমপিতা পরমাত্মা শিবের আমরা পৌত্র। তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হবে। এটা হলো রাজযোগ। বাবা বলেন এখন তোমরা পুরানো হিসেব-নিকেশ শেষ করে, এখান থেকে বুদ্ধিযোগ সরেও। জ্ঞান যোগের দ্বারা যত জমা করবে ততই তোমাদের ঝুলি ২১ জন্মের জন্য ভরপুর হতে থাকবে, এতে ভয় পাওয়ার তো কিছুই নেই। বাবা তো দাতা। তিনি বলছেন তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সব ত্যাগ করো। এখানে তো

তোমরা কোনো প্রাসাদ তৈরি করছো না। সেই টাকা দিয়ে তোমরা কি করবে, শুধুমাত্র ৩ পা পৃথিবী নিয়ে সেন্টার খোলো। এটা একটা খুব বড় ইউনিভার্সিটি এবং হাসপাতাল। শরীরের জন্য হাসপাতাল তো অনেক আছে। এখানেই শুধুমাত্র এই রকম (গৈশ্বরীয়) হাসপাতাল হয়। যারা ধার্মিক মানসিকতার তারা বলবে আমরা কেন এমন হাসপাতাল খুলব না যেখানে মানুষ এভার-হেল্পী হতে পারবে! বাবা হেল্প-ওয়েল্থ (স্বাস্থ্য এবং সম্পদ) দুই-ই দিয়ে থাকেন। অতএব ওরা বলে বাবা এটা তোমার, তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এটাকে কাজে ব্যবহার কর। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করা উচিত তাইনা। প্রত্যেকেই তার নিজের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তোমরা বলে থাকো, আমরা ব্রাহ্মণ, তবে তো সবকিছু ট্রান্সফার করে দেওয়া উচিত। বাবা ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী দিয়ে থাকেন। বাবার সার্ভিসে সহযোগী হলে তোমরা কখনও অনাহারে মরবে না। আমাদের খোড়াই কোনো খরচ আছে ? তোমরা শুধুই পেটের জন্য দুটো রুটি খাও আর কি খরচ আছে। মানুষের তো প্রচুর খরচ করতে হয়। ওরা বিয়ে ইত্যাদির পেছনে কত খরচ করে থাকে। আমাদের কোনো খরচ নেই। তোমাদের বাগদান হয় শিববাবার সাথে। কানা কড়িও খরচ নেই। বাগদানের পর আমরা বাবার কাছে চলে যাই। এখানে তোমরা বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে। তোমরা নিজেদের স্মৃতি সৌধ দেখে খুশি হবে। এটা আমাদের বাবা ও মাম্মার স্মারকচিহ্ন। আমরা দেবতাদেরও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। মুখ্য স্মারকচিহ্ন হল ৫ - ৭টি, সবার প্রথমে প্রধান হলো শিববাবার। সেই একজনেরই অনেক নাম। তারপরে হল সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্মারকচিহ্ন। তারপর মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গম যুগে জগৎ অম্মা, জগৎ পিতা আর তোমরা শিব শক্তি বাচ্চারা। সত্যযুগে শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণ। এছাড়া অনেক ধরনের মন্দির নির্মাণ হয়েছে। সেগুলোতে কতো ঘোরাঘুরি করতে হয়। তোমরা সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কত খুশিতে থাকো। এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠা যায়। তোমাদের এখন গডলী স্টুডেন্ট লাইফ। তোমরা পাশ করে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অমৃতবেলায় মুরলী শুনে তারপর পয়েন্টস রিপট করতে হবে। মুরলীর নোট অবশ্যই রাখতে হবে। খুশিতে থাকার জন্য নিজের সমান তৈরি করার সেবা করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে থাকার জন্য জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ণ হতে হবে। প্রথম নম্বরে পাশ করে স্কলারশিপ নিতে হবে।

বরদানঃ:- ডামায় সমস্যা গুলিকে খেলা মনে করে অ্যাকুরেট ভূমিকা পালনকারী হীরো পার্টধারী ভব
হীরো পার্টধারী তাকেই বলা হয় – যার কোনো পার্ট-ই সাধারণ নয়, প্রতিটি পার্ট এক্যুরেট (যথোপযুক্ত)।
যত সমস্যাই আসুক, যেমনই পরিস্থিতি হোক কারো অধীন হবে না, অধিকারী হয়ে সমস্যা কে এমনভাবে অতিক্রম করবে যেন খেলতে-খেলতেই পার হয়ে গেল। খেলায় সবসময়ই খুশি অনুভব হবে, সে যেমনই খেলা হোক। বাইরে কাল্লার পার্ট চলছে কিন্তু অন্তর্মনে থাকবে যে এ'সবই হচ্ছে অসীমের খেলা। খেলা মনে করলে বড় সমস্যাও হালকা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে সবসময় প্রসন্ন থাকে সে-ই প্রশংসার পাত্র হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার রেস করতে হবে, বাবাকে ভুলে গেলে মায়ার গোলা লেগে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামার কোন্ গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা জানো ?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে ভিন্ন - ভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ অ্যাক্টর, প্রত্যেকের পাটই পৃথক । একের পাট, একের ফিচার্স (চেহারা) অন্যের সঙ্গে মেলে না । যাঁরা অলরাউন্ডার হিরো পাটধারী, তাঁদেরই মহিমা । বাকি যারা অল্প সময়, এক-দুই জন্ম পাট প্লে করে, তারা দুর্বল পাটধারী । ২) সকল পাটধারীর মধ্যে পরমাত্মা ব্যাপ্ত হয়ে একাই ডান্স করেন না । তিনি তো এই অসীম জগতের ড্রামার নির্দেশক । তিনি নাম-রূপ থেকে পৃথক নন । যদি পৃথক হতেন, তাহলে এই যে মহিমা -- তোমার গতি-মতি তুমিই জানো... একথা রং হয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । বাবা যেমন বলেছিলেন, আমি সাধারণ বুদ্ধের তনে আসি অর্থাৎ যার বাণপ্রস্থে থাকার মতো অবস্থা হয় । বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্ব, সেটা তো হলো নির্বাণধাম । সুখধাম, দুঃখধাম অর্থাৎ যেখানে মানুষ থাকে । সুখধামে মানুষ থাকে । ওখানে তারা সুখ প্রাপ্ত করে, তাই সুখধাম নাম রাখা হয়েছে । ধামে মানুষ থাকে । আচ্ছা ! আবার শান্তিধাম বলা হয় । ওখানে তো মানুষ থাকে না । শান্তিধাম বলার কারণে সিদ্ধ হয় যে, ওখানে আত্মারা থাকে । ওখানে মানুষ থাকতেই পারে না । এমন নয় যে, মানুষ সত্যযুগে শান্তিতে থাকে বলে কোনো গুহাতে থাকে বা মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তা নয় । ওখানে তো থাকেই এক অদ্বৈত ধর্ম, দ্বৈতের কোনো কথাই নেই । তারপর যত ধর্ম বৃদ্ধি পায় ততই দ্বৈত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেখানে দ্বৈত থাকে সেখানে অশান্তি থাকে । বাণপ্রস্থ(বাণীর উর্ধ্ব যাওয়া অর্থাৎ) একে বলা হয় নির্বাণ ধাম । বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি, তাকে মুক্তিধামও বলা হয় । ওখানে আত্মারা কেবল শান্তিতেই থাকে । সুখধামে তো আত্মা শরীরে থাকে, তাই না । শরীরে থাকলে কখনোই শান্তি থাকতে পারে না । হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে ১০ - ২০ দিন বা একমাস থাকতে পারে কিন্তু শান্তিতে কতক্ষণ থাকবে ? মুক্তি বা জীবনমুক্তিতে তো যেতে পারবে না । এ তো ড্রামা, তাই না । এই সময় সমস্ত আত্মাদের এই কর্মক্ষেত্রে এসে যাওয়া উচিত কেননা নশ্বরের ক্রমানুসারে আসতে হবে । আত্মাদের মানও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয় । কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতঃ, রজঃ আবার তমঃ । যারা পরের দিকে অল্প সময়ের জন্য এই ভূমিকা পালন করতে আসে তারা তো প্রায় কমজোর আত্মা । তাদের অল্প পাট থাকে । তাদের এতো প্রভাব হয় না, এতো মহিমা হয় না । বিচার করে দেখো, কাদের মহিমা হয় ? উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । এ হলো ভারতেরই কথা । অন্য জায়গায় কাদের মহিমা করবে ? ধর্মস্থাপকদের । ক্রাইস্টের পরে যেমন পোপ আসে, তাদেরও চিত্র থাকে । যে আত্মাদের মহিমা হয়, তাদের পাটের অনেক গুরুত্ব । বাচ্চারা, তোমরা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । ড্রামাতে যারা এক নশ্বর এক্টর তাদের নাম খবরের কাগজে দেওয়া হয়, আর মানুষও আকৃষ্ট হয় যে অমুককে দেখবো । কেউই তো জানে না যে, এ হলো অসীম জগতের পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা । বিদেশের লোকেরাও অনেক গল্পকথা বলে । সবথেকে বেশী গালগল্প করে এখানকার মানুষ । বাবা এসে তাই আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেন । তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই এ কথা বসা উচিত । মুখ্য ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রিন্সিপল এক্টর কে ? শিব বাবা । তিনিই নলেজফুল, রিসফুল । আমরা শিব বাবাকে অ্যাক্টর বলতে পারি । মানুষ তো বলে থাকে, তিনি কখনো অ্যাক্ট করেনই না । তিনি নাম -রূপ থেকে পৃথক । আবার বলে দেয়, তিনি তো সর্বব্যাপী । তাহলে কি একজন অ্যাক্টরই সকলের মধ্যে ডান্স করেন ? তা নয়, এখানে তো প্রত্যেকের অ্যাক্ট ভিন্ন-ভিন্ন । একেরটা (পাট) অন্যের সাথে মেলে না । কতো কতো মানুষ, একজনের ফিচার (চেহারা) অন্যের সাথে মিলতে পারে না । বাচ্চারা জানে যে, এই ওয়ার্ল্ড ড্রামা হুবহু রিপিট হতে থাকে । তোমাদের কাছে এই গীতও আছে যে - আবারও গীতা জ্ঞান শোনাতে হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কতবার এই জ্ঞান শোনাই । আমি, তুমি আর সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন আছে, পূর্ব কল্পেও ছিলো । কল্প -কল্প আবারও মিলতে থাকবো । দ্বিতীয় অন্য কোনো দুনিয়া আর হয় না । বাবা বলেন, আমি হলাম এক, আর রচনাও এক । ভগবান এক । দ্বিতীয় কোনো নাম-নিশানা নেই । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা । তারপর বলে, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা । ত্রিমূর্তিতে ব্রহ্মাকে বেশী রাখা হয় । ত্রিমূর্তি শঙ্কর বলা হবে না । এমন গাওয়া হয় -- দেব-দেব মহাদেব । প্রথমে আসেন ব্রহ্মা । এই তিন দেবতাদের মধ্যে এক নশ্বর হলেন ব্রহ্মা । ব্রহ্মাকেই গুরু বলা হয় । শঙ্করকে বা বিষ্ণুকে গুরু বলা হয় না । ত্রিমূর্তিতে মুখ্য হলেন ব্রহ্মা । ওই সূক্ষ্মবতনবাসী তো হলেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মা । চিত্র তো একই রকম । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিব বাবা, তিনি সকলের বাবা । তারপর গায়ন হয়, গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের, যাঁর থেকে

মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় নির্গত হয়। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়। প্রথম-প্রথম অ্যাডাম অর্থাৎ আদি দেব, আদি দেবী, তাঁদের থেকে রচনা রচিত হয়, কিন্তু সবাই তো আর ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয় না। যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই আবার দেবতা হয়। এ হলো ঐশ্বরীয় পড়া। যজ্ঞতে ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন। ওই ব্রাহ্মণরা জাগতিক যজ্ঞের রচনা করে। তোমাদের যজ্ঞ হলো আধ্যাত্মিক। ওদের যজ্ঞ কিছু সময় ধরে চলে। তারপর শেষের দিকে তিল, ঘৃত ইত্যাদি আহুতি দেয়। এ তো অনেক বড় যজ্ঞ, এতে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। সত্যযুগ, ত্রেতাতে কখনো যজ্ঞ হয় না। ওরা যজ্ঞ করে উপদ্রব দূর করার জন্য। দ্বাপর থেকে উপদ্রব শুরু হয়। বাবা বলেন, এই যজ্ঞের পরে অর্ধেক কল্প কোনো যজ্ঞ হয় না। বোঝানো হয়, তোমরা বিচার করে দেখো যে, কোনটা সঠিক? এই ছোটো ছোটো যজ্ঞ সবই জাগতিক। এ হলো অসীম জগতের যজ্ঞ। এই যজ্ঞতে সবকিছুই অহুতি পড়বে। তারপর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হবে না। পূজার জন্য কোনো মন্দিরও থাকবে না। মন্দির তৈরীই হয় ভক্তিমাগে। তাই উঁচুর থেকে উঁচু শিব বাবাকে সব ভক্তরা স্মরণ করে, কিন্তু তাঁর পরিচয় না জানার কারণে 'এটা না - ওটাও না' বলে দেয়। রচনা আর রচয়িতার পারাবার আমরা পেতে পারি না। আবার তখন গেয়েও থাকে -- ভগবান, তোমার মতি-গতি আলাদা, তুমিই জানো। অবশ্যই কোনো জিনিস আছে, তাই তো বলে, তুমিই জানো। অবশ্যই তিনি নাম - রূপ সম্পন্ন হবেন, তাই তো বলে -- ভগবান, তোমার গতি - মতি পৃথক। মানুষ কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান - আমার মত সবার থেকে পৃথক। আমি তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে তারপর শ্রেষ্ঠ দেবতা বানাই। আমিই জীবনমুক্তি দাতা। আমিই সকলের উদ্ধারকর্তা। কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে তারপর সত্যযুগ হয়। সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথা থাকে না। বাবা এখন তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন। বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। কলিযুগের অন্তিমের লিবারেটার আসেন। তিনি এসেই নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। এখানে তো খুবই দুঃখ, একে স্বর্গ বলা যাবে না। পুরানো দুনিয়াকে তো নতুন দুনিয়া বলাই যাবে না। নতুন দুনিয়াতে লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজ্য ছিলো। পুরানো দুনিয়াতে কি আছে? এই দুনিয়া আবার নতুন দুনিয়াতে পরিণত হয়। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসে পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া তৈরী করেন। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। এমন কোথাও লেখা নেই যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা সূক্ষ্মবতনবাসী। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজাই থাকে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানেই প্রয়োজন। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব বাবা, এরপর দ্বিতীয় নম্বরে হলেন ব্রহ্মা। শিব বাবা বসে এই ব্রহ্মার দ্বারা সার্ভিস করান। তিনি ব্রাহ্মণদের দেবতা বানান। এখানে তো হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। মানুষ যা কিছুই করে, তাতে তাদের পাপই হয়। এখানে তো ব্রষ্টাচারীদের সঙ্গেই আদানপ্রদান হবে। দ্বাপর যুগ থেকে ব্রষ্টাচার শুরু হয়। তারপর অন্তিম সময়ে বাবা এসে তোমাদের মহান শ্রেষ্ঠাচারী বানান। এই কলা কম হওয়াতে পাঁচ হাজার বছর লাগে, যারা অতি শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা ছিলেন, তারাই আবার নীচে নামতে থাকেন। এই খেলাই হলো এমন। বাবা বসে তোমাদের কতো ভালোভাবে বোঝান। কেউ যদি বসে বোঝে তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। তোমরা যখন করাচিতে ভাঙিতে ছিলে, তখন বোঝার জন্য আসতে। পার্টিশনের পরে অনেকেই চলে গেলো কিন্তু তোমরা থেকে গেলে। তোমরা সেখানে কারোর সঙ্গ করতে না। সঙ্গ থেকে দূরে থেকেও তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করেছে। সবাই তো একইরকম পুরুষার্থ করতে পারে না। স্কুলেও সবাই একইরকম নম্বর পায় না। দুইজন স্টুডেন্টস একসাথে ৯৯ নম্বর পেতে পারে না। ক্লাসে কি একজন আরেকজনের নম্বরে বসবে নাকি। ঘোড়ারও রেস হয়, সেখানেও দুটি ঘোড়া একরকম হয় না। এর নাম রাখা হয়েছে রাজস্ব অশ্বমেধ, ঘোড়াকে অশ্ব বলা হয়, তোমরা হলে রুহানী ঘোড়া। তোমাদের দৌড় হলো ঘরের দিকে, যাতে আমরা প্রথমে বাবার কাছে পৌঁছাতে পারি। ওখানে তো সাইকেলের, ঘোড়ার রেস হয়। যুদ্ধেরও রেস হয়। তোমাদের যেমন যুদ্ধও তেমনই রেস। তোমাদের হলো মায়াকে জয় করার জন্য যুদ্ধ আর তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার কথাই বলা হয়। তোমাদের এমন কথা বলা হয় না যে, গুরু নানককে স্মরণ করো, বা অন্য কাউকে স্মরণ করো। সকলের সঙ্গতি দাতা একজনই। বাস্তবে সবাইকে দয়াও করেন একজন। সর্বের সঙ্গতি দাতা, পতিত পাবনও একজনই। ওরা নিজেদের উপর এই নাম রেখে দিয়েছে, তাহলে তো মিথ্যা হয়ে গেলো, তাই না। সর্বের সুখ দানকারীও একজনই। সুখধামেও বাবাই নিয়ে যান। তাই বাবার থেকেই সুখধামের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। অর্ধেক কল্প রাবণ তোমাদের অভিশপ্ত করেছে। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। এ তো হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। পাপের দুনিয়াতে পুণ্য হয় না। এ তো মিথ্যা গল্প করে যে, অমুকে মারা গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে এখানে তো স্বর্গই নেই তাহলে কিভাবে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবে। এও যারা বুঝতে পারে, তারাই বুঝবে। বোঝার জন্য এখানে বসে থাকতে হবে না। যদিও বিলাতে থাকো তাহলেও সাতদিন বাবার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে, কেননা সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে। যদি তীর বিদ্ধ হয় তাহলে বলবে আরও সাতদিন থাকবো। তাই বাবা পরীক্ষা নেন -- সম্পূর্ণ নিশ্চিত আছে কিনা, মন এখানে লাগে কিনা, তীর বিদ্ধ হয় কিনা -- বাবা তো পড়ান। আরে, বাবার কাছে তো থাকতে হবে, তাই না। রং যখন পাকা হয়ে যাবে, তখন বিদেশে গিয়েও থাকতে পারো। এখন যদি পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব প্রাপ্ত করবে। এ কি কম কথা? তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও, এ কোনো বড় কথা নয়। বাবা তো অনেক উপায় বলে দেন।

তোমরা ধীরে - ধীরে সেই উপায় অবলম্বন করে চलो, যাতে কারোর সাথে কোনো মতবিরোধ না হয়, বন্ধুত্বও থাকে, আবার নিজেকে মুক্তও করতে থাকো। বাবা হলেন একমাত্র চালাক এবং গুহ্য রহস্যের জ্ঞাতা, তিনি তোমাদের গুহ্য উপায় বলে দেন যে -- তোমরা এইভাবে করো। বহু বাচ্চা কানের সামনে বারবার বলতে বলতে তারপর পতিকে নিয়ে আসে। তারপর পতি তার স্ত্রীর কাছে মাথা নত করে যে, এ আমাকে বাঁচালো। ওই ব্রাহ্মণরা তো বিকারের হাতকড়া পড়ায়। এখানে ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণরা সেই বন্ধন বাতিল করে পবিত্রতার গাঁটছড়া বাঁধে। বাচ্চারা বলেও থাকে - বাবা, তুমি আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও। তাহলে তোমার কথা আমরা কেন মানবো না। আমরা আনন্দের সাথে পবিত্রতার কঙ্কন বাঁধবো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র থাকার যুক্তি নিজেকেই রচনা করতে হবে। ২১ জন্মের পবিত্রতার জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠাচারীদের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে হবে। বাবার সঙ্গে থেকে নির্ভয় হতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বশক্তিমানের সাথে স্মৃতির দ্বারা সদা সফলতার অনুভব করে কস্মাইন্ড রূপধারী ভব সর্বশক্তিমান বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে নাও, তাহলে শক্তি সদাই সাথে থাকবে। আর যেখানে সর্ব শক্তি থাকে, সেখানে সফলতা আসবে না -- এ অসম্ভব, কিন্তু বাবার সাথে কস্মাইন্ড থাকতে যদি কমতি থাকে, মায়া যদি কস্মাইন্ড রূপ হয়ে পৃথক করে দেয় তাহলে সফলতাও কম হয়ে যায়, তখন পরিশ্রমের পরে সাফল্য প্রাপ্ত হয়। মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে সফলতা, সামনে - পিছনে ঘুরতে থাকে।

স্লোগানঃ:- সবার শুভেচ্ছা প্রাপ্ত করতে হলে 'হাঁ জী' (হ্যাঁ অবশ্যই) করে সহযোগের হাত বাড়িয়ে চলো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমাদের এই জন্ম হল হীরে সম, কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের পড়াচ্ছেন, তোমরা দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি (বুদ্ধিবান) হয়ে উঠছো”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা দূরদর্শী আর বিশাল বুদ্ধি হয়ে উঠছো?

*উত্তর:- বাবার স্মরণে থেকে তোমরা দূরদর্শী আর পড়াশোনার দ্বারা বিশাল বুদ্ধি হয়ে উঠছো। দূরদর্শী অর্থাৎ দূরদেশের অধিবাসী বাবাকে স্মরণ করা। মন্মনা ভব-র অর্থ হল দূরদর্শী হওয়া। বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে। তোমাদের প্রথমে দূরদর্শী তারপর বিশাল বুদ্ধি হতে হবে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হল পৃথক...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে - আমাদের তীর্থ হল সবার থেকে পৃথক । আমাদের তীর্থ অনেক দূরে অবস্থিত, এইজন্য বাচ্চাদেরকে বলা হয় যে দূরদর্শী ভব। দূরদেশের অধিবাসী পুনরায় বলছেন - বিশাল বুদ্ধি ভব। সকলেরই বুদ্ধি এইসময় তুচ্ছ হয়ে গেছে তাই না। মায়া তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। তো বাচ্চাদের হল দূরদর্শী বুদ্ধি অর্থাৎ দূরের অধিবাসীকে স্মরণ করা আর বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখা। অন্যরা সকলে হল অল্পজ্ঞ বুদ্ধি অর্থাৎ অল্প বুদ্ধি, কেবল বলে থাকে - পরমাত্মা, কিন্তু জানে না। এখানে কোনও মহাত্মা নেই। বাবা এসে দূরদর্শী বানাচ্ছেন, কিন্তু দূরদর্শী বাচ্চাদের সংখ্যা খুবই কম। যদিও জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু দূরদর্শী কম অর্থাৎ বাবার স্মরণে কম থাকে। এছাড়া সাধু তো সাধনা করতে থাকে যথা রাজা-রানি তথা প্রজা, সমগ্র দুনিয়াই এইসময় পতিত হয়ে গেছে। যদিও মহাত্মা নাম রেখে দেয় কিন্তু মহান আত্মা কেউ নেই। কেউ আবার শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে দেয়। এটা বলা তবুও ঠিক আছে কেননা সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। এটা তো হল ব্রহ্মাচারী দুনিয়া। যথা রাজা-রানি তথা প্রজা কিন্তু এইসময় রাজা তো কেউ নেই। প্রজার উপর প্রজার রাজ্য চলছে। বাবা বলছেন যে শাস্ত্র পড়ে তোমরা আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না আর না কোনও মুক্তিতে যেতে পারবে। যতক্ষণ আমার দ্বারা কেউ আমাকে না জানে আর যতক্ষণ কল্পের অন্তে আমি না আসি। মানুষ তো শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, তারা তো এ দেশের। দূরদর্শী তো নয়। তো বাবাকে স্মরণ করা মানে দূরদর্শী হওয়া। মন্মনা ভব-র অর্থ হল দূরদর্শী ভব। যারা বাবাকে জানে না তারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে। যদি না আসে তবে রাস্তা কিভাবে পাবে! অনেক বোঝার বিষয়। সাজনের প্রতি অনেক ভালবাসা থাকতে হবে। বলে যে, এক তোমাকে পেয়েছি মানে সবকিছু পেয়ে গেছি। তখন এক বাবার থেকেই সবকিছু প্রাপ্ত হয়ে যায়। এইরকম সাজনের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। এটা হল অসীম জগতের জ্ঞান। বিরাট ড্রামা অর্থাৎ ভ্যারাইটি, যেখানে অনেক মতভেদ আছে তখন বলা হয় দ্বৈত রাজ্য, দ্বৈত বা দৈত্য কথাটা একই। দৈত্য বলা হয় রাবণকে। দেবতা নির্মাণ কর্তা হলেন এক বাবা-ই। বলে যে মানুষ থেকে দেবতা, কত সহজ কথা। তোমরা হলে বিশাল বুদ্ধি। যারা শাস্ত্র পড়ে তাদের বিশাল বুদ্ধি বলা যাবে না। সেটা হল ভক্তি। জ্ঞান আলাদা জিনিস, ভক্তি আলাদা জিনিস। জ্ঞান তো জ্ঞানসাগর বাবা প্রদান করেন। তোমরা হীরের মতো ছিলে, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছো। এখন বাবা পুনরায় হীরের মতো তৈরী করছেন। তোমরা বিশাল বুদ্ধি হওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করবে। সেখানে হল অখন্ড অটল রাজ্য, এই জ্ঞান যাদের বুদ্ধিতে থাকে তারা বিশাল বুদ্ধির হয়ে যায়।

তোমরা জানো যে সত্যযুগে সুখ ছিল, তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। উপরে উঠতে সময় লাগে এক সেকেন্ড, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য জাম্প দিতে হবে। নিচে নামতে সময় লাগে ৫ হাজার বছর। তোমার সকলে নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বুদ্ধিবান হয়েছো। এই জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। সঙ্গমে বাবা আসেন - অবিকল কল্প পূর্বের মতো। সত্যযুগে কাউকে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে না। হীরের মতো জন্মও সত্যযুগে বলা হবে না। হীরের মতো জন্ম এই সময় হয় কেননা এই সময় তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই মহিমা হল বাবার, যখন পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন তখন সর্বব্যাপী কীকরে হতে পারেন? কিন্তু মানুষের হলো অল্পজ্ঞ বুদ্ধি, যতই বোঝাও না কেনো, কিছুতেই বুঝতে পারে না। তাহলে বুঝবে যে সে ব্রাহ্মণকুলের নয়। যে দেবতা কুলের হবে সে-ই জ্ঞানকে বুঝে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমরা পুনরায় সুখ-শান্তির সাগর তৈরী হচ্ছে। সত্যযুগে অপার সুখ থাকে। তো বাবার দ্বারা তোমাদের অসীম সুখ প্রাপ্ত হয়। অস্তিম সময়ে তোমরাই জ্ঞান, সুখ, শান্তির সাগর হবে কেননা তোমরা অন্যদেরকেও দান করো। এখন দেখো কতোই না দুঃখ অশান্তি। ধনী ব্যক্তিদের রাতে ঘুম আসেনা।

বাম্বারা তোমাদের তো অনেক খুশী হয় কেননা তোমরা বাবাকে জেনেছো। দুনিয়ার মানুষ বলে - ও গড় ফাদার! পরমপিতা পরমাত্মা, কিন্তু তাঁকে জানেই না। অনেক সময় ধরে ভক্তি করে এসেছে, স্মরণ করে এসেছে, কিন্তু জানেনা কিছুই। বাবা নিজের এবং নিজের রচনার পরিচয় নিজে এসে দিচ্ছেন। তোমাদেরকে আবার অন্যদেরকেও তা শোনাতে হবে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন বাবা, কোনও মহাত্মা নয়। বাবার খেয়াল হল, ফর্মে লিখেছো তোমরা কার সাথে মিলন মানাতে এসেছো? তখন নতুনরা বলবে - মহাত্মার সাথে। তোমরা তাদেরকে বলো যে ইনি মহাত্মা নন। নাম হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো এদের বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবেন তাই না। তাহলে মহাত্মা কিভাবে হবেন? যুক্তি দিয়ে বোঝাবার জন্য ভালো আত্মা চাই। বুদ্ধিবান চাই। মনে করো, সে হয়তো লিখেও দিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে কিছুই পারেনা। একদম বুদ্ধ। মুখ দেখেই বোঝা যায় - বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। শিববাবা তো সব জানেন, কেননা তিনি হলেন অন্তর্যামী। এই বাবা (ব্রহ্মা) তো হলেন বাহির্যামী। বাবা বলছেন - আমি আসিই সেই শরীরে যে প্রথম নম্বরে আসে। এখন লাস্টে আছে। এনার মধ্যে প্রবেশ করি কেননা এনাকেই পুনরায় নারায়ণ হতে হবে। তাই শিব বাবাকে এই শরীর ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য ইনি ভাড়া পান, তবেই তো বলা হয় ভাগ্যশালী রথ, ভাগীরথ কোনও জলের গঙ্গা আনয়ন করেনি। এসব হল রহস্যময় জ্ঞানের কথা, রাবণ মতে চলার কারণে যে কথা মানুষ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝেছো তো অন্যদেরকেও বোঝানোর যুক্তি বের করো। তোমাদেরকে এই চিন্তা করতে হবে যে অন্যদেরকে কীভাবে দূরদর্শী বানাবে। কিভাবে বাবার পরিচয় দেবে। তারা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম হল তত্ত্ব যেখানে পরমাত্মা থাকেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মকেই পরমাত্মা মনে করে। যেরকম হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। হিন্দুস্থানে থাকার কারণে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। বাস্তবে হিন্দুস্থান হল থাকার জায়গা। ব্রহ্ম তত্ত্বও হল পরমাত্মার থাকার স্থান। কিন্তু মানুষ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কারণে বুঝতে পারে না। এখানে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়ার কথা তো সবাই খুব ভালো করে জানে। ইনি নিজে জহরী ছিলেন তাই সবকিছু জানতেন। এছাড়া জ্ঞানের বিষয়ে অল্প বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলেন, কিছুই জানতেন না। তাই বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। যতক্ষণ কেউ ব্রাহ্মণ না হয় ততক্ষণ কেউ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে না, প্রজা তো হতেই হবে। কেউ যদি অল্প কিছু জ্ঞান শোনে, তাহলেও প্রজাতে এসে যাবে। যদি বিকারে যেতে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর এসে সাধারণ প্রজা হবে। এখন সকলেরই মৃত্যু হবে। সবাইকে কবরস্থ হতেই হবে। এটা কবরস্থান হতেই হবে। এইসময় মানুষের কোনও মূল্য নেই। তোমাদেরও কোনও মূল্য ছিল না। এখন ভ্যালু তৈরী হচ্ছে। এছাড়া যখন বিনাশ হবে তখন মশার মতো মরবে। যেরকম দীপাবলীতে কতো মশা মরে যায় তো সবাইকে মরতেই হবে কেননা সবাইকে পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে এটা বলবে না যে, এই ব্যক্তি মারা গেছে কেননা সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। তারা কাল-এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করে। মারা যাওয়া শব্দটি সেখানে থাকে না। সত্যযুগে জানে যে আমরা অকালে মারা যাই না। কেবল একটা পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন গ্রহণ করি - সেটাও সময় মতো। সাপের উদাহরণ আছে যে পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন নেয়। তো সাপের উদাহরণ সত্যযুগের জন্য, এখানকার জন্য নয়। ভ্রমরীর উদাহরণ এখানকার জন্য, সল্ল্যাসীরাও এই উদাহরণ দেয় কেননা এখানকারই স্মারনিক ভক্তিমার্গে চলে।

বাম্বারা এখন তোমরা যত যত ধারণা করবে ততই তোমরা বুদ্ধিবান হবে, ততই উপার্জন করবে। যেরকম সার্জন যত বুদ্ধিবান হয়, বুদ্ধিতে যত বেশী ঔষধের নাম মনে রাখতে পারে ততবেশী উপার্জন করতে পারে। তো এখানেও এইরকম। কেউ ২৫০ টাকা উপার্জন করে, কেউ তো আবার হাজার টাকা উপার্জন করে। কেউ যদি রাজাকে সুস্থ করে তোলে তো রাজা তাকে লাখ লাখ টাকা দিয়ে দেয়। এখানেও এইরকম। কারোর তো জ্ঞানের পয়েন্টের ধারণা নেই আবার কেউ তো বড়ই দূরদর্শী, যে বিশাল বুদ্ধির হয় সে অন্যদেরকেও বিশাল বুদ্ধি বানায়। প্রথমে দূরদর্শী, পরে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে। বোঝার মতো বিষয় তাই না। ব্রাহ্মণদের মতো সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। একদম সবাইকে উপরে নিয়ে যায়। উপরে পরমাত্মা আছেন তাই না, তো তার পরিচয় দিতে থাকো। তোমরা সব জানো তাই না। বাবার বিষয়ে বাম্বারা সবই জানে। এখন পারলৌকিক বাবা এসেছেন তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এক কৃষক কন্যার গল্প আছে তাই না - এক রাজা সেই কৃষক কন্যাকে রাজ মহলে নিয়ে আসে, কিন্তু সেই কন্যার কোনও কিছুই ভালো লাগে না, তখন তাকে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। এখানেও এইরকম। যার বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হয় না, সে নিজেই বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, এতে বাবা কি করবেন! পরমপিতা পরমাত্মা সব বুঝিয়ে দেন। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাচ্ছেন যে বেদ শাস্ত্র কোনও ধর্ম শাস্ত্র নয়। এইসব তো হল পাতা, শাখা-প্রশাখা। মূল ধর্ম হল চারটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম হল মুখ্য। দেবতাদের হীরের মতো জন্ম বলা হবে না। কেননা এটা হল কল্যাণকারী লিপ ধর্মকর্মের যুগ। লিপ মাস, ধর্মকর্মকে বলা হয়। এটা হল সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী। অন্য যেসব যুগ আছে সেখানে অকল্যাণই হতে থাকে, কেননা ডিগ্রি কম হয়ে যায়। দিন প্রতিদিন কলা কম হতে থাকে। এই যুগটাই হল কল্যাণকারী যুগ। তো প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে যে অন্যদেরকে কিভাবে বোঝাবো। এমনিতে তো ওস্তাদ বলে দিচ্ছেন যে রাস্তা কিভাবে বলতে হবে, তারপরও

প্রত্যেকের ধান্দা আলাদা আলাদা। তো এটা ভাবতে হবে যে কিভাবে অন্যদেরকে চোরাবালি থেকে বের করবো। কেউ কেউ তো চোরাবালি থেকে বের হয়েও নিজের কারণে পুনরায় ফাঁসে যায়। তাই বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। প্রথমে অল্ফ অর্থাৎ বাবার পরিচয় দাও তারপর বে অর্থাৎ বাদশাহীর বিষয়ে জেনে যাবে আর সৃষ্টি চক্রকেও জেনে যাবে। প্রথমে অল্ফ-কে তো জানো। কেউ যদি হাজার বার লিখে দেয় যে অল্ফ কে? তখন এখানে বসতে পারবে। কেউ তো রক্ত দিয়েও লিখে দেয়, তারপরও ছেড়ে চলে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দূরদর্শী হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর অন্যদেরকে দূরদেশের অধিবাসী বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) কল্যাণকারী যুগে সকলের কল্যাণ করার যুক্তি বের করতে হবে। সবাইকে চোরাবালি থেকে বের করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখনা দ্বারা উড়ন্ত কলার স্থিতির অনুভবকারী কর্মযোগী ভব ব্রাহ্মণেরা উৎসাহ-উদ্দীপনা হল তোমাদের উড়ন্ত কলার পাখনা। যদিও কার্যার্থে নীচে আসতেও হয় তো উড়ন্ত কলার স্থিতিতে থেকে, কর্মযোগী হয়ে কর্ম করতে এসো। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা হল ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় শক্তি। নীরস জীবন নয়। যদি উৎসাহ-উদ্দীপনার রস রয়েছে তবে কখনও হৃদয় বিদীর্ণ হবে না, সর্বদাই মন খুশীতে থাকবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা তুফানকেও উপহার বানিয়ে দেয়। পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায়।

স্নোগানঃ:- যে অশরীরী স্থিতির অভ্যাসী, তাকে শরীরের আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারে না।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যাত্মাদের সর্বপ্রথম কোন্ মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যেটার প্রতি খুব সতর্ক থাকতে হবে? ১ - সর্বপ্রথম তো নিজেকে এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? ২ - দ্বিতীয় পয়েন্ট হল, আমরা সবাই হলাম মনুষ্যাত্মা আর পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা হলাম বাচ্চা আর পরমাত্মা হলেন বাবা, আমরা হলাম আলাদা-আলাদা। ৩ - তৃতীয় পয়েন্ট হল ঈশ্বর অনন্তও নন আর সর্বত্র বিরাজমানও নন, এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে এইজন্য তোমাদের জ্ঞান হল অন্যদের থেকে আলাদা, যদিও দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে তাদের কাছে পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে? তখন বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। এখন পরমাত্মা তো বলেন যে আমার জ্ঞান আমার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, যেসকল ব্যারিস্টারের দ্বারা ওকালতি, ডাক্তারের দ্বারা ডাক্তারি শেখা যায়, যদিও সেখানে ব্যারিস্টারও অনেক থাকে, একজন ব্যারিস্টারের কাছে না পড়তে চাইলে অন্য এক ব্যারিস্টার পড়াবেন। একজন ডাক্তারের কাছে না পড়তে চাইলে অন্য এক ডাক্তার পড়াবেন, যদিও এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান এক পরমাত্মা ছাড়া কোনও মনুষ্যাত্মা, সে যদি সাধু-সন্ত মহাত্মাও হয়, সে-ও পড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা কিকরে বুঝবো যে এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান আছে আর ৪- চতুর্থ পয়েন্ট পরমাত্মা যুগে-যুগে আসেন না পরিবর্তে পরমাত্মা প্রতি কল্পে একবারই এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদিতে এই সঙ্গমের সময়ে আসেন আর অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে এক আদি সনাতন সৎ ধর্মের স্থাপনা করেন। এখন লোকেরা কিভাবে বলে যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আবার এমনও বলে যে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দ্বাপরে এসেছেন। এখন এইসব কথাগুলিকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, শিব পরমাত্মা আর তিনি দ্বাপরে নয় সঙ্গমের সময়ে আসেন। ৫ - পঞ্চম পয়েন্ট হল গুরু ব্যাভীত ঘোর অন্ধকার কিভাবে হয়েছে, সেই গুরু কে? মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড় কিরকম আর আমাদেরকে পাঁচ বিকারের উপর কিভাবে জয়ী হতে হবে? ৬- ষষ্ঠ পয়েন্ট হল আমরা হলাম সেই পান্ডব যোদ্ধা, যাদের সাথে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন তাদেরই জয় নিশ্চিত আর সঙ্গম পয়েন্ট হল পরমাত্মা নিজে হলেন সর্বশক্তিবান তো যারা সবসময় পরমাত্মার সাথে থাকে, তাদেরই পরমাত্মার দ্বারা লাইট মাইট দুই মুকুট প্রাপ্ত হয়। এখন

এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, কারণ একেই জ্ঞান বলা হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এতটুকুও গাফিলতি করলে মায়া এমন ভাবে গ্রাস করে নেবে যে ঈশ্বরীয় সঙ্গ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, তাই নিজের প্রতি খেয়ার রাখো, সাবধান থাকো”

*প্রশ্নঃ - এই ঈশ্বরীয় ক্লাসে বসার আদব কায়দা কি?

*উত্তরঃ - এই ক্লাসে সেই বসতে পারে যে বাবাকে যথার্থ রূপে চিনেছে। এখানে যারা বসে তাদের অব্যভিচারী স্মরণ থাকা উচিত। যদি এখানে বসে অন্যদের স্মরণ করে তবে তো পরিবেশ খারাপ করে। এও হল বিরীতি ডিসসার্ভিস। এখানকার আদব কায়দা কঠিন হওয়ার কারণে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কম হয়।

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি বিষয়ের দ্বারা বাচ্চাদের স্থিতি বৃদ্ধিতে পারা যায়?

*উত্তরঃ - এই রোগী ভোগী দুনিয়ায় যখন কোনও পেপার আসে এবং তারা কান্না কাটি করে তখন স্থিতি বৃদ্ধিতে পারা যায়। তোমাদের কান্নাকাটি করা নিষেধ।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে...

ওম্ শান্তি। এই কথাটি কে বলছে প্রাণী অথবা আত্মা, বলা হয় না যে প্রাণ বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ আত্মা বেরিয়ে গেল। সুতরাং প্রাণ বলা হয় আত্মাকে, শরীরকে নয়। বাবা আত্মাদের জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা পাপ আত্মা নাকি পুণ্য আত্মা? সবাই নিজেকে পতিত মনে করে। তো বাবা বলেন নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি কি পাপ কর্ম করেছি? কবে করেছি? পাপ আত্মা তো সবাই, তাইনা। কিন্তু নম্বর অনুসারে তো হয়। তো নম্বর অনুসারে পুণ্য আত্মা কে? নম্বর ওয়ান পাপ আত্মা কে? ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে। আজ সব মানুষ মাত্রই মায়ায় দাসত্বে রয়েছে। অর্ধেক কল্প মায়ায় দাসত্বে থাকে, পরে মায়াকে দাস বানায়, তখন তাদের পুণ্য আত্মা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। তারা এখন কোথায়? সত্য যুগে কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন না, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ ডাইনেস্টি ছিল। সেই সময় ভারতকে পবিত্র বলা হত। সেখানে দৈবগুণ ধারী মানুষ ছিল। বলা হয় সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... অর্থাৎ পুণ্য আত্মা, তাইনা। তারপরে বলে অহিংসা পরমধর্মঃ। অর্থাৎ তারা অহিংসক ছিলেন। হিংসা কথাটির দুটি অর্থ আছে - হিংসা অর্থাৎ কাউকে আঘাত করা। আঘাতও দুই প্রকারের হয়। এক হল কাম কাটারী চালানো, দ্বিতীয় হল ক্রোধ বশতঃ আঘাত করা। এও হল হিংসা। এই সময় সবাই পাপ আত্মা। বলা হয় না - আমি নিগুণহারের (গুণহীন) কোনো গুণ নেই। সুতরাং নম্বর অনুযায়ী হল তাইনা। কিন্তু সব পাপ আত্মা, তাই যখন পিতা আসেন তখন পিতাকে চেনা উচিত। বলে থাকে - পরমপিতা, অর্থাৎ ওঁনার কোনও পিতা নেই, তিনি হলেন সকলের পিতা, তিনি সকলের টিচার। পরম পিতা উনি পরম ধামে থাকেন, তাঁর কোনও পিতা নেই। অন্য সবার পিতা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও পিতা আছে। বলে শিবায় নমঃ অর্থাৎ পিতা হলেন, তাইনা। পিতা পুনর্জন্মের চক্রে আসেন না। কিন্তু তিনি কল্পে কেবল একবার জন্ম গ্রহণ করেন। বলে শিব জয়ন্তী অর্থাৎ জন্ম হয়েছে তাইনা। শাস্ত্রবিদ জানে না শিবের জন্ম কীভাবে হয়? বলে শিব রাত্রি, রাত্রি অর্থাৎ কোন্ রাত্রি? রাত্রি কালে মানুষ অন্ধকারের কারণে ধাক্কা খায় তারপরে ভক্তি মার্গেও বলে গঙ্গা স্নান করো। চার ধামের যাত্রা করো, এই করো, ওই করো। সুতরাং ধাক্কা খেতে হল, তাইনা। এ হল রাত। সত্যযুগ ত্রেতা হল দিন। সত্যযুগে আছে সুখ। সেখানে পরমাত্মাকে স্মরণ করার দরকার নেই। বলে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, তো ভক্তরা পিতাকে স্মরণ করে, সাধনা করে অর্থাৎ তারা পতিত বলেই করে, তাইনা। অতএব পতিত ভারতকেই বলা হবে কারণ ভারত পবিত্র ছিল। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, পবিত্র আত্মারা ছিল। সত্য যুগে অন্য ধর্ম থাকে না। বাকি অন্য ধর্মের যে পতিত আত্মারা আছে তারা দন্ড ভোগ করে পরমধামে গিয়ে থাকে। সত্যযুগে আসে না। সত্য যুগে সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সব ছিল। সেখানে ছিলই প্রালঙ্ক।

এখানে বাচ্চারা তোমাদের হল এক মত। ওইখানে (লৌকিকে) একই ঘরে আছে অনেক মত। পিতা গণেশকে স্মরণ করবে তো পুত্র হনুমানকে অর্থাৎ অনেক মত হল, তাইনা। এখানে পিতার কাছে সন্তানরা অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এমনিতে যদিও কাউকেও বাবা বলে সম্বোধন করে। গান্ধীজিও তো বাপু ছিলেন - কিন্তু সকলের (জন্মদাতা) পিতা ছিলেন না। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। পিতা এসে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। ভক্তির শৃঙ্খল আছে। তারা বৃদ্ধিতে পারে না যে তারা পতিত। পতিতদের পবিত্র করেন একমাত্র পিতা। তোমরা এক সত্য পিতাকে মান্য করে চলো। অন্য সংসদ গুলিতে যাও তো কেউ নিষেধ করবে না। এখানে একেবারে নিষেধ করা হয়। যতক্ষণ না বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করছে

ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না কারণ যতক্ষণ স্মরণ করছে না ততক্ষণ যোগ্যতা অর্জন করে না। মায়া অযোগ্য বানিয়ে দেয়। তারা বলে আমি নিগুণহারে (গুণহীন) আমার কোনো গুণ নেই। এই সব গীত গায়। অর্থাৎ সবাই হল পতিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নামেও কটুক্তি করে। তাদের দৃষ্টি যেরকম তেমনভাবেই সৃষ্টিকে দেখে। যদি এখানে বসে কেউ অন্যদের স্মরণ করে তবে সেই স্মরণ হয়ে গেল ব্যভিচারী স্মরণ, তাইনা। যদিও স্মরণ পূর্ণ রীতিতে স্থির হয়েনি কারণ মায়া বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবুও বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে শেখান। অন্ত সময়ে তোমাদের স্মরণ স্থির হয়ে যাবে। তবেই অন্তকালের জন্য গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপীকাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এই সংস্থাটি এইজন্য বুদ্ধি পায় না কারণ এখানকার নিয়ম কায়দা গুলি খুবই কঠিন। যতক্ষণ বাবার পরিচয় না জেনেছো ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ এখানে অব্যভিচারী স্মরণ থাকা চাই। অন্য কেউ সত্যথণ্ডের মালিক বানাতে পারবে না। তোমরা সত্যথণ্ডের মালিক হও শিববাবার দ্বারা। এখন তো অসত্য খন্ড। বলে না - মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া.....! অর্ধেক কল্প এমনই চলে। মনে করো কোনো বাড়িতে বাবা যদি জ্ঞানের পথে আসে তবে রচনাকেও পবিত্র বানাতে হয়। সন্তানরা যদি পবিত্র না হয় তবে কুসন্তান বলা হবে। পরিবারে যদি কেউ একজন পবিত্র হয়, অন্য জন না হয় তবে তো ঝগড়া লেগেই থাকবে। সেই কারণে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে। এখানে জ্ঞান শুনে ভালো ভালো বলে কিন্তু বাইরে গিয়ে যেমনকার তেমন হয়ে যায়। তারা ভাবে - সন্ন্যাসীরা তো বলে গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে পারবে না। তাহলে আমরা কীভাবে থাকতে পারব। কিন্তু এখানে তো প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আত্মারূপী বাচ্চারাও বলে আমরা পবিত্র হবো। অর্ধেক কল্প তো আমরা আহবান করেছি সদগতি দাতা এসো। তো এখন তিনি এসেছেন। তবে এখন তাঁর আদেশ মানবো নাকি অন্যদের কথা মানবো ! বাবা বলেন যদি আদেশ মান্য করবে না তবে সত্যযুগে কীভাবে যেতে পারবে। যদি বাবার সন্তান না হও তাহলে কুসন্তান হলে তাইনা, তখন তো স্থির থাকতে পারবে না। তাদের থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। হংস আর বলাকা, একত্রে থাকবে কীভাবে। কোথাও স্ত্রী পবিত্র হয়, স্বামী পবিত্র হয় না তখন স্ত্রী বাবাকে ডাকতে থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের সহ্য করতে হবে। আচ্ছা গিয়ে কর্ম করো, বাসন পরিত্যক্ত করো। রুটি তো খাবে তাইনা। বিকার গ্রস্ত হওয়ার চেয়ে বাসন ধোওয়া অনেক ভালো তাইনা। কন্যাদেরকে লৌকিক পিতাও অ্যাসাইলাম (আশ্রয়) দেয় না। সেও বলে তোর হাতে গাঁটছড়া (বিবাহ) বেঁধে দিয়েছি কারণ, বিকারের যেতে হয়। কিন্তু পারলৌকিক পিতা বলেন দান করো তবে গ্রহণ মুক্ত হবে। ৫ বিকারের দান দাও তবে গ্রহণ মিটবে। চন্দ্রের মতন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন তাইনা। বর্তমানে আত্মার হয়েছে নো কলা অর্থাৎ কলাহীন অবস্থা। এখন তো সবাই হল পতিত। তারা বলে - আমরা পতিত, তাদেরকে বলা তোমরা হলে নরকবাসী, তখন বিগড়ে যাবে। এই সময় যথা রাজা তথা প্রজা সবাই হল পতিত। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। সত্যযুগে কেউ কাল্লাকাটি করে না। তাই এখানে তোমাদের কাল্লার পারমিশন নেই। কাল্লায় ভেঙে পড়া অর্থাৎ অবস্থা বা স্থিতি শক্তিশালী নয়। যখন পিতা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রদান করছেন। তবে কাল্লার দরকার থাকে কি, কিন্তু সেই কথা তো ভুলে যায়। এই দুনিয়া হল রুগীদের দুনিয়া, ভোগীদের দুনিয়া। সত্যযুগ হল নিরোগী অর্থাৎ রোগমুক্ত, যোগী দুনিয়া। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করো না অর্থাৎ ডিসসার্তিস করে থাকো। কারণ পরিবেশ খারাপ করবে। এখানে তো সবাই হল পতিত। তাই পতিতদের দান করে পবিত্র হতে পারবে না। পতিতদের দান করলে তারা তো পতিত কর্ম ই করবে। এখানে তো পতিতদের সঙ্গে পতিতরা আচার ব্যবহার করে। সেখানে তো পবিত্রদের সঙ্গে পবিত্রদের আচার ব্যবহার থাকবে। ব্যভিচারী শব্দটি তো খারাপ শব্দ তাইনা। প্রথমে ভক্তিও ছিল অব্যভিচারী। শিবের পূজা করা হত। পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়, তখন রজঃগুণ ভক্তি বলা হয়। এখন মানুষের পূজা করতে থাকে। সন্ন্যাসীদের পদসেবা করে জল পান করে। মানুষের পূজা করাকে বলা হয় ভূত পূজা অর্থাৎ ৫ তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত শরীরের পূজা। কিছুই বুঝতে পারে না। তখন বলা হয় অন্ধের সন্তান অন্ধ। তোমরা হলে চক্ষুজ্ঞানের সন্তান চক্ষুজ্ঞান। তারা তো অন্ধকারে ধাক্কা খায়। বলে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর... এমন বলাও রং (ভুল)। বিষ্ণু হলেন সত্যযুগ নিবাসী। উনি তো নিজের প্রালব্ধ ভোগ করেন। বাকি থাকলেন ব্রহ্মা গুরু, তিনিও তখন থাকেন যখন এই দেহে পিতা প্রবেশ করেন। যতক্ষণ না বাবার প্রবেশ ঘটে ততক্ষণ এনার কাজ কি।

অসীম জগতের পিতা বলেন যে আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে সেই হল আমার সুসন্তান। যেমন গভর্নমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে, তেমন ভাবে এই পাণ্ডব গভর্নমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে যে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। তো বাবা বলেন যে দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে মামেকম স্মরণ করো, এই শরীরের প্রতি বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়ে আত্মার বন্ধন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করান। তাই বাবাকে স্মরণ করা উচিত এবং শরীরের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে। মোহজিতের কাহিনী আছে না, সুতরাং তোমাদেরও মোহজিত হতে হবে। এ হল যুদ্ধের ময়দান, এই যুদ্ধে একটু গাফিলতি করলে মায়া গ্রাস করে নেয়। বলা হয় গজকে গ্রাহ (বড় কুমির) গ্রাস করেছে। এমন কোনও কথা নেই যে গজ অর্থাৎ হাতি জলে নেমেছে, কুমীরে ধরেছে। না, এইসব হল এখানকার কথা। ভালো ভালো মহারথীরা আছে, তারা অনেককে বোঝায়,

সেন্টারও প্রতিপালন করে। যদি তারা এতটুকুও গাফিলতি করে তবে মায়া গ্রাস করে নেবে। এমন গ্রাস করবে যে বাবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়ায় নিয়ে যায়। তাই খুব সাবধানতার সাথে চলতে হয়। কারণ মায়ার সঙ্গেই এই বক্সিং খেলা। এই কথাটি পূর্ণ রূপে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র সত্য সত্য বলবার জন্য নয়। সত্য সত্য তো ভক্তি মার্গে করেছে যে অমকের জন্ম নাক দিয়ে হয়েছে, এও সত্য, হনুমানের জন্ম পবনের দ্বারা হয়েছে, হ্যাঁ সত্য। সেইসব তো হল ভক্তিমার্গের কথা। এখানে তো হল জ্ঞানের কথা যা ধারণ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যদি বাবার আপন হয়ে কোনো পাপ কর্ম করো তবে তার একশত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। তাই বাবা সাবধানী বার্তা দেন। দেখো, এখন বাপদাদা সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন। এখন এই কথা বলবে না হে ভগবান। না। শিববাবার সন্তান এক ব্রহ্মা, তিনিই ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) চন্দের সমান ১৬ কলা সম্পন্ন হওয়ার জন্য ৫-টি বিকারের সম্পূর্ণ দান করে গ্রহণমুক্ত হতে হবে।

২) বাবার আপন হয়ে কোনও পাপ কর্ম করবে না। দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে মোহজিত হতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তির দ্বারা সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারী বিশ্বের আধারমূর্তি ভব তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের সর্ব আত্মাদের আধারমূর্তি। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হচ্ছে, তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের আত্মারা এবং প্রকৃতি দুইই পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে, এমন দায়িত্বের মুকুট ধারণ করতে সক্ষম বাচ্চারাই ভবিষ্যতের মুকুটধারী হয়।

স্লোগান:- ডিট্যাচ এবং অধিকারী হয়ে কর্ম করো তাহলে কোনও বন্ধন নিজের বাঁধনে বাঁধতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের জ্ঞানের কস্তুরী (সুগন্ধী) দেন তাই এ'রকম বাবার কাছে তোমাদের বলিপ্রদত্ত হতে হবে, মাতা-পিতাকে ফলো করে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - যারা সৌভাগ্যশালী বাচ্চা তাদের লক্ষণ কিরকম হবে?

*উত্তরঃ - সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ খুব ভালো বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়বে আর পড়াবে। তারা দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। কখনও বাবার হাত ছাড়বে না। কাজকর্ম ইত্যাদিতে থেকেও এই কোর্স করবে। অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। কিন্তু যাদের ভাগ্যে নেই, তারা লটারি পাওয়ার পরেও তা হারিয়ে ফেলবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও অনুপম.....

ওম্ শান্তি । ভোলা বলা হয় তাকে যে কিছুই জানে না। এখন বাচ্চারা জানে যে অবশ্যই আমরা মানুষেরা কত ভোলা ছিলাম। মায়া কত ভোলা বানিয়ে দেয়। এও জানে না যে বাবা কে। বাবা বলে ডাকবে আর জানবে না, তারপর এও জানা নেই যে বাবার থেকে কি প্রপার্টি (সম্পদ) পাওয়া যায়। তাহলে ভোলাই বলা হবে, তাই না! ভোলা বলা, বুদ্ধি বলা, একই কথা। এইসময় সকলেই বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে, তাদের আবার বুদ্ধিহীনতারও অহংকার রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জানো আর ঔঁনার থেকে শুনে থাকো। এছাড়া আত্মাদের দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা স্বয়ং বসে শেখান যে হে আত্মারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে পারলৌকিক পিতার সন্তান নিশ্চয় করো। লৌকিক পিতাকে তো জানো, এ ছাড়া তোমরা এত ভোলা যে পারলৌকিক বাবাকে জানো না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে যে এইসমস্ত কথা পরমপিতা পরমাত্মা বোঝান। তোমরা ছোট বাচ্চা নও, তোমাদের অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়গুলি) তো বড়। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- যদি নিজেকে দেহ মনে করবে তবে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। নিজেকে দেহী-অভিমানী মনে করো। বাবা যে বাচ্চা-বাচ্চা বলে থাকেন তা শরীরকে নয়, আত্মাকে বলেন। আর আত্মারূপী বাচ্চারা সকলেই শিবকে (পরমাত্মাকে) বাবা বলে, কোনো আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বলে না। ইনিও হলেন ঔঁনার সন্তান। এখন তোমরা জানো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা ঐনার মধ্যে এসেছেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ৮৪-র চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। এ হলো অসীমের ৫ হাজার বছরের নাটক। তোমরা হলে অ্যাক্টর। এখন তোমরা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো। তাই সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত। তোমাদের নামের কত মহিমা -- স্বদর্শনচক্রধারী, তারপর ভবিষ্যতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ৮৪ জন্মের কাহিনী চক্রে প্রমাণিত হয়। তোমরা এখন বাবার হয়ে গেছো, এ'কথা স্মৃতিতে রাখতে হবে। যত অন্ধের লাঠি হবে ততই বাবা বুঝবেন যে এ হলো দয়াময়। বলা হয় -- দয়া করো, কৃপা করো। তোমরা জানো যে বাবা কিরকম কৃপা করেন। বাবাকে প্রাপ্ত করেছো তাহলে কত খুশিতে থাকা উচিত। এখন তোমাদের (নিজেদের) পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যেমন বলা হয় সেন্টার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাক তেমনই তোমাদেরকেও নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে, পিতা-মাতাকে অনুসরণ করতে হবে (ফলো ফাদার-মাদার)। লৌকিকে বাচ্চারা বাবাকে ফলো করে পতিত হয়ে যায়। এ তো পারলৌকিক বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে -- ঔঁনার শ্রীমতে চলতে হবে। দেখো, বাবা-মাম্মার কাজ কি? পতিতদের পবিত্র করা। অন্যান্য ধর্মপিতারা যখন আসে তখন সেই ধর্মের আত্মারা উপর থেকে আসে। সেখানে কনভার্ট করার কোনো কথা নেই। এখানে কনভার্ট করতে হবে, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বানাতে হবে। এরজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা কত লিটারেচার (বই, প্রচারপত্র) দাও। ওরা দেখে ছিঁড়ে ফেলে। বাচ্চারা, তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। যেমন বাবা তেমনই হচ্ছে তোমরা বাচ্চারাও। তোমাদের জ্ঞানের বর্ষণ করা উচিত। এই চিত্র অত্যন্ত ভালো। ত্রিমূর্তির চিত্র অত্যন্ত জরুরী, এতে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুই-ই চলে আসে। বাবা ব্যতীত দাদুর থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সকলেরই ভালো লাগে। এছাড়া ৮৪ জন্ম লেখা ভালো লাগে না। ওদের চিত্র ভালো লাগে, তোমাদের বিচিত্র ভালো লাগে কারণ বাবা তোমাদের বলেছেন -- "আত্ম-অভিমানী ভব"। তোমরা নিজেদের বিচিত্র(নিরাকার) মনে করো তাই স্মরণও বিচিত্র পরমাত্মাকেই করে থাকো। বাবা হলেন রচয়িতা সে'জন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়াই রচনা করে থাকেন। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও তৈরি করেছে আর লেখা রয়েছে সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ..... লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মহারাজা, মহারানী তাই নেশা থাকে যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে এরকম হতে চলেছি। তাই সদাই বাবা বাবা বলতে থাকো আর ভবিষ্যতের পদকেও স্মরণ করো তাহলেই সত্যযুগে চলে যাবে। যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া হয় -- আমি মহিষ... আমি মহিষ....বলতে বলতে (নিজেকে) মহিষ মনে করতে থাকল। কিন্তু বললেই কেউ হয়ে

যায় না। তোমরা কিন্তু জানো -- আমি আত্মা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এখন কাঙ্গাল, এ বিস্ময়ের। সেখানে একজন তো রাজ্য করবে না। তাঁদের ডিনায়েস্টি চলে। তাঁদের সম্মান হবে। ১২৫০ বছর কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণই রাজ্য করবে নাকি! না করবে না। কথিত আছে, সত্যযুগে আয়ু দীর্ঘ হয় তবুও প্রজা তো চাই। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা (উৎকর্ষ) চাই। তোমরা যেকোনো কারোর সামনে চিত্র রেখে বোঝাও যে ভারত স্বর্গ ছিল। এখন হলো পুরোনো দুনিয়া নরক, তাই এ তো পাক্ষা হওয়া উচিত যে আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন নরকবাসী হয়েছি পুনরায় স্বর্গবাসী হতে চলেছি। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রেতায় রাম-সীতার রাজ্য ছিল, তাই সকলেই স্বর্গবাসী ছিল। এই চক্রেই ৮৪-র চক্র প্রমাণিত হয়। তারপর বৃষ্ণে কিভাবে পূজনীয় থেকে নীচে নেমে যায় আর পূজারী হয়ে যায়, তা প্রমাণিত হয়। তোমরা বলো যে এইসময় সকলেই হলো নাস্তিক কারণ বাবাকে জানে না। এখন তোমরা বুঝেছো যে সকলেই কবরখানায় পড়ে রয়েছে। বাচ্চারা তোমরা হলে গুপ্ত। ইংরেজিতে আন্ডারগ্রাউন্ড বলা হয়। ওখানে কেউ আন্ডারগ্রাউন্ড (গুপ্ত) নয়, গুপ্ত হলে তোমরা। কিন্তু তোমাদের কেউ জানেনা। এখানে সামনে বসে রয়েছে তাই আনন্দ পাও। অসীম জগতের বাবা এসে এঁনার তনে বসে পড়িয়ে থাকেন। চক্রে রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। এছাড়া সারাদিন তো (শরীরে) চড়ে থাকেন না। বাবা বলেন -- আমি সার্ভিস করি, বাচ্চাদের নাম প্রকাশের জন্য আমি প্রবেশ করি। তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব, শঙ্খধারী ভব। তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে। শঙ্খই বলো, মুরলীই বলো, কথা তো একই। ওরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুরলী দেখিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজায় -- খেলাধুলা করার জন্য। ওখানে জ্ঞানের মুরলী নেই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে যেমনভাবে কল্পপূর্বে ভূমিকা পালন করেছিলে তেমনভাবে এখনও পালন করবে। এছাড়া বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার নিয়ে নেবে। কিন্তু বাচ্চারা ঘরে গেলে ভুলে যায়। বাবা বলেন, এখান থেকেই পাকাপোক্ত হয়ে যাও। কাজকর্ম অবশ্যই করো কিন্তু স্মরণ অবশ্যই করো। এক সেকেন্ডের কোর্স করো। যেমন অনেকেই বিয়ে করেও পড়াশোনা করে। তোমরাও কাজকর্মে থেকেও পড়ো। কুমার-কুমারীদের জন্য তো অতি সহজ। কেবল এ যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমার রয়েছে একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে এ'কথা বলা হয় না। এখানে সামনে বসে রয়েছে তাই আনন্দ পাও। অসীম জগতের বাবা এসে এঁনার তনে বসে পড়িয়ে থাকেন। চক্রে রহস্য বলেন। এছাড়া সারাদিন তো (শরীরে) চড়ে থাকেন না। বাবা বলেন -- আমি সার্ভিস করি। বাচ্চাদের নাম প্রকাশের জন্য আমি প্রবেশ করি। তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব, শঙ্খধারী ভব। তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে। শঙ্খ বলো, মুরলী বলো একই কথা। ওরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুরলী দেখিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজান -- খেলা-ধুলা করার জন্য। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- কবে থেকে নিশ্চয় হয়েছে? যদি নিশ্চয় থাকে তবে এমন বাবাকে কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা না বলেন যে পড়াশোনা করে পড়াও। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশি থাকা উচিত। যেমন গরীবরা লটারি পেলে তখন পাগলও হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তো বাচ্চারা কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে ভুলে যায়। তখন বাবা মনে করেন এত বড় লটারী (সৌভাগ্য) দিয়েছি কিন্তু পাগল হয়ে গেছে। ভাগ্যে নেই, তবেই বলা হয়ে থাকে যে ভাগ্যশালীদের যদি দেখতে হয় তবে এখানে দেখো... বাবা বলেন -- কল্পের পর বাবাকে পেয়েছে। বাবা-বাবা বলতে থাকো, সকালে উঠে স্মরণ করো, যে জিনিস প্রিয় হয় তার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়। আমরাও বাবার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। এ হলো জ্ঞানের কস্তুরী। আমরাই হলাম ভারতের তরী পারাপারকারী। সত্যনারায়ণ, অমরনাথের কথা, তিজরীর কথা শোনান যিনি, সত্য পিতার সত্য বাচ্চারা, সেইজন্য ভিতরে কোনো ক্রটি থাকা উচিত নয়। ক্রটি থাকলে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস ২৮-০৩-৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন এ'ভাবে প্র্যাকটিস করো, এখানে সবকিছু দেখেও, ভূমিকা পালন করেও বুদ্ধি যেন বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকে। জানে যে এই দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদের নিজেদের ঘরে চলে যেতে হবে। এই খেয়াল আর কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। আর কেউই এ'কথা বোঝে না। তারা তো মনে করে এই দুনিয়া এখন অনেক সময় ধরে চলবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা আমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে চলেছি। রাজযোগ শিখছি। স্বল্পসময়ের মধ্যেই আমরা সত্যযুগীয় দুনিয়ায় অথবা অমরপুরীতে যাব। এখন তোমরা পরিবর্তিত হচ্ছে। আসুরীয় মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে দৈবী মানুষে পরিণত হচ্ছে। বাবা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করছেন। দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে। ওরাও মানুষ, কিন্তু ওদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে না। এখানকার মানুষদের মধ্যে থাকে আসুরীয় গুণ। তোমরা জানো যে এই

আসুরীয় রাবণরাজ্য এরপর থাকবে না। এখন আমরা দৈবীগুণ ধারণ করছি। নিজের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্মীভূত করছি। করে কি নাকি করে না সেতো প্রত্যেকেই আপন গতি জানে। প্রত্যেকেরই নিজেকে দুর্গতি থেকে সন্নতিতে আনতে হবে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সত্যযুগে থাকে বিশ্বের রাজত্ব। একটাই রাজ্য থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মহারাজা, তাই না! দুনিয়া এইসমস্ত কথা জানে না। ১-১ (সাল গণনা) থেকে এঁাদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা জানো যে আমরা এইরকম হতে চলেছি। বাবা বাচ্চাদের নিজের থেকেও উঁচুতে নিয়ে যান, সেইজন্য বাবা নমন করেন। জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্রমা, সৌভাগ্যশালী জ্ঞানী-নক্ষত্র। তোমরা হলে ভাগ্যশালী। বোঝা যে বাবা সম্পূর্ণ অর্থ অনুসারেই নমস্কার জানান। বাবা এসে অত্যন্ত গভীর সুখ দেন। এই জ্ঞানও অতি আশ্চর্যের। তোমাদের রাজত্বও অতি আশ্চর্যের। তোমাদের আত্মাও হলো আশ্চর্যের। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের নিজের সমান বানানোর জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রত্যেকেরই হলো পূর্ব কল্পের মতনই ভাগ্য, তবুও বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকেন। এ'টা বলতে পারেন না যে অষ্ট রত্ন কে-কে হবেন। বলবার মতন পাটাই নেই। ভবিষ্যতে তোমরা নিজেদের ভূমিকাও জেনে যাবে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই ভাগ্য তৈরী করবে। বাবা হলেন পথপ্রদর্শক, যে যত সেই পথে চলবে। এনাকে তো সূক্ষ্মলোকে দেখেই থাকে। প্রজাপিতা সাথে বসে রয়েছেন। ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হওয়া সেকেন্ডের কাজ। বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে। বুদ্ধির দ্বারা মনে হয় যে কথা তো অবশ্যই সঠিক। অবশ্যই ত্রিমূর্তির রচনা করেন -- ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। কিন্তু এ'কথা কেউই বোঝে না। এখন তোমরা বুঝেছো। তোমরা হলে কত পদ্মাপদম ভাগ্যশালী সন্তান। দেবতাদের পায়ে পদ্ম দেখানো হয়ে থাকে, তাই না! পদমপতি নামও প্রসিদ্ধ। পদমপতিও (সমৃদ্ধশালী) গরীব সাধারণ হয়ে যায়। কোটিপতি কেউ তো আসেই না। ৫-৭ লক্ষপতিকে সাধারণ বলা হবে। এইসময় ২০-৪০ হাজার তো কিছুই নয়। পদমপতি কেউ-কেউ আছে, সেও এক জন্মের জন্য। এসে একটু জ্ঞান নেবে। জেনেবুঝে অর্পণ তো করবে না, তাই না! সবকিছু অর্পণ যারা করেছিল তারা প্রথমে এসেছে। তৎক্ষণাৎ সকলের অর্থ কার্যে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। গরীবদের (অর্থ) তো ব্যবহৃত হয়েই যায়। বিত্তশালীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে এখন সার্ভিস করো। ঈশ্বরীয় সার্ভিস করতে হলে সেন্টার খোলো। পরিশ্রমও করো। দৈবগুণও ধারণ করো। বাবাকেও দীনদয়াল বলা হয়ে থাকে। ভারত এইসময় সবথেকে গরীব। ভারতের জনসংখ্যাই সকলের থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ শুরুতেই এসেছে, তাই না! যারা গোল্ডেন এজ(সত্যযুগে) ছিল, তারাই আয়রন এজ (কলিযুগে) এসেছে। সম্পূর্ণরূপে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। খরচ করতে করতে সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝান যে এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় পরিনত হচ্ছে। নিরাকার ঈশ্বর তো হলেন একজনই। মহিমা একজনেরই, অন্যদের বোঝাতে তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। কত চিত্র তৈরী করো। ভবিষ্যতে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ড্রামা (ঘড়ির কাঁটার মতো) টিক-টিক করে চলতে থাকে। এই ড্রামার প্রতিটি মুহূর্তকে তোমরা জানো। প্রতি কল্পে সমগ্র দুনিয়ার অ্যাক্ট (ড্রামা) হুবহু সঠিকভাবে রিপিট হতে থাকে। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ঘটতে থাকে। বাবা এই সমস্ত কথাই বোঝান তবুও বলেন "মন্মনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো। কেউ জল বা আগুনের উপর দিয়ে পার হয়ে যায় তাতে লাভ কি। এতে কি আয়ু দীর্ঘ হয়ে যায় নাকি!

আচ্ছা, মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। ভিতরে কোনো দোষত্রুটি রাখা উচিত নয়। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে শঙ্খধ্বনি করতে হবে। কাজকর্ম করেও এই কোর্স করতে হবে।

২) বাবার মতন দয়াময় হয়ে অন্ধদের লাঠি হতে হবে। মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাউকে অবলম্বন করবে না।

বরদানঃ:- সদা হজুর (বাবা) হাজির রয়েছেন মনে করে সঙ্গের অনুভবকারী কন্সাইন্ড রূপধারী ভব বাচ্চারা যখনই স্নেহপূর্বক বাবাকে স্মরণ করে তখনই বাবার নিকটস্থ এবং সঙ্গ-র অনুভব করে থাকে। হৃদয় থেকে বাবা বলল আর হৃদয়রাজা হাজির, সেইজন্যই বলা হয় হজুর-হাজির হয়েছেন। ঈশ্বর উপস্থিত হয়েছেন। স্নেহের নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকের কাছে হজুর (ঈশ্বর) উপস্থিত হয়ে যান। অনুভাবীই এই অনুভব বুঝতে পারে। গায়ন রয়েছে -- করনকরাওনহার যখন, তখন করনহার আর করাওনহার কন্সাইন্ড হয়ে গেছে। এ'রকম কন্সাইন্ড রূপধারীই সদা সঙ্গ-র অনুভব করে থাকে।

স্লোগান:- মনকে সর্বদা রুহানী আনন্দে রাখা - এ'টাই জীবন উপভোগ করার কলা।

বি: দ্র :- করনকরাওনহার : - কর্ম করা এবং কর্ম করানোর সর্বময়কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর।

করনহার : - যিনি কর্ম করেন।

করাওনহার : - যিনি কর্ম করান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের বুদ্ধির পড়াশোনা, বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য প্রবৃত্তিতে অত্যন্ত যুক্তি সহকারে চলতে হবে, খাওয়া-দাওয়ার শুদ্ধতা বজায় রাখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরের কাজকর্ম বড়ই ওয়াল্ডারফুল (বিস্ময়কর) এবং গুপ্ত, কীভাবে?

*উত্তরঃ - প্রত্যেকের কর্মের হিসাব-নিকাশ মেটানোর এই কর্মকান্ড বড়ই ওয়াল্ডারফুল এবং গুপ্ত। যে যতই নিজের পাপকর্ম লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন তা কখনো চাপা থাকে না। সাজা অবশ্যই খেতে হবে। প্রত্যেকের কর্মের খাতা উপরে রাখা আছে, তাই বাবা বলেন - বাবার হয়ে যাওয়ার পর, তবুও যদি কোনো পাপ হয়ে যায়, বাবাকে সত্য বলে দিলে অর্ধেক মার্ফ হয়ে যাবে। কম সাজা ভোগ করতে হবে। তাই লুকিয়ে রেখো না। বলা হয়ে থাকে যে - চুরি কম টাকার হোক অথবা লাখ টাকারই হোক - তাকে চুরিই বলা হবে.... চেপে রাখলে জ্ঞান ধারণ হবে না।

ওম্ শান্তি। তোমরা বসে কাকে স্মরণ করছো? বাচ্চারা জানে যে মাতা-পিতা বাপদাদা এখনই আসবেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের উত্তরাধিকার দেবেন। বাবার থেকে আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে যেমনভাবে নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনভাবেই পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এ'কথা প্রত্যেকের হৃদয় জানে। এখন এই নরক সমান জঞ্জালের স্তূপে আগুন লাগলো বলে। এ সকল জাগতিক ব্যক্তি অথবা বস্তুর সাথে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমাদের এই জ্ঞানও গুপ্ত, তাই উত্তরাধিকারও গুপ্ত। লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ দেখা যায়। চোখে দেখতে পাওয়া যায় যে - এ হলো লৌকিক পিতার জমিজমা সম্পত্তি। বাবাকেও দেখা যায় আর তার উত্তরাধিকারও দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আত্মা গুপ্ত। এই চর্মচক্ষু দিয়ে না আত্মাকে দেখা যায়, না পরমাত্মাকে দেখা যায়। লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে শরীর জেনে এই শরীরকেও চোখ দিয়ে দেখা যায় আর এই শরীরের জন্মদাতা পিতাকেও দেখা যায়। লৌকিকে শিক্ষক এবং গুরুকেও দেখা যায় কিন্তু এখানে অলৌকিক জ্ঞানে, এই বাবা-টিচার-গুরু সকলেই গুপ্ত। বাচ্চারা জানে যে - আমরা, আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। পূর্বে এই তৃতীয় নেত্র ছিল না। আত্মা নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। এখন সেই আত্মার জেগে ওঠার পালা, তো আত্মাও গুপ্ত হয়ে আছে। ঠিক যেমনভাবে কোন আত্মা এসে শরীরে প্রবেশ করে, তেমনভাবেই শিব বাবা এই ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে, আমাদেরকে পুনরায় স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন। বুদ্ধিতেও বলে যে - আমরা বহুবার বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, অর্ধেক কল্পের জন্য। পুনরায় অর্ধেক কল্প আমরা তা হারিয়ে ফেলি। আবার পুনরায় আমরা শ্রীমৎকে ধারণ করে, নিজ রাজধানী স্থাপন করছি। শ্রীমৎ প্রদানকারী বাবা গুপ্ত হয়ে আছেন। তোমাদের আত্মা জানে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে গুপ্ত রূপে এই জ্ঞান শ্রবণ করছি। আত্ম-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। সবার প্রথমে হলো আত্মা, তারপর শরীর। আত্মা অবিনশ্বর আর বাবাও অবিনশ্বর। শিববাবা যে শরীর ধারণ করেন তাও নশ্বর। এই ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে, তিনি আমাদেরকে অতি মিষ্টি ভাবে বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন আর বারে বারে মনে করিয়ে দেন যে, আমি এসেছি তোমাদেরকে দৈবী, সত্যোক্তা স্বরাজ্যের যোগ্য করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করাতে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সত্য যুগে শুধুমাত্র তোমাদেরই রাজত্ব থাকবে। সেখানে তুমিই রাজত্ব করতে। পুনরায় পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর অথবা দৈবীকুলের ছিলেন, পুনরায় তারাই থাকবেন। আর অন্য কেউ নয়। চন্দ্রবংশী কুলও হবে না। এই জ্ঞান অত্যন্ত সহজ ভাবে বোঝা যায়। বরাবর ভাবে সত্যযুগে কোনো ধর্ম ছিল না। এখন তো কতো কতো ধর্ম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করতে থাকে। অনেক ধর্মের, অনেক হাতের, অনেক তালি বাজতেই থাকে। সত্যযুগে যেহেতু শুধুমাত্র একটাই ধর্ম, তাই তালি বাজে না। বাচ্চারা তোমরা গুপ্তভাবে নিজ রাজ্য স্থাপন করছো। প্রত্যেকেই বলে যে - আমি নিজের রাজ্যে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছি। সুতরাং তার যোগ্য বাহাদুরীও তো করা চাই। তোমাদের নামই হল শিবশক্তি। বাঘের পিঠে সওয়ারী তোমাদের করতে হয় না। তোমাদের মহিমার গুণকীর্তন করার জন্যই দেখানো হয়েছে যে, তোমরা শক্তির বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা বাঘের পিঠে সওয়ারী করো না। তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যে পালোয়ানের মতো কসরত তোমরা করে দেখাও, তার জন্যই তোমাদের নাম শিবশক্তি সেনা রাখা হয়েছে। এখানে গোপেরাও আছেন, কিন্তু অধিকাংশ মাতারাই আছেন। অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ থেকে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে তুমিই সকলকে নিয়ে চলো। তুমি একথা জানো যে সত্যযুগ বিষ্ণুপুরীতে আমরা অত্যন্ত সুখী ছিলাম। পবিত্রতা সুখ শান্তি সমস্তই ছিল। এখানে অনেক দুঃখ রয়েছে। ঘরে দুটো বাচ্চারা কত না বিরক্ত করে। ওখানে তো সদা সর্বদা আনন্দিত হয়ে থাকে।

তুমি জানো যে অসীমের পিতা, পুনরায় আমাদেরকে সেই অসীম সুখ দিতে এসেছেন। বাবা বলেন যে ঘর-গৃহস্থের মধ্যে থেকেও, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ করো - এ হলো বুদ্ধির পড়াশোনা। ঘরে থাকো কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো। খাদ্য পানীয়ের মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার হয়, তাই অত্যন্ত যুক্তিসহকারে চলো। প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মবন্ধন আছে। কেউ বাঙ্কিলি তো কেউ বন্ধন মুক্ত। কেউ আবার চাতুরীর দ্বারা ঠুঁ ঠুঁ করে ছুটি নিয়ে নেয়। সবাইকে বলো যে বাবার নির্দেশ - 'পবিত্র হও, আমি তোমাদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করতে এসেছি'। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই শ্রী ভগবানের মত অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই তো সাজা ভোগ না করেও, আমরা মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবো। মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা বয়ে চলেছি আমরা। যেমনভাবে বাবা এক সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন, ঠিক তেমনভাবে সাজাও প্রাপ্ত হয় এক সেকেন্ডের মধ্যে, কিন্তু তার ভোগ অনেক বেশি হয়। যেমন ভাবে কাশী কালভাট এতে যারা যায়, তারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সাজা ভোগ করে। কিন্তু তাদের হিসাব-নিকাশ সমস্ত মেটানো হয়ে যায়। তোমাদেরকে সাজা ভোগ না করেই এই সমস্ত হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতে হবে, সেই কারণেই এমন পুরুষার্থ করতে হবে যে, আর সাজা না খেতে হয়। বাবাকে মন প্রাণ দিয়ে স্মরণ করো। মহাবিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশ কালে পান্ডবদের প্রীত বুদ্ধি দেখা গিয়েছিল। বাবা স্বয়ং সামনে এসে তাদের মধ্যে সেই প্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন। বাকিদের সাথে প্রীতিতে কি লাভ! সে সমস্তই বিনাশ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র বাবাকে মন প্রাণ দিয়ে স্মরণ করার জন্য কঠিন কড়া পুরুষার্থ করতে হবে। বাহ্যিক জীবনে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আনন্দিত হয়ে মিষ্ট ব্যবহার কর, কিন্তু হৃদয়ে যেন শুধু এক বাবাই থাকেন। জাগতিক প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘরে থেকেও একে অপরকে কতটা স্মরণ করে। তুমি এখন স্বয়ংশিব বাবার প্রেমী হয়েছো। তিনি তোমার সামনেই রয়েছেন তিনি তোমাকে স্মরণ করেন তুমি তাঁকে স্মরণ করো। শিব বাবা এই ব্রহ্মা শরীরে এসে সমস্ত আত্মাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জুড়ে দেন। একেই বলা হয় আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মার কল্যাণকারী মেলা। তোমরা সকলে হলে জ্ঞানগঙ্গা, জ্ঞানসাগর বাবা তো একজনই আছেন। বাবাকে স্মরণ করলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা আর কোন রকম কষ্ট দেন না, শুধুমাত্র পবিত্র থাকতে হবে এইটুকুই মাত্র। কাম হলো মহা শত্রু, এই বিকারের ওপর জয়লাভ করলে তুমি শ্রীকৃষ্ণপুরীর মালিক হয়ে যাবে। বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও, তবেই ২১ জন্মের জন্য রাজ্যপদ লাভ করবে। পতিত হওয়ার থেকে তো বাসন মেজে জীবন অতিবাহিত করা অনেক ভালো। কিন্তু দেহ অভিমান বিনষ্ট হয় না বলে উত্তরাধিকারও হারিয়ে ফেলে। দেখো বাবা কত মহান, তোমাদের জন্য তিনি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসেছেন। শিব বাবাকে সোমনাথের মন্দিরে পূজা করা হয়। সেই বাবাই এই সময় দেখো কত সাধারণ ভাবে বসে আছেন। এখন পরমাত্মা নিজে এসে শিক্ষা দিচ্ছেন এখনো যদি সেই পথে আমরা না চলি তাহলে আমরাই আমাদের ভাগ্যের পরিসমাপ্তি করে দেবো।

বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হও। এখন তো সকলেই হল ব্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারী তো তাদেরকে বলা হয় যারা পবিত্র থাকে। গভর্মেন্ট তো সল্যাসীদের গ্রুপ বানিয়েছে যে তোমরা সকলকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাও। কিন্তু শ্রেষ্ঠাচারী তো হয়ই সত্যযুগে। এখানে কেউই হতে পারে না। পবিত্রদেরই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সল্যাসীরা হল পবিত্র কিন্তু তারা অপবিত্রতার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে কারণ হলই এটা মায়ার রাজ্য। কেউ যোগবলের দ্বারা জন্ম তো নেয় না। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে মন সর্বদা স্বচ্ছ রাখতে হবে। একটুও অহংকার যেন না থাকে। একদম গরিব হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। বাবা হলেন গরিবের ভগবান, বাঃ এই দারিদ্র বাঃ! গরিবদের ধনবান বানাতে হবে। বাবা বলেন আমি ভারতকে গরিব থেকে ধনবান বানাই। ভারতবাসীরাই হবে আর হবে তারাই যারা শ্রীমতের আধারে চলবে। তারাই স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাবা সহজ রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন শ্রীকৃষ্ণপুরী বা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। বাবার আশ্রয় হল পবিত্র হও আর কোনো মানুষকে আমরা গুরু মান্য করি না। বেশী বিবাদ হয় পবিত্রতার উপরেই। কেউ মার খায়, ঘর থেকে বের করে দেয় তারা কি করবে? বাবা তাদের শরণ দেন, কিন্তু এ'রকমও নয় যে বাবার কাছে গিয়ে আবার আত্মীয় পরিজনদের কথা স্মরণে আসবে আর ক্ষতি করতে থাকবে। তখন দুই জগৎ থেকেই দূর হয়ে যাবে। জ্ঞানের ধারণা করে না তাই শুধরাতে পারে না। পুরাতন চালচলন থেকে যায়। এখানে তো কোনো পাপ করা উচিত নয়। তোমাদের তো পুণ্য আত্মা হতে হবে। শ্রীমতের আধারে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করো - এটা পাপ না পুণ্য? বাবা বোঝান যে যা কিছু পাপ করেছে তা বাবাকে শোনাতে অর্ধেক পাপ সমাপ্ত হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চারা বলে যে আমরা এটা করেছি। এই অপরাধ করেছে, অমুকের দ্বারা পতিত হয়েছি। বাবা তো জানেন তাই না যে কত বিকর্ম করেছে। বোঝান যে এখন আর কোনো পাপ ক'রো না, না হলে শাস্তি একদম শতগুণ হয়ে যাবে তারপর ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার করাবেন। তোমরা এ'রকম এ'রকম পাপ করে লুকিয়েছিলে। লুকানো তো থাকবে না। কেউ দেখতে না পেলেও বাবা তো ভালোভাবেই জানেন তাই না। ধর্মরাজের কাছে সব খাতা থাকে। ঈশ্বরীয় কারবার হল বড়ই ওয়ান্ডারফুল আর গুপ্ত। বলা হয় না - অবশ্যই পাপ করেছে তাইতো এ'রকম খারাপ ঘরে জন্ম নিয়েছে। তাহলে অবশ্যই জমা হয় তাই না। উপরে তো খাতা আছে তাই না। এখন সেই খাতা এখানে

আছে সেইজন্য বাবা বোঝাতে থাকেন যে এখন কোনো পাপ করো না। ছোটো চোর আর লাখ টাকার চোর উভয়েই হল সমান। বুঝতে হবে যে আমরা অনেক বড় পাপ করেছি তাই পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। ধারণা হয় না তাই ঈশ্বরের সার্ভিস করতে পারে না আর অন্যেরও কল্যাণ করতে হবে। এইভাবেই সময় নষ্ট করতে থাকবে, পাপ করতে থাকবে তাই পদ কমে যাবে। তারপর কল্প-কল্পান্তরের জন্য সেই পদই থেকে যাবে সেইজন্য যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে থাকেন বাবার কাছে কেন এসেছো? বলে সূর্যবংশী রাজধানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, তাহলে শ্রীমতের আধারে অবশ্যই চলতে হবে। দেখতে হবে আমার দ্বারা কোনো অপকর্ম বা পাপ হয়নি তো? নাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে, তারপর দাস-দাসী গিয়ে হতে হবে। এখানে কি এরজন্যই এসেছো। মাম্মা বাবা বলে তাহলে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে তাই না। ধারণা ব্যতীত পদ কিভাবে পাবে। মাম্মা বাবা বলেও মা বাবার সিংহাসনে বিরাজ করে না তাই বোঝা যায় যে সম্পূর্ণরূপে পঠন-পাঠন করে না। মাম্মা-বাবা তো নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয় তাই না। তোমাদেরকেও বাবা সেটাই পঠন-পাঠন করাতে থাকেন তাই না। তাই বাবার থেকে সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা দরকার। অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করতে থাকে, আর বলেও না। যতই বোঝাও তাও পরিত্যাগ করে না। চোরের অভ্যাসই হয়ে যায় তাই চুরি ব্যতীত, মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত থাকতে পারে না। সত্য বাবার কাছে সত্যই বলা উচিত। বাবাকে বলা উচিত যে আমার দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে, ক্ষমা করো। মায়া পাপ করিয়ে দিয়েছে। তাও যদি সত্যি বলা তাহলে পাপ অর্ধ মার্ফ হয়ে যাবে। না হলে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কেউ কেউ বলে ব্যবসায় পাপ হয়। ব্যবসায়ীরা পাপ করে দান ধ্যান করে যাতে পাপ কম হয়ে যায়। পাপ করে আবার পুণ্য কর্মে সেই টাকা লাগিয়ে দেয় সেটাও তো ভালো। ডুবে যাওয়া নৌকার থেকে যদি লোহা বের করতে পারলে তাতেও লাভ। এই বাবা তো স্বর্গের স্থাপনা করেন তাই সকল পুণ্য সেখানে চলে যায়। দান পুণ্য যারা করে তারাই প্রাপ্ত করে তাই না। বাবা প্রত্যেককে বোঝান যে, বাবা প্রত্যেক কথায় মত প্রদান করেন তাই বাচ্চাদের কখনোই এ'রকম কাজ করা উচিত নয়। কিন্তু মায়া ছাড়ে না। ভালো ভালো জিনিস দেখলে দ্রুত খেয়ে নেবে অথবা তুলে নেবে। এ'রকম পাপ করার ফলে নিজেরই পদ ব্রষ্ট করে ফেলে। কোনো কোনো বাচ্চা বাবা-বাবা বলে তারপর আবার হাত ছেড়ে দেয়। হাত ছেড়ে দিলে তার হাল কি হবে? মায়া একদমই কাঁচা খেয়ে নেবে। তারপর সে কড়ি মূল্যেরও থাকবে না। নম্বর ক্রমিক হয়ে থাকে। সুখধামে কেউ তো রাজত্ব করবে, কেউ আবার সাধারণও থাকবে। দাসদাসীও তো থাকবে! এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। মৃত্যু তো সামনে উপস্থিত। অকালে মৃত্যু তো হয়েই থাকে। এরোপ্সেন ভেঙে পড়ে গিয়ে সবার মৃত্যু হয়ে গেল। কারো কি জানা থাকে যে এই রকম হবে। মৃত্যু তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য চেষ্টা করতে হবে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নেওয়ার। শ্রীমতের আধারে শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কর্ম করো। সাথে সাথে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও করো। বাবা তো সব যুক্তি বলে দিতে থাকেন। পুরুষার্থ করে পবিত্রও থাকতে হবে। ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজাও ভালো - অপবিত্র হওয়ার চেয়ে। কিন্তু দেহী-অভিমানী হতে হবে। পবিত্রতাকে অনেক মান দেওয়া হয়। পবিত্র না হলে পদও পাবে না। এই সব সতর্কতা বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে। বাচ্চাদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। প্রজা অনেক হবে। একজন রাজার অন্তত কয়েক হাজার প্রজা তো থাকতে হবে। রাজা হওয়াতেই হল পরিশ্রম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই বিনাশকালে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা এক বাবার সাথেই রাখতে হবে। এক এরই স্মরণে থাকতে হবে।

২) সত্য বাবার সাথে সর্বদা সৎ থাকতে হবে। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখলে চলবে না। দেহী-অভিমানী থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অপবিত্র কখনই হয়ো না।

বরদানঃ:- দুঃখের ডেউ এর থেকে নির্লিপ্ত থেকে প্রভুর ভালোবাসার অনুভবকারী খুশীর প্রাচুর্যে (খাজানা) সম্পন্ন ভব সঙ্গমের সময় দুঃখের ডেউ আছড়ে পড়ার মতো কোনো ঘটনা যদি সামনে এসে যায়, নিজের ভিতরকে সেই দুঃখের ডেউ যেন দুঃখী না করে। গরমকালে যেন গরম হবেই, কিন্তু তার থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচবে সেটা নিজের উপর। তো দুঃখের কথা শুনেও হৃদয়ে যেন তার প্রভাব না পড়ে। যখন এই রকম দুঃখের ডেউ এর থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাবে তখন প্রভুর প্রিয় হতে পারবে। যে এই রকম নির্লিপ্ত আর পরমাত্ম প্রিয়

হয়, সে-ই খুশীর প্রাচুর্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

স্লোগান:- সে-ই ত্রিকালদর্শী বা ত্রিনেত্রী যে মায়ার বহরূপকে সহজেই চিনে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রাজ্যের আধার - সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য"

আজ বিশ্ব রচয়িতা বাপদাদা তাঁর সর্ব স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এই বর্তমান সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য অধিকারীরা ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হয়ে যাও, কেননা স্বরাজ্যের দ্বারাই বিশ্বের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে থাকে। এই সময়ের স্বরাজ্যের প্রাপ্তির অনুভব ভবিষ্যৎ বিশ্বের রাজত্বের থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ অনুভব। সমগ্র ড্রামার মধ্যে রাজ্য-অধিকারী রাজত্ব করে আসতে থাকে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রথম হল স্বরাজ্য, যার আধারে তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা অনেক জন্ম সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত রাজ্য তো হয়ই কিন্তু বিশ্ব-রাজ্য নয়, স্টেটের রাজা হয়ে থাকে। সমগ্র বিশ্বের উপরে এক রাজ্য, সেটা কেবল সত্যযুগেই হয়ে থাকে। তো তিন প্রকারের রাজ্য শোনালাম। রাজ্য অর্থাৎ সর্ব অধিকারের প্রাপ্তি। সত্যযুগ-ত্রৈতা রাজনীতি, দ্বাপরের রাজনীতি আর সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য নীতি - তিনটিকেই খুব তোমরা খুব ভালো ভাবে জানো।

সঙ্গমযুগের রাজনীতি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা স্ব এর রাজ্য অধিকারী হয়ে যায়। প্রত্যেকে হল রাজযোগী। তোমরা সবাই হলে রাজযোগী। নাকি প্রজা-যোগী? রাজযোগী তাই না? তো রাজযোগী অর্থাৎ রাজা হতে চলেছে এমন যোগী। স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের বিশেষ নীতি হল - রাজা যেমন সেবার সাথীদেরকে, প্রজাদেরকে যখন যেমন অর্ডার করেন, সেই অর্ডার মেনে সেই নীতি অনুসারে সাথী বা প্রজা কার্য করে থাকে, ঠিক সেই রকমই তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা নিজেদের যোগ এর শক্তির দ্বারা প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়কে যেমন অর্ডার করো, সেই মতো প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয় তোমাদের অর্ডার এর অনুরূপ চলে। কেবল স্থূল শরীরের সকল কর্মেন্দ্রিয়ই নয়, বরং মন, বুদ্ধি, সংস্কারও তোমাদের অর্থাৎ রাজ্য-অধিকারী আত্মাদের ডায়রেকশন অনুসারে চলে। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে মন অর্থাৎ সংকল্প শক্তিকে সেখানে স্থিত করতে পারো। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, সংস্কারেরও রাজ্য-অধিকারী। সংস্কারের বশ নয়, বরং সংস্কার গুলিকে নিজের বশে করে শ্রেষ্ঠ নীতিতে কার্যে নিয়োজিত করতে পারো। শ্রেষ্ঠ সংস্কার অনুসারে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে থাকে। তো স্বরাজ্যের নীতি হল - মন, বুদ্ধি, সংস্কার আর সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে স্ব অর্থাৎ আত্মার অধিকার। যদি কোনো কর্মেন্দ্রিয়, কখনো চোখ যদি ধোঁকা দেয়, কখনো বোল যদি ধোঁকা দেয়, বাণী অর্থাৎ মুখ যদি ধোঁকা দেয়, সংস্কার নিজের কন্ট্রোলে না থাকে তবে তাকে স্বরাজ্য অধিকারী বলা যাবে না, তাকে বলা হবে স্বরাজ্য অধিকারীর পুরুষাধী। অধিকারী নয়, পুরুষাধী। বাস্তবে রাজ্য-অধিকারী আত্মার স্বপ্নেও কোনো কর্মেন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি, সংস্কার ধোঁকা দিতে পারবে না, কারণ সে হল অধিকারী। অধিকারী কখনো অধীন হতে পারে না। যদি অধীন হয় তবে হল অধিকারী হওয়ার পুরুষাধী। সুতরাং নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো পুরুষাধী নাকি অধিকারী তোমরা? অধিকারী হয়ে গেছো নাকি হতে চলেছো? তো স্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক নেশা কী অনুভব করায়? কী হয়ে যাও তোমরা? চিন্তাহীন বাদশাহ, বেগমপুরের বাদশাহ!

সবচেয়ে বড়র থেকে বড় বাদশাহ হল চিন্তাহীন বাদশাহ আর সব থেকে বড়র থেকে বড় রাজ্য হল বেগমপুরের রাজ্য। বেগমপুরের রাজ্য অধিকারীর কাছে এই বিশ্বের রাজত্ব কিছুই নয়। এই বেগমপুরের রাজ্যের অধিকার অতি শ্রেষ্ঠ আর সুখের। হলই তো সেটা বে-গম, দুঃখের থেকে মুক্ত। তো বেগমপুরের অনুভব আছে তোমাদের তাই না? নাকি কখনো কখনো নীচে চলে যাও? সদা আত্মিক নেশাতে বেগমপুরের বাদশাহ (আমি) - এই অধিকারে থাকে। নীচে এসো না। দেখো, আজকালকার রাজত্বও যদি চেয়ারে থাকে তো অধিকার রয়েছে আর কাল যদি চেয়ার থেকে নেমে যায় তো তখন তার অধিকার থাকে কি? সাধারণ হয়ে যায়। তাহলে তোমারও তো স্বরাজ্যের নেশাতে থাকে, অকাল সিংহাসনাসীন হয়ে থাকে। সকলের কাছে সিংহাসন আছে তো তাই না? তাহলে সিংহাসনকে কেন ছেড়ে দাও? সদা সিংহাসনাসীন থাকো, আত্মিক নেশাতে থাকো। অকালতখত - সেটা অমৃতসরের অকালতখত নয়, এই অকালতখত। এই অকালতখত সকলের কাছে আছে। তো অকালতখতনশীন স্বরাজ্য অধিকারী কে বানিয়েছে? বাবা প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে সিংহাসনে আসীন বানিয়ে দিয়েছেন।

সমগ্র সৃষ্টি চক্রের মধ্যে এই রকম কোনো বাবা আছেন কি যার অনেক অনেক সব বাচ্চাই হল রাজা বাচ্চা! লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই রকম হবে না। এই পরমাত্ম-বাবাই বলেন আমার সব বাচ্চা হল রাজা বাচ্চা। দুনিয়াতে তো মানুষ এমনিই বলে দেয় - এ হল রাজা বাচ্চা। তা সে যেটাই হয়ে উঠুক না কেন - সার্ভেন্টই হোক কিম্বা অন্য কিছু। কিন্তু বলে

থাকে রাজা ছেলে (বেটা)। কিন্তু এই সময় তোমরা প্র্যাকটিক্যাল রাজযোগ অর্থাৎ রাজা বাচ্চা হয়ে উঠছে। তো বাবার নেশা রয়েছে আর বাচ্চাদেরও এই নেশা রয়েছে। তো স্বরাজ্যের নীতি তবে কী দাঁড়ালো? স্ব এর উপরে রাজ্য, প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে অধিকার থাকবে। এই রকম নয় যে দেখতে তো চাইনি কিন্তু না চাইলেও দেখে ফেলেছি। চোখ তো খোলা ছিল না? সেইজন্য চোখ পড়ে গেছে। কানের তো কপাট নেই, তাই কানে প্রবেশ করে গেলো। কিন্তু কান তো দুটো। এই রকম কথা যদি শুনেও ফেলো, বের করে দেওয়ার রাস্তাও রয়েছে। সেইজন্য এই ভারতবর্ষেই বিশেষ এই চিত্র বাপূর স্মরণে বানানো হয়েছে - খারাপ দেখো না, খারাপ শুনো না, খারাপ বোলো না। এই তিনটি দেখানো হয়। আর তোমরা চারটি দেখিয়ে থাকো। খারাপ কথা ভেবোও না। কেননা প্রথমে ভাবা হয়, তারপর মুখে বলা হয়, এরপর দেখা হয়ে থাকে। সেইজন্য কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার রাখো। রাজা অর্থাৎ রুলিং পাওয়ার। রাজা হবে আর রুলিং পাওয়ারই নেই, তবে কে রাজা বলে মানবে? সুতরাং স্বরাজ্য অর্থাৎ রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা পরখ করার ব্যাপারে অত্যন্ত চতুর। যদি কোনো রূপ ভুল হয়ে যায়, যেটা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, তারা মনে করে এটা করা অনুচিত হবে, এটা সঠিক বা সত্য নয়, যথার্থ নয়, অযথার্থ, ব্যর্থ। কিন্তু বুঝে সুঝেও তারপরেও করতে থাকে বা করে ফেলে। একে কী বলবে? কোন্ পাওয়ার এর অভাব রয়েছে? কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই। যেমন আজকাল কার (গাড়ি) চালানোর সময় দেখতে পাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে, ব্রেক লাগাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্রেক লাগতে চায় না, তবে তো অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্ট হবেই তাই না? চাইলেও করতে পারে না। ব্রেক লাগাতে পারে না অথবা ব্রেক পাওয়াফুল না হওয়ার কারণে ঠিক লাগতে পারে না। তাই এটা চেক করো। যখন উঁচু পাহাড়ে চড়ে, তো কী লেখা থাকে? ব্রেক চেক করো। কেননা ব্রেক হল সেফটির সাধন। তো কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা ব্রেক লাগানোর অর্থ এই নয় যে লাগালে এখানে আর ব্রেক লেগে গেলো ওখানে। কেউ ব্যর্থকে কন্ট্রোল করতে চায়, বুঝতে পারে যে এটা রং, তো সেই মুহূর্তে রং-কে রাইটে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া চাই। একে বলা হয় কন্ট্রোলিং পাওয়ার। এই রকম নয় যে বুঝতে পারছে কিন্তু ভাবতে ভাবতে আধ ঘন্টা ব্যর্থ চলে গেল, তারপরে কন্ট্রোলে এলো। এ হল অল্প অল্প অধীন আর অল্প অল্প অধিকারী, দুটোর মিশ্র। তবে তাকে রাজ্য-অধিকারী বলা যাবে নাকি পুরুষার্থী বলা হবে? তাহলে এখন পুরুষার্থী নয়, রাজ্য অধিকারী হও। এ হল স্বরাজ্য অধিকারের শ্রেষ্ঠ মজা।

স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সদা আনন্দই আনন্দে থাকা। আনন্দে যারা থাকে তারা কখনো কোনো বিষয়ে স্ত্রিয়মান হয় না। আর যদি স্ত্রিয়মান হয়, তবে আনন্দ নেই। সুতরাং সঙ্গমযুগে তো আনন্দই আনন্দ তাই না! নাকি কখনো কখনো আনন্দ থাকে? শক্তিদেব, পান্ডবদের আনন্দ থাকে তো তাই না। তাহলে বুঝতে পেরেছো, স্বরাজ্যের নীতি কী আর বিশ্ব-রাজ্যের নীতি কী হবে? প্রজা হোক, কিস্বা রয়্যাল ফ্যামিলিই হোক, প্রজা, প্রজা নয়, প্রজা হল এক পরিবার। পরিবারের নীতি এটাই হল সত্যযুগ-ত্রৈতার রাজনীতি। রাজা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু রাজা হয়েও পরমপ্রিয় পিতার স্বরূপ হয়ে থাকে। পরিবারের বিধির দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হয়। যদিও রাজ্যের কাজ কারবার ভিন্ন ভিন্ন হাতের দ্বারাই হবে, কিন্তু পরিবারের স্নেহের বিধির আধারে কাজ কারবার হবে। এই রকম নয় যে, রাজার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে আর প্রজা না খেতে পেয়ে মরছে। দ্বাপর - কলিযুগের রাজনীতিতে ল' অ্যান্ড অর্ডার চলে, কিন্তু বিশ্ব - রাজ্য, দেব-রাজ্যের সময়কালে এই নীতি চলে, ল' নয়, বরং স্নেহ আর সম্বন্ধের নীতি চলে। একজন আত্মাও 'দুঃখ' শব্দটিকেও জানে না। রাজা হোক কিস্বা প্রজা, কারো মধ্যেই দুঃখ অশান্তির নাম লক্ষণটুকুও নেই। দুঃখ জিনিসটা কি - সেই বিষয়ে অজ্ঞান, জ্ঞানই নেই। যেমন এই সময় স্বরাজ্যের সময়ও বাপদাদা তোমাদেরকে কোন্ নীতিতে চালিত করেন? স্নেহ আর শ্রীমৎ। শ্রীমতের উপরে তোমরা চলতে থাকো, তাই কোনো কঠোর অর্ডার করবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু যদি নীতিকে ভুলে যাও তবে নিজেই নিজেকে কলিযুগী নীতিতে চালাতে থাকো। তো বিশ্ব রাজ্যের নীতিও খুব সুন্দর, কারণ বিবিধতা নেই, এক রাজ্য আছে আর আছে অফুরান সম্পদ। প্রজা এত সম্পন্ন হবে - বর্তমানের যত বড় বড় লক্ষ কোটিপতি রয়েছে, তাদের থেকেও অটেল! অপ্রাপ্তির নাম লক্ষণও নেই। কিন্তু তার আধার কী? স্বরাজ্য।

এই সময় তোমরা সম্পন্ন হয়ে ওঠো, সেইজন্য পরমাত্ম-সম্পত্তির সম্পন্নতা সত্যযুগ-ত্রৈতার অনেক জন্ম প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য কোথায় নম্বর ওয়ান রাজ্য হল স্বরাজ্য, আর তারপরে হল বিশ্ব-রাজ্য আর তৃতীয় হল দ্বাপর-কলিযুগের আলাদা আলাদা স্টেটের রাজ্য। এই রাজ্যকে তো তোমরা খুব ভালো ভাবে জানোই, বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। তো সদা কোন্ নেশাতে থাকতে হবে? স্বরাজ্য হল আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কোন্ জন্মের? ব্রাহ্মণ জন্মের। ব্রাহ্মা বাবা জন্মের সাথে সাথেই স্বরাজ্যের তিলক প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে ঐকে দিয়েছেন। তিলকধারী তো তোমরা না? তিলক হল স্মৃতির। তিলকও আছে, সিংহাসনও আছে আর রাজমুকুটও আছে। তাজধারী তোমরা তাই না? কোন্ তাজ রয়েছে? বিশ্ব কল্যাণের

তাজ। বিশ্ব-কল্যাণকারী তোমরা, তাই তো? পিউরিটির তাজ আর বিশ্ব-কল্যাণের তাজ - ডবল তাজ রয়েছে। পিউরিটির তাজ হল লাইটের তাজ আর বিশ্ব-কল্যাণের তাজ হল - সেবার তাজ।

বিশ্ব সেবাধারী তোমরা, তাই তো? এই রকম নয় যে স্টেটের সেবাধারী মনে করো - আমরা হলাম গুজরাতের, আমরা রাজস্থানের, আমরা দিল্লির সেবাধারী। না। বিশ্ব সেবাধারী। যেখানেই থাকো না কেন কিন্তু বৃত্তি আর দৃষ্টি হবে অসীমের। যদি বিশ্ব-সেবাধারী না হতে পারো তবে না স্বরাজ্য, না বিশ্ব-রাজ্য, এরপর দ্বাপর - কলিযুগে স্টেট এর রাজ্য হতে হবে। কিন্তু বিশ্ব - রাজ্য অধিকারীর জন্য সদা নিজের তাজ, তিলক আর তখত - সদা এর উপরে স্থিত থাকো। শরীরের দিক থেকে তখত বা সিংহাসনে বসা নয়, এ হল বুদ্ধি দ্বারা স্মৃতির স্থিতিতে স্থিত থাকা। স্থিতিতে স্থিত থাকা - এটাই হল সিংহাসনে বসা, যেটা কিনা সব সময় বসে থাকতে পারো। শারীরিক ভাবে কত ঘন্টা বসতে পারবে? ক্লান্ত হয়ে যাবে না? কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা স্থিতিতে স্থিত থাকা এটাই হল সিংহাসনে আসীন হওয়া। এটা তো সহজ তাই না? অতএব স্বরাজ্যের নেশায় নিরন্তর স্থিত থাকো। বুঝেছো, কি করতে হবে? পুরুষার্থী নয়, বরং অধিকারী হও।

সবাই মিলিত হয়েছে তো? সকলে ছুটে ছুটে আসে পরমাত্ম-মিলনের মেলাতে মিলিত হতে। তো মিলনের মেলাতে এসেছো না? এটাকে মেলা মনে হয় নাকি ভীড় মনে হয়? আরাম আছে না? আরামে থাকা, খাওয়া, চলাফেরা করা সব আরামে হয়ে থাকে তাই না? তবুও তোমরা অত্যন্ত লাকী। অন্য মেলার মতো অন্তত মাটিতে তো থাকতে হচ্ছে না! অন্তত বিছানা আর বিছানাপত্র তো পেয়েছো তাই না? সেখানে মেলাতে তো স্নান করো তাও মাটি, থাকার জায়গাও মাটিতে আর খাওয়ার সময়ও মাটি লেগে থাকে। এখানে বাচ্চারা আসে নিজের গৃহে। নেশার সাথে তোমরা এসে থাকো। বাবাও খুশী আর বাচ্চারাও খুশী। হল এ যারা পিছনে বসে তারা সবার আগে রয়েছে। কেননা বাপদাদার প্রথম দৃষ্টি লাগেই গিয়ে পড়ে। আচ্ছা!

সকল স্বরাজ্য - অধিকারী চিন্তাহীন বাদশাহ বাচ্চাদেরকে, সকল বিশ্ব - রাজ্য অধিকারী অনেক জন্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন থাকতে পারা আত্মাদেরকে, সদা তিলক, রাজমুকুট আর সিংহাসনাসীন অধিকারী বাচ্চাদেরকে, সদা অসীমের সেবার উৎসাহ উদ্দীপনাতে থাকা বিশেষ বাচ্চাদেরকে, দেশ বিদেশের সম্মুখে অনুভবকারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন। তার সাথে সাথে সকলের স্নেহের পত্রের রেসপন্সও দিচ্ছেন। বিদেশ এবং দেশ উভয়ই নিজের নিজের বিধি অনুযায়ী নিজের নিজের পুরুষার্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত করছে আর সেবাতেও সদা অগ্রসর হওয়ার উৎসাহে তৎপর রয়েছে। সেইজন্য প্রত্যেকে বিশ্বের যে কোনো কোণেই তারা থাকুক না কেন, তাদের স্মরণ, সেবা-সমাচার, ভালোবাসার চিঠিপত্র, স্থিতির উৎসাহ-উদ্দীপনার সমাচার সব প্রাপ্ত হয়েছে। আর বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক অনেক নাম সহ, প্রত্যেকের বিশেষত্বসহ স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন। আর এই স্মরণ, ভালোবাসার সাথে প্রতিপালনে পালিত হচ্ছে। উড়ছো আর উড়তে উড়তে লক্ষ্যে পৌঁছাতেই হবে অথবা বলতে গেলে পৌঁছেই গেছো। তো স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতির দ্বারা সকল অস্থিরতাকে মার্জ করে দিয়ে অচল - অটল ভব যেমন শরীরের অক্যুপেশন ইমার্জ থাকে, সেই রকম ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন যেন ইমার্জ থাকে। আর সকল কর্মে সেই নেশা থাকলে সকল অস্থিরতা মার্জ হয়ে যাবে এবং তোমরা সদা অচল-অটল থাকবে। মাস্টার সর্বশক্তিমান এর স্মৃতি সদা ইমার্জ থাকলে কোনো রকমের দুর্বলতা অস্থিরতার মধ্যে এনে ফেলতে পারবে না। কেননা তারা প্রতিটি শক্তিকে সময় মতো কার্যে ব্যবহার করতে পারে। তার কাছে কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে, তাই সংকল্প আর কর্ম দুটোই সমান হয়ে থাকে।

স্নোগান:- জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে না গিয়ে তার থেকে পাঠ গ্রহণ করে নিজেকে পরিপক্ব বানিয়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2

2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পতিত ভারতকে পাবন বানানোর সেবাতে থাকতে হবে, বিপ্লকে দূর করতে হবে, তোমরা হতাশ হয়ে না"

*প্রশ্নঃ - গৃহস্থ জীবনে থেকে কোন্ স্মৃতিতে থাকা খুবই জরুরী ?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ জীবনে থেকে এই স্মৃতি যেন থাকে যে, আমরা হলাম গডলী স্টুডেন্ট । স্টুডেন্টদের পড়া আর টিচার সदा স্মরণে থাকে । তারা কখনোই গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করে না । তারা খুবই সময়ের কদর করে ।

*প্রশ্নঃ - মানুষের মধ্যে সবথেকে বড় অজ্ঞানতা কি ?

*উত্তরঃ - তারা যার পূজা করে তাঁকেই নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় -- এ হলো সবথেকে বড় অজ্ঞানতা । মানুষ ডাকতে থাকে, মন্দির বানিয়ে পূজা করে, তাহলে তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে হতে পারেন । তোমাদের সবাইকে পরমাত্মার সত্য পরিচয় দিতে হবে ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের এই বাবা বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন অথবা সাবধান করেছেন যে, যেহেতু তোমরা রাম এর হয়েছো তাই এই শৈশব বা ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে যেও না । এমন যেন না হয় যে, রামের ছেলেবেলা থেকে দূরে গিয়ে রাবণের দিকে চলে গেলে । তখন তো খুবই অনুতাপ করতে হবে । তোমাদের এমনও বোঝানো হয়েছে যে, মহান থেকে মহান মূর্খকে দেখতে হলে এখানে দেখো, যারা এই পড়া ছেড়ে দেয় । তাহলে তোমরা বুঝতে পারো যে, তাদের কি গতি হবে । এখানকার মহারথী হলো গজ (হস্তী), তাদের গ্রাহ অর্থাৎ বড় কুমীর রূপী মায়া খেয়ে নেয় । এই বাবা সম্মুখে বসে বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, মায়া বড় দুষ্টুর । এমন যেন না হয় যে, তোমরা অসীম জগতের বাবার হাত ছেড়ে দিলে । ইনি হলেন পরমপিতা, উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকা পিতা, পতিত পাবন । এমন বাবার হাত কখনোই ছাড়া উচিত নয় । না হলে অনেক ক্রন্দন করতে হবে । অনেক ভালো ভালো বাচ্চা, যাদের বাবা বড় - বড় টাইটেল দিতেন, তারাও হাত ছেড়ে দিয়েছে । বাবা কিছু কিছু বাচ্চাকে বেশী ভালোবাসতেন, যাতে তারা নেমে না যায় । গীতও গাওয়া হয়েছে । এমন যেন না হয় যে, মায়া তোমাদের টেনে নিয়ে গেলো, তখন খুবই অনুতাপ করতে হবে । বাস্তবে প্রকৃত যুদ্ধ তোমাদেরই, তোমরাই মায়াকে জয় করো ।

তোমরা এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়েছো । পতিত স্থানকে তোমরা পাবন স্থান বানিয়ে থাকো । পাক অর্থাৎ পবিত্র স্থান তো এখানে নেই । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই নাপাক অর্থাৎ অপবিত্র স্থান । পাবন তো হলো দেবী - দেবতারা । তোমরা পতিত ভারতকে পবিত্র বানাচ্ছো । এই যে প্রদর্শনী ইত্যাদি করো, তা পতিতকে পবিত্র করার জন্য । তোমরাই তো ভারতের প্রকৃত সেবা করো, তাই না । হ্যাঁ, বিপ্লকেও দূর করতে হবে, এতে হার্টফেল অথবা অলস হলে চলবে না । যে কোনো পরিস্থিতিতে পতিতকে পাবন করার জন্য সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে । তোমাদের কাজই হলো এই, অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই । তোমাদের দেখতে হবে, তোমরা কতজনকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়েছো । এই ভারত স্বর্গ ছিলো, এখানে পাবন দুনিয়া ছিলো । এইসময় অপবিত্রতা, আর পবিত্রতার জ্ঞান কারোর নেই । পবিত্র দুনিয়া হলো নতুন দুনিয়া, তারপর পুরানো হলে অপবিত্র, পতিত, তমোপ্রধান হয়ে যায় ।

তাই আমাদের পিতা সম্মুখে বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমরা বরাবর পবিত্র স্থান স্থাপন করছি । ভারত পবিত্র স্থান ছিলো, এখন অপবিত্র স্থান হয়ে গেছে । নতুন বাড়ি থাকলে তা আবার অবশ্যই পুরানো হবে । এই জ্ঞান নতুন দুনিয়াতে থাকে না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই বোধ এসেছে । যদিও লাখ বছর বলে থাকে কিন্তু অবশেষে পুরানো তো হবেই, তাই না । পুরানো নামই হলো কলিযুগ । নবযুগ আর পুরানো যুগকে কেবল তোমরা জানো । এখন আবার নবযুগ আসছে । আমরা পবিত্র হয়ে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য আবার বাবার কাছ থেকে এই নলেজ প্রাপ্ত করছি । স্টুডেন্ট কখনো পড়া আর টিচারকে ভুলতে পারে কি ? তোমরাও স্টুডেন্টস, গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের যেন এই স্মরণ থাকে যে, আমরাও পড়ছি । এই পড়াতে অনেক সময় লাগে । মাঝে কেউ নেমে যায়, কেউ হেরেও যায় । মুখেও বলে, লিখেও দেয় - শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা । বাবাকে অনেক প্রেমের সঙ্গে পত্র লেখে, আমরা

জীবাশ্মা, পরমপিতা পরমাত্মাকে পত্র লিখি । ওরা ডাকছে -- পরমাত্মা রক্ষা করো, শান্তি দাও, মুক্ত করো, আমরা যেন জীবনে থেকে মুক্তি পেতে পারি । সে তো সত্যযুগে হয় । এখানে তো জীবনবন্ধ । এই কথা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো । আর এখন তা স্বয়ং বাবা বোঝাচ্ছেন, আর কারোর বুদ্ধিতে ড্রামার এই রহস্য নেই । তিন কাল, এই আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । তোমরা সবকিছুই জানো, কিন্তু তোমরা সাধারণ এবং গুপ্ত, ওরা বাইরে গিয়ে দেহের ড্রিল করে, শেখে । তোমাদের ড্রিল হলো রুহানী । কেউই জানে না যে, লড়াই করার জন্য এরাও কোনো যোদ্ধা । মহাভারতের লড়াই দেখানো হয়, তা কিভাবে হয়েছিলো ? মহাভারতের লড়াই ভগবান করিয়েছিলেন, মানুষ এমন বলে থাকে । এখন ভগবান কিভাবে হিংসার যুদ্ধ করাবেন ? ভগবান যুদ্ধ শিখিয়েছিলেন রাবণকে জয় করার জন্য । তিনি বোঝান যে, তোমরা শোভা কলা সম্পূর্ণ ছিলে । তোমরা মূল লোক থেকে অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, তারপর এই দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে প্রথমে সত্যযুগে রাজত্ব করেছিলে । স্মৃতিতে আসে তো, তাই না ? বলে থাকে, হ্যাঁ বাবা, এখন আমাদের এই স্মৃতি এসেছে যে, আমরা বরাবর দৈবী রাজ্যের মালিক ছিলাম । তারপর তা হারিয়ে ফেলেছিলাম । এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি । আমরা অবশ্যই এই মায়াকে জয় করবো । কাম চিতাতে বসলে মানুষের মুখ কালো হয়ে যায় । কালো অক্ষর কড়া তাই ঘন নীল বলা হয় । কৃষ্ণ এবং নারায়ণকে ঘন নীল রং দেওয়া হয়েছে, এমন কোনো মানুষ হয় না । মানুষ তো সুন্দর এবং অসুন্দর হয় । আয়রন এজকে অসুন্দর বলা হবে । লৌকিক বাবাও বলেন, তুমি মুখ কালো করে দিয়ে কুলে কলঙ্ক লাগাও । অসীম জগতের বাবা বলেন, তোমরা আসুরী মতে চলে দৈবী কুলকে কলঙ্কিত করেছো, তাই তোমরা অসুন্দর হয়ে গেছো । সম্পূর্ণ অসুন্দর হতে অর্ধেক কল্প লাগে আর সুন্দর হওয়াতে এক সেকেন্ড । বাচ্চাদের এই ড্রামার আদি, মধ্য এবং অন্তের স্মৃতি এসেছে, অন্য ধর্মের যারা, তাদের এই স্মৃতি আসতে পারে না । বিস্মৃতিও তোমাদের এসেছিলো, আবার স্মৃতিও তোমাদেরই এসেছে । তোমরা দৈবী রাজ্য স্থানের মালিক ছিলে । এখানে অনেক রাজা ছিলো, তাই নাম রাখা হয়েছে রাজস্থান । এখন হলো পঞ্চায়েতি রাজ্য । তোমরা এখন মহারাজা - মহারানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এমনই হয়েছিলো । স্বর্গের চক্র অতিক্রম করে নরক তৈরী হয় । তোমরা এখন পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে রাজত্ব করার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমাদের পড়া হলো সাধারণ । তোমাদের অল্ক (আল্লাহ) এবং বে-কে (বাদশাহীকে) স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে, মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । রাজত্বকে স্মরণ করলে রাজপদ প্রাপ্ত করবে । ওরা তো বলে থাকে -- বোলা, আমি মহিষ - আমি মহিষ -- এই কথা তো আর সত্য নয় । তোমরা আত্মারা বোলা, আমি বিষ্ণু হবো, কিভাবে হবে ? বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর রাজধানী বিষ্ণুপুরীকেও স্মরণ করো । প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে বিষ্ণুর নাম নেওয়া হয় । ওখানেও লক্ষ্মী - নারায়ণের সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর চিত্রের নিদর্শন থাকে । চিত্রও এমন - এমনভাবে বানানো হয় । বাবা এই রহস্য বুঝিয়েছেন -- ওখানকার এই নিয়ম -কানুন, তারপর ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ চক্র পরিক্রমা করে ব্রহ্মা - সরস্বতী বা জগৎপিতা, জগদম্বা হন । ব্রহ্মাকে বলা হয় গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে ফাদার বলা হবে । সব আত্মারা ব্রাদার্স । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার মনুষ্য হন । তাই তোমাদের এখন দেহ বোধ দূর করে আত্ম অভিমানী হতে হবে । পরমাত্মা বাবা তোমাদের আত্ম - অভিমানী বানান । এখানে তোমরা হলে ডবল লাইট, নলেজফুল । তোমরা আত্ম অভিমানীও হও, আবার বাবাকেও স্মরণ করো, কেননা তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে । দেবতার পুরুষার্থ করে শেষ জন্মে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো । দেবতাদের স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না । তাই বাচ্চাদের নতুন নতুন পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । তোমরা অনেক যুক্তি বা উপায় প্রাপ্ত করো । প্রথম - প্রথম বুদ্ধিতে এই কথা বসাও যে, উঁচুর থেকেও উঁচু স্থান কোনটা ? নির্বাণধাম । আমরা আত্মারা নির্বাণধামের নিবাসী । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । তাঁর স্থান হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । উঁচুর থেকেও উঁচু তাঁর নাম । উঁচুর থেকেও উঁচু তাঁর মহিমা । এখন তিনি ভারতেই এসেছেন, তাই তো এখানেই তাঁকে স্মরণ করা হয়, তাই না । যাঁর কোনো নাম - রূপই নেই, সেই জিনিস কোথা থেকে আসবে যে তাঁর পূজা করা হবে । তাহলে এও তো ভুল হলো, তাই না । পরমাত্মাকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা, এ তো অজ্ঞানতা হয়ে গেলো । শিবরাত্রিও এই ভারতেই পালন করা হয় । এই ভারতেই প্রাচীন সত্যযুগ ছিলো, এখন আর নেই । তাহলে অবশ্যই বাবাই এই সত্যযুগ স্থাপন করেছিলেন । তাহলে আবার দুঃখ কে দেয় ? কখন থেকে শুরু হয় ? এ কেউই জানে না । বাবা এইসব বসে বোঝান । এখন আমি আবার তোমাদের ২১ কুলের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । তোমরা কল্প - কল্প এই পুরুষার্থ করেছিলে । অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছিলে, আর এ যখন তোমাদের অন্তিম জন্ম, তখন তোমাদের তো পবিত্র হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত । ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, তাহলে তা অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য । ভগবান হলেনই পতিত পাবন, সন্নতি দাতা । তিনি নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন, আর কেউ তো এমন তৈরী করতে পারে না । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্বই শুরু হয়, তাহলে অবশ্যই বলা হবে তাঁরা পূর্ব জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন ভবিষ্যতে এমন পদ প্রাপ্ত করার জন্য, তাই বাবা এখন তোমাদের পুরুষার্থ করাচ্ছেন

। পতিত দুনিয়ার অস্তিত্বেই তো এসে তিনি পুরুষার্থ করবেন, তাই না । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । তারপর আবার কলা কম হতে থাকে । এখন হলো বিকারী দুনিয়া । বাবা বলেন, এই পাঁচ বিকারের দান করে দাও আর পবিত্র হও । স্মরণও করো আর পবিত্রও হও । বি হোলি, বি রাজযোগী । গৃহস্থ জীবনে থেকে এক শিব বাবাকে স্মরণ করো আর কখনো যদি অন্য কাউকে স্মরণ করেছে তাহলে ব্যভিচারী হয়ে যাবে । ভক্তিমার্গে গৃহস্থ জীবনে থেকে কখনো কাউকে, কখনো আবার অন্য কাউকে স্মরণ করে । তখন তা ব্যভিচারী স্মরণ হয়ে যায়, আর তারা পবিত্রও থাকে না, তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করো । এই অস্তিম জন্মে আমার নামে কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থেকে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো । এই এক জন্ম আমার সাহায্যকারী হও, যেমন সাহায্য করবে, তেমনই ফল প্রাপ্ত করবে । তোমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হয়ে গেছো । বাবা তো নিজেই ভারতের সেবা করেন, তাই না । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের উপযুক্ত হতে হবে । গুণও অবশ্যই প্রয়োজন । তোমাদের এখানে গুণবান হতে হবে । তারপর ২১ জন্মের জন্য তোমরা দেবতা হয়ে রাজত্ব করবে । বাবা বুঝিয়েছেন, কৃষ্ণের চিত্র খুবই সুন্দর । কৃষ্ণ নরককে লাথি মারে আর স্বর্গ তাঁর হতে । এই নিয়ম ভারতেরই, কেউ মারা গেলে মুখ শহরের দিকে আর পা স্মশানের দিকে করে দেয় । এখন তো তোমরা বেঁচে থেকেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাই তোমাদের মুখ নতুন দুনিয়ার দিকে হওয়া উচিত । ভায়া শান্তিধাম হয়ে তোমাদের সুখধামে যেতে হবে । এ হলো অসীম জগতের কথা । তোমরা পুরানো দুনিয়াকে পদাঘাত করছো আর নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছো, তাই তোমাদের এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে । আর সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে । যদিও তোমরা দুঃখধামে রয়েছো, তবুও স্মরণ তাঁকেই করো । তোমাদের অব্যভিচারী যোগের প্রয়োজন, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । তোমাদের তো খুব ভালোভাবেই বোঝানো হয় । অর্জুন অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন, তাকে বলা হয়েছিলো, এইসব ভুলে যাও, আর যারা পড়িয়েছেন তাদেরও ভুলে যাও । বাবাও এমনই বলেন । এখন পর্যন্ত যা কিছুই শুনেছো সব ভুলে যাও । আমি তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি । আমিই তোমাদের সত্যখণ্ডের মালিক বানাই । ওরা তো তোমাদের মিথ্যাখণ্ডের মালিক বানায় । বাবা বলেন - এখন বিচার করে দেখো, আমি রাইট, নাকি তোমাদের কাকা, মামা বা শাস্ত্রবাদীরা রাইট ? ওই লড়াই হলো জাগতিক, তোমাদের হলো অসীম জগতের লড়াই । যাতে তোমরা অসীম জগতের রাজত্ব প্রাপ্ত করো । বাবা বলেন, তোমরা এই বিকার এখন আমাকে দান করে দাও । এখন যদি পুরুষার্থ না করো তাহলে খুবই অনুতাপ করবে তাই গাফিলতি ত্যাগ করো, এই সেবাতে লেগে যাও, কল্যাণকারী হও । এই কলিযুগে অতি দুঃখ । এখন তো অনেক দুঃখের পাহাড় নামবে তারপর সত্যযুগে সোনার পাহাড় হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) অল্ফ (আল্লাহ) আর বে-কে (বাদশাহী) স্মরণ করার সিম্পল পড়া পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে । অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে । এই মিথ্যা খণ্ডকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে ।

২) ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হয়ে ভারতকে পতিত থেকে পাবন বানানোর সেবা করতে হবে । বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদানঃ:- প্রতি মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা এভার রেডি থেকে তীর পুরুষার্থী ভব যে বাচ্চারা তীর পুরুষার্থী তারা প্রতি মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে এভার রেডি থাকে । তারা এমন চিন্তা করে না যে, এখন তো বিনাশ হওয়াতে কিছু সময় বাকি আছে, ততক্ষণে তৈরী হয়ে যাবো । সেই অস্তিম মুহূর্তকে দেখার পরিবর্তে এই চিন্তা করো যে, নিজের অস্তিম মুহূর্তের কোনো ভরসা নেই তাই এভার রেডি এবং নিজের স্থিতি সদা যেন উপরাম (উর্ধ্ব) থাকে । সবার থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, নষ্টমোহ । সদা নির্মোহী আর নির্বিকল্প, নির্বর্থ অর্থাৎ ব্যর্থও যেন না থাকে, তখন বলা হবে এভার রেডি ।

স্নোগানঃ:- জটিল সময়ে পাস উইথ অনার হতে হলে অ্যাডজাস্ট (মানিয়ে নেওয়ার) হওয়ার শক্তিকে বাড়ানো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ রুহানী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকা উচিত, পরস্পর মিলিত হয়ে মত বের করো যে কিভাবে সকলকে সত্য পিতার পরিচয় দেবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কোন্ নিশ্চয়ের আধারে নিজেদের উচ্চ ভাগ্যকে বানিয়ে নিতে পারে ?

*উত্তরঃ - প্রথমে বুদ্ধিতে যখন এই নিশ্চয় বসবে যে এখানে যিনি পড়ান তিনি হলেন স্বয়ং পরমাত্মা, ওঁনার থেকেই আমাদের সৌভাগ্য নিতে হবে, তখন রোজ পড়া পড়বে আর নিজেদের সৌভাগ্য উঁচু তৈরী করতে পারবে। বাবার শ্রীমং হলো বাচ্চারা, যেকোনো অবস্থাতেই তোমাদের কাজ হলো রোজ মুরলী পড়তে হবে। যদি ক্লাসে আসতে না পারো তাহলেও ঘরে রোজ মুরলী পড়ো।

*গীতঃ- তুমি হলে প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । আত্মারা অর্থাৎ বাচ্চারা জেনে গেছে যে আমরা আত্মারা হলাম বিন্দুর মতন। একইরকমের স্টারের মতন, কিন্তু আত্মা যে আছে সে নিজের বাবাকে কিভাবে রিয়েলাইজ করবে। দুনিয়ায় কেউই না নিজেকে, না বাবাকে জানে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু। কত ছোট, বাবাও হলেন এতটাই ছোট। আত্মার থেকে পরমাত্মা বাবা বড় কিছু নয়। শরীর তো ছোট-বড় হয়। তোমরা এখন শিববাবার স্মরণে বসেছো। অবশ্যই কেউ যদি জেনেও যায় যে আত্মা হলো ছোট বিন্দু উপরন্তু তাতে ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে, আশ্চর্যের কথা তাই না! যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা শরীরের আধার না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এমনিতে পরমাত্মাও হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মতন ছোট কিন্তু বাবা কেন বলা হয় ? কারণ তিনি হলেন চির-পবিত্র। ওরা পরমাত্মাকে না জেনেও বাবা বলেন। যেমন তোমরা বুঝে স্মরণ করো তেমন ওরাও স্মরণ করে। এত যে ভক্ত রয়েছে, সকলের ভগবান হলো এক, ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়ে থাকে। সেইজন্য পতিত রয়েছে অনেক আর পতিত-পাবন হলেন এক। সাধু-সন্ত, মহাত্মাও ডাকা হয়, ওঁনাকে গডফাদার বলা হয়ে থাকে। তবে তো সকলের বাবাই হলেন, তাই না! ফাদারকে পতিত থেকে পবিত্র করতে আসতে হয়। পবিত্র বানানোর উপায় তিনিই বলেন কারণ আত্মাদের উপর পাপের বোঝা চেপে রয়েছে। ওরা তো কেবল লিখে দেয় -- বি হোলী(পবিত্র হও), কিন্তু এ'রকম স্লোগান লাগলেও কোনো লাভ নেই কারণ বাইরের কেউ তো বুঝতে পারবে না। এছাড়া তোমাদের তো বোঝানো হয়েছে তোমাদের স্লোগানের কি দরকার ! এর অর্থ হলো পবিত্র হও, বাবাকে স্মরণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে বোঝানো না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবে না। যোগে থাকলে পবিত্র হতে পারে। ওরা বলে -- হি'জ হোলিনেস। এ হলো পবিত্রতার টাইটেল (উপাধি)। সন্ন্যাসীদের হোলি বলা হয় কারণ বিকারে যায় না। ওরা অবশ্যই পবিত্র থাকে, ব্রহ্মকে স্মরণ করে কিন্তু জন্ম বিকারীদের কাছে নিতে হয়। তোমাদের বলা হয় পবিত্র থাকো আর শিববাবাকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসী নিজেকে কর্ম-সন্ন্যাসী বলে কিন্তু কর্মের সন্ন্যাস হয় না। কর্ম-সন্ন্যাস তখনই হবে যখন দেহ থাকবে না। দেহ ছাড়া তো ঘরে(প্রমাণে) থাকে। এখানে কর্মের সন্ন্যাস কিভাবে হতে পারে? এ'কথা বলাও মিথ্যা। ওরা বলে গৃহস্থীরা যে কর্ম করে তা আমরা করি না। গৃহস্থীদের কর্ম তো অনেক -- যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে থাকে। তা সন্ন্যাসীরাও করে। এছাড়া পার্থক্য কেবল এটাই যে তারা উপার্জন করে ভোজন ঘরে তৈরী করে, সন্ন্যাসীরা তা করে না। তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে খায় কারণ তাদের হলো হঠযোগ। হঠযোগের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হতে পারে না। যখন বাবা আসবেন তখনই তো ওঁনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা না আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনাও হতে পারে না। কত বোঝান তবুও বোঝে না। বাচ্চারা সমাচার লেখে -- এত এতজন এসেছে। এখন দেখা যাক, কে কে নিজের সৌভাগ্যকে নিতে পারে। আসে অনেকেই কিন্তু বুদ্ধিতে এ'টা বসে না যে এদের যিনি পড়ান তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, আমাদের ওঁনার কাছ থেকে সৌভাগ্য নিতে হবে। বাবা রেজিস্টারও দেখেন। কেউ-কেউ মাসে ৮-১০ দিনও আসে না, কেউ আসেও না তখন সে লেখেও না। যদি কেউ নাও আসে তাহলেও সে রোজ মুরলী পড়ে কি পড়ে না। যেকোনো অবস্থাতেই রোজ মুরলী পড়তে হবে। যেমন ছোট-ছোট জপ সাহেব, সুখমণি (শিখ সম্প্রদায়ের প্রার্থনা পুস্তক) বানায়, মনে করে যেকোনো ভাবেই যেন পড়তে পারে। তোমরা বোঝ যে ওই পড়া থেকে কি প্রাপ্তি হবে। কিছুই না। পড়লে অল্প সময়ের জন্য বুদ্ধি ঠিক থাকবে কিন্তু বাবার থেকে কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। আরোই বিকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তারপর আর তার থেকে কোনো প্রাপ্তি হয় না। বলা হয় যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, অবশ্যই এখন বিনাশের সময় আর কেউ পরমাত্মাকে জানে না। তারা বলেও যে আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে তো জানা উচিত, তাই না! বাবা বোঝান সত্যযুগে হলো আদি,

কলিযুগে হলো অন্ত। সেইজন্য তিন কালকে, তিন লোককে বুম্বতে হবে। তিন লোক হলো স্থূললোক, সূক্ষ্মলোক....। ওরা বলে -- শাস্ত্র হলো অনাদি কিন্তু বাবা বোঝান যে যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তবে থেকেই শাস্ত্রও শুরু হয়, তাহলে দ্বাপরযুগ মধ্য হয়ে গেলো। অর্ধেক কল্প সত্যযুগ, অর্ধেক কল্প কলিযুগ। অর্ধেকের হিসেব রয়েছে। ওরা মধ্যকে জানতে পারে না কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। বলা উচিত বাবাকে জানো, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হও তবেই উত্তরাধিকার পাবে। প্রথমে কেউ এলে জিজ্ঞাসা করো -- কোথা থেকে এসেছো? বলে যে, বি.কে.-র কাছে। তোমরা বলো - চিন্তন করো দেখো এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে তাহলে ব্রহ্মাবাবাও রয়েছে! কত সেন্টার্স রয়েছে, অগণিত ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রয়েছে। অবশ্যই এত এত সন্তান একজন বাবার কিভাবে হতে পারে! লেখা হয়, ইনি প্রজাপিতা তাই এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। এমন-এমনভাবে বুঝিয়ে দাঁড় করাতে হবে। তারপর অবশ্যই খেয়াল করো যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কার সন্তান? এত সন্তানের রচনা করা তো পরমাত্মার কাজ, তাই না! তাহলে পরমাত্মা তো আসেন, তাই না! গায়ন রয়েছে, তুমিই মাতা-পিতা.... তাহলে ব্রহ্মা তো বাবা হয়ে গেলেন, তাই না! তাহলে পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন, কনভার্ট করেন। অ্যাডপ্ট করেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। পবিত্র করেন কিভাবে? স্মরণের দ্বারা। সমস্ত ধর্ম ভুলে মামেকম স্মরণ করো। সকলেই ডাকে। আমি হলাম নলেজফুল, রিসফুল (সুখদাতা), লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড। তাই সুখধামে নিয়ে যাই। সুখ কোথায়? সুখধামে।

এখন বাবা নিয়ে যায় শান্তিধামে, তারপর আসে সুখধামে। এ'কথা কিভাবে স্মরণ করবে? রোজ-রোজ বলতে থাকো, অন্যদের বোঝাতে থাকো তবেই পয়েন্টস্ বৃদ্ধিতে আসতে থাকে। যখন কাউকে বোঝাও তখন তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া উচিত। পরমাত্মা যিনি হলেন আত্মাদের পিতা - তাঁর ঠিকানা লেখা উচিত যে বাবা হলেন শিব, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার নেব। সেইজন্য পরিশ্রম করা উচিত কিন্তু পরিশ্রম করবে কে? সেইজন্য বাচ্চাদের স্বয়ং দাঁড়িয়ে তারপর অন্যান্যদের দাঁড় করানো উচিত আর সার্ভিসের জন্য প্ল্যানস্ তৈরী করে দেওয়া উচিত। যেমন মিলিটারিতে বড় বড় কমান্ডার্সরা মিলিত হয়, তাই না! এখানেও তেমন বাচ্চাদের মিলিত হওয়া উচিত। কিন্তু কি আর করা, পরস্পর মিলিত হয় না। বাস্তবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকা উচিত। কোনো মত বের করা উচিত -- কিভাবে কাউকে বোঝাবো। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের কত মন্দির রয়েছে। তাহলে মন্দির নির্মাণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত যে তোমরা এই মন্দির নির্মাণ করেছো কিন্তু জানো কি এঁনারা এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছে? তারপর রাজ্য কিভাবে হারিয়েছে? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অতি সুন্দর, এতে ৮৪ জন্মের কাহিনী অত্যন্ত ভালো। এই চিত্র কেবল বড় তৈরী করা উচিত। বাবা বলেন, কেউ এলে তখন যুক্তি-সহ জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আপনারা গীতা পড়েছেন? তারপর অবশ্যই বলো যে গীতার ভগবান কে? তখন এ'রকমভাবে যুক্তিসহ বোঝানো উচিত। কথিত আছে তাই না! তোমরা হলে মাতা-পিতা..... তাহলে এই ব্রহ্মা হয়ে গেলেন মাতা তাই ওঁনার সাথে সম্বন্ধ রাখা উচিত। যদি ওঁনার থেকেই ভালোবাসা চলে যায় তবে খেলা শেষ। বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? তোমাদের লড়াই পুরোনো শত্রুর সঙ্গে। কারোর জানা নেই যে রাবণের সঙ্গেও কোনো যুদ্ধ হয়। কথিত আছে, সত্যের নৌকা দোলায়মান হবে কিন্তু ডুববে না। তাহলে দোলে কতখানি! অন্যান্য সংসঙ্গে তো হেলদোল করার কথাই নেই। এখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবাকে বুঝেছে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখে দিলেও কিন্তু (পোষা) তোতাপাখির মতন কন্ঠস্থ হয়ে যায় না। জংলী তোতা আসে আর চলে যায়। অক্ষকে(বাবা) বুম্বতে হবে। এ'রকম প্রজা তো অনেক রয়েছে কিন্তু রাজস্ব পাওয়ার জন্য কেউ দাঁড়ায় না। দীপশিখায় আহুতি দিয়ে দেবে এইরকম খুব মুশকিলই কেউ হয়।

আচ্ছা! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস :-

বাচ্চারা, তোমরা বাবার ডায়রেকশন পেয়েছো যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বলো, অবসর নেই। এখন অবসর কোথায় চলে যায়? অবশ্যই মায়া তোমাদের সময় নিয়ে নেয়। মায়াও কিন্তু শক্তিশালী, যে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার অবসর দেয় না। তবেই তো বলো সারাদিনে আধা ঘন্টা, ২০ মিনিট স্মরণে থাকো, সারাদিনে কেউ দুই ঘন্টাও বাবাকে স্মরণ করে তা মুশকিল। যে মনে করে আমি দু'ঘন্টা স্মরণ করি, তারা হাত উঠাও ওই স্থূল স্মরণ, পুরোনো স্মরণ তো চলতেই থাকে। ইনি হলেন ইনকরপোরিয়াল (বিদেহী), এঁনার তো নিজের চোখ, কান নেই। বাচ্চাদের বলেন -- মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কতক্ষণ বাবাকে স্মরণে থাকো? বাচ্চারা খেলতে গেলে টিচারকে স্মরণ করে। ঘরে পড়াশোনা করলেও টিচার স্মরণে থাকে। তা

সেটা হলো স্থূল স্মরণ। এতে সামান্য অসুবিধা রয়েছে। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে দুই ঘন্টা যারা স্মরণে থাকতে পারো, তারা হাত ওঠাও। লজ্জা পেও না, সত্যি করে বলো। তোমরা এখানে বসে থাকো, বাবা মুরলী শোনান তখন বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়, তাই না! এত বুদ্ধিতে ধারণও হয় না। যেমন এখানে সকালে এক ঘন্টা বোঝান, তখন কি সেই এক ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো নাকি বুদ্ধি বাইরে চলে যায়? অবশ্যই পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে বুদ্ধি কোথাও না কোথাও চলে যায়। সবকিছু শোনে না। যদি বসে সবটা শোনে এবং নোট করতে থাকে তবে বাবা বলবেন - হ্যাঁ, এদের যোগ হলো সঠিক। সেইজন্য শোনার সময় অ্যাটেনশন দিতে হবে আর পুরো পয়েন্টস লিখতে হবে। যদি লিঙ্ক (যোগ) ছিন্ন হয়ে যায় তবে পয়েন্টস ভুলে যাবে। বাবা বোঝান যে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হলো অতি মধুর(সুখের) মৃত্যু। এতে তোমার, আমার চক্র কিছুই নেই। বসে-বসে এই পড়ে গেল, অস্ত্রান হয়ে গেলো, শেষ। ব্যস আর জ্ঞানে ফিরলোই না। এ অতি ভালো মৃত্যু। বাকি মানুষেরা তো কাল্পনিক করে আর তোমরা খুশি হবে। আরে বাঃ ! এনার মৃত্যু অতি সহজভাবেই হয়েছে, এনার কোনো দুঃখ (কষ্ট) হয়নি। যদি মৃত্যু হয় তবে যেন এমনই হয়। নাহলে ওষুধ, নার্স, এই-সেই অনেককিছু থাকে, তাই না! সেইজন্য যে বসে বসে এই পুরোনো জুতোকে (শরীর) পরিত্যাগ করে দেবে, কর্মাভীত অবস্থা হয়ে যাবে, এইভাবে শরীর ত্যাগ করলে, তাহলে সেটা সবথেকে ভালো। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে অনায়াসেই বোমা বর্ষণ হবে আর সকলে বসে বসেই চলে যাবে। চেহারাও প্রফুল্লিত থাকবে। কখনও কখনও যখন সহজেই মৃত্যু হয় তখন দর্শনকারীরা বলে যে এ তো যেন জেগে রয়েছে, এ তো যেন হাসছে(প্রফুল্লিত), এরকম তো কেউ বলতে পারবে না যে এ মারা গেছে। আত্মা প্রফুল্ল হয়ে যায়, তাই না! সেইজন্য আত্মাতে যদি প্রফুল্লতা থাকে তবে বাইরের চেহারায় তা তো দেখা যাবেই, তাই না! আত্মা তো কখনও বিনাশ হয় না, আত্মা শরীর পরিত্যাগ করে। সেইজন্য অত্যন্ত খুশিতে হাসতে হাসতে এই শরীর ত্যাগ করবে -- একেই বলে কর্মাভীত অবস্থা। তাঁদেরই এত উচ্চ বলে মহিমা (গায়ন) করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এ'ভাবেই যেতে হবে, শরীরের কোনো পরোয়াই নেই। আর দ্বিতীয় কোনো বস্তু স্মরণে আসবে না, একে বলা হবে সবচেয়ে মিষ্টি, নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ সেইজন্য সাঁপের উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে। সত্যযুগে এমন হয় যে খুশিতেই (ইচ্ছে মতো) শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য প্র্যাকটিস এখান থেকেই করতে হবে, ভবিষ্যতেও সেই প্র্যাকটিস চলতে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে কতখানি ভালোবেসে স্মরণ করো। ইংরেজিতে বলা হয় মোস্ট বিলাভড, পরম প্রিয়, অতি মিষ্টি। মানুষকে তো পরমপ্রিয়, মোস্ট বিলাভড বলতে পারো না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবাও, টিচারও, গুরুও। তোমরা যদি কখনও টিচারকে ভুলে যাও তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারো। বাবা হলেন গাইড, গাইডকে পান্ডাও বলা হয়। উনি হলেন দুঃখ থেকে মুক্তি দাতা, শান্তিধামে সঙ্গে করে গমনকারী, তার পিছনে হলো সুখধাম। তোমরা এই জ্ঞান-ঘাস পাও, তারপর তোমরা এ'বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করো। যেমন গরুর মুখ চলতেই (জাবর কাটা) থাকে। তোমাদের তো মুখ চলার দরকার নেই, এছাড়া অন্তরে সবকিছু স্মরণ করতে হবে। যেমন হলে তোমরা তেমনই আমি। আমার তো আরও অল্প ঘন্টা (সময়) প্রাপ্ত হয়। কারণ আমার বুদ্ধিযোগ খুব বাইরে চলে যায়, কখনো কারোর চিঠি এলো, অমুকের খিটখিট (ঝগড়া), এই আছে, ওই আছে.... তাই সারাদিন ওইদিকে বুদ্ধি যায় কিন্তু বোধহয় বাচ্চাদের থেকে বাবার কাছে বেশি সহজ কারণ পাশেই (সাথে) থাকেন। যখন বাবা ভোজন করার জন্য বসেন তখন ভাবেন, আচ্ছা আমি বাবাকে স্মরণ করি, ২-৩ মিনিট স্মরণ করি তারপর ভুলে যাই। স্মরণ হাওয়ার মতন উড়ে যায়, বাচ্চারা চেষ্টা করে দেখো। সহজ হলেও স্মরণে সময় তো লাগে, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার (পিতামহ) দিল হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আদরসহ প্রেমপূর্ণ স্মরণের স্নেহ-সূমন এবং শুভ রাত্রি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাবা জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পরস্পর অতি প্রেমময় হয়ে থাকতে হবে, মিলেমিশে সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে কোন্ যুক্তিতে প্রত্যেকের কাছে বাবার সমাচার পৌঁছে দেবে।

২) এ হলো বিনাশের সময়, সেইজন্য অদ্বিতীয় বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। যোগের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ:- স্বরাজ্যের সাথে অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণকারী প্রকৃত রাজঋষি ভব

একদিকে রাজ্য আর অন্যদিকে ঋষি অর্থাৎ অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি। এরকম রাজঋষির কোথাও - নিজের

প্রতি, ব্যক্তির প্রতি, বস্তুর প্রতি.... আকর্ষণ থাকতে পারে না। কারণ স্বরাজ্য হলে তখন মন-বুদ্ধি-সংস্কার সবই নিজের বশে থাকে আর অসীমের বৈরাগ্য থাকে। তাই পুরোনো দুনিয়ার দিকে সঙ্কল্পমাত্রও আকর্ষণ যেতে পারে না, সেইজন্য নিজেকে রাজঝষি মনে করো অর্থাৎ রাজা হওয়ার সাথে সাথে অসীমের বৈরাগী হও।

স্লোগান:- সমঝদার সে-ই যে সব আধার (অবলম্বন) ভেঙে পড়ার পূর্বেই অদ্বিতীয় বাবাকেই আধার বানিয়ে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে, মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে, এইজন্য সময় ব্যর্থ নষ্ট করো না”

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের মন আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি থাকবে, তাদের লক্ষণগুলি কেমন হবে?

*উত্তর:- তারা কখনও পরনিন্দা-পরচর্চাতে নিজের সময় অপচয় করবে না। জীবিকা নির্বাহ করেও আধ্যাত্মিক উপার্জনে সময় দেবে। অমৃত বেলায় উঠে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণের দ্বারাই আত্মা উড়তে থাকবে। ২. তারা বাবার সমান করুণাময় হয়ে নিজের প্রতি ও সকলের প্রতি করুণা বর্ষণ করবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে।

*গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই...

ওম্ শান্তি । এই গানে বাচ্চারা মাতা-পিতার মহিমা শুনেছে, যেরকম কোনও ঘরে বাচ্চা থাকলে সেখানে তার মাতা-পিতা, পিতামহও থাকে তাই না। পিতামহের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - বাবার দ্বারা, কেননা ঠাকুরদার সম্পত্তি হল সবথেকে বড় সম্পত্তি। তো এটাও (শিববাবার সম্পত্তি) হল সবথেকে বড়। দুনিয়ার মানুষ তো এসব কিছুই জানে না। বাচ্চারা জানে। তুমিই হলে মাতা... তো এই শব্দ হল ঠাকুরদাদার জন্য। তাই তাঁর পরিচয় সবাইকে শোনাতে হবে। তা যদি সম্মুখে হয় বা প্রোজেক্টরের দ্বারা, ঠাকুরদার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। পার্থিব জগতের ঠাকুরদা সশরীরে থাকেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে প্রথমে কে এসেছেন? ঠাকুরদা (শিববাবা)। যদি প্রোজেক্টরের দ্বারা বোঝাও তাহলে নম্বরের ক্রমানুসারে চিত্র দেখাতে হবে। সর্বপ্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার বিষয়ে বোঝাতে হবে। তো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে? আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ আছে? তাই সর্বপ্রথমে শিববাবার চিত্র দেখাতে হবে তারপর হল লিখিত আকারে, যেটা প্রদর্শনীতে বোঝাবে বা ম্যাগাজিনেও লিখবে, সেখানে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। গীতাতে লেখা আছে ভগবানুবাচ। তো প্রথমে ভগবানের পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের সকলের বুদ্ধি উপরে চলে গেছে। সবথেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তারপরে এখানে আসো তো যেরকম ঘরে মাতা পিতা আর দাদু থাকেন। তারা হলেন পার্থিব জগতের, আর ইনি হলেন অসীম জগতের। চিত্রের সাথে সব কিছু যেন লিখিত আকারে থাকে। পার্থক্যও বোঝাতে হবে যে অনেক মানুষ হঠযোগ শিখিয়ে এসেছে আর এক পরমাত্মা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাঁর দ্বারা মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এখানে হলেনই এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচের কথা। যেরকম বাচ্চাদের বুদ্ধিতে লৌকিক মা-বাবা, ঠাকুরদার কথা স্মরণে আসে। অবিকল তোমাদের বুদ্ধিতেও এরকম হয়। কেবল ইনি হলেন পারলৌকিক, আর তাঁরা হলেন লৌকিক। তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ইনি হলেন শিববাবা। ইনি হলেন আমাদের বাবা তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে, কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। অনেক সময় নষ্ট করে। সময় নষ্ট করো'না কেননা মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে। আত্মার মধ্যে খাদ পরে গেছে। তাই লিখতে হবে - পরমাত্মা কে? পরমাত্মার চিত্র আর শ্রীকৃষ্ণের চিত্রের উপর বারংবার বোঝাতে হবে। স্বর্গ আর নরকের গোলা খুবই সুপরিচিত। নরকের গোলার উপর লিখে দিতে হবে যে এটা হল রাবন রাজ্য, ব্রষ্টাচারী দুনিয়া আর স্বর্গের গোলার উপর লেখো যে এটা হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া, তারসাথে সময়ও লিখে দেবে - স্বর্গ এত সময়, নরক এত সময়। দেখো উল্লতি কলা আর অবনতি কলারও চিত্র আছে কেননা অবনতি কলাতে ৫ হাজার বছর আর উল্লতি কলা এক সেকেণ্ডে, তাহলে এটা জাম্প হয়ে গেল। মুখ্যতঃ এই কথাগুলি হল বোঝানোর জন্য, তারপর হল বিরাট রূপ, যেখানে ব্রাহ্মণ টিকি ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আছে। ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচিত তোমাদের ব্রাহ্মণ কুল হল সুপরিচিত, সর্বোত্তম। তাই সবাইকে বোঝানোর জন্য এই চিত্র অত্যন্ত জরুরী। ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড় আছে, সেটাও ভালো। বাচ্চাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তাই চক্রেরও জ্ঞান শোনাতে হবে যে চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় । ব্রহ্মা-সরস্বতীর হিরো-হিরোইনের পার্ট কিরকম! তাই গোলার চিত্রও বড় করে করতে হবে। সর্বাধিক এক থেকে দেড় ঘন্টার প্রোজেক্টর দেখাতে হবে কেননা মানুষ এই সব কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যায়। গল্প তো কিছু নয় - এসব তো হল জ্ঞানের কথা। প্রথমে যখন লিখবে, তখন ভিতরে আসতে পারবে। তাই দেখানোর জন্য টিকিট রাখতে হবে। পয়সা দিয়ে কাটার জন্য টিকিট নয়, কিন্তু এন্ট্রি পাশ থাকবে। বড় বড় ব্যক্তিদের তো নিমন্ত্রণ দিয়ে আহ্বান করতে হবে কেননা বড়-বড় সুনামধন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ওপিনিয়ন লেখাতে হবে। অনেক জনসংখ্যার মাঝে কিভাবে লেখাবে আর কিভাবে প্রজেক্টর শো দেখাবে কেননা বোঝাতেও তো হবে এই জন্য প্রথম দিকে সমাজের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করে লিখিয়ে নিতে হবে তারপর সর্বজনের জন্য করে দিতে

হবে। প্রদর্শনীতেও এরকম তো প্রোজেক্টারেও এইরকম, ম্যাগাজিনেও এই ভালো ভালো চিত্রগুলি বানিয়ে সাথে বুলিয়ে লেখো তারপর কাউকে উপহার দিয়ে দেবে। হঠযোগ আর রাজযোগের কন্ট্রাস্ট-ও (পার্থক্য) ভালোভাবে লিখতে হবে। হঠযোগও হল একপ্রকারের হিংসা কেননা শরীরকে কষ্ট দেয়। এটা হল তোমাদের অহিংসক যোগ যেটা অতি সহজ। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। হিংসক আর অহিংসককেও প্রমাণ করতে হবে। কেউ তো শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ক্রিয়া করে। তারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে না, হঠযোগকেও যোগ বলে দেয়। যোগাশ্রম তাই না। এটা হল সহজ রাজযোগ। ঈশ্বরের শেখানো যোগ। তো এটা খুব ভালো করে বোঝাতে হবে। যার বুদ্ধিযোগ সারাদিন পরচর্চা পরনিন্দাতে লেগে থাকে সে আর কি বা বোঝাতে পারবে? যার বুদ্ধিতে থাকবে যে সেবা করতে হবে, সে করবে। ৮ ঘন্টা ধান্দা (ব্যবসা) করে আবার এই উপার্জনও করতে হবে। সেটা হল শারীরিক উপার্জন, এটা হল আধ্যাত্মিক উপার্জন। তো এই উপার্জনে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। অনেক যোগাভ্যাস করতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। যাদেরকে বাবা এক-দুইনশ্বরে রাখেন তারাও স্মরণ করে না। ভাষণ তো খুব ভালো করে কিন্তু স্মরণে থাকে না। আত্মা তো স্মরণের দ্বারাই উড়বে, জ্ঞানের দ্বারা থোড়াই উড়বে! স্মরণের দ্বারাই ধ্যানে যায়। এতে জ্ঞানের কথা নেই। ধ্যান তো এক পয়সার কথা হয়ে যায়। কারো কারো তো শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কোনও কোনও বাচ্চা লেখে যে বাবা আমি আপনাকে চিনেছি। তারা ধ্যানে গিয়ে ব্রহ্মাকেও দেখতে পায় আর প্রেরণাও প্রাপ্ত হয়। তখন সে নিশ্চিত হয়ে যায়। যে বাবাকে কখনও দেখেই নি, সেও লেখে যে আমি বাবাকে অনেক স্মরণ করি। আমি আপনার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। আপনি তো জানেন যে আমি স্মরণ করি। যখন বলি আপনি... তখন শিববাবা-ই স্মরণে এসে যায়। তো বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারা অনেক স্মরণ করে, ততটা সামনে থাকা বাচ্চারাও করেনা। একটাই কথা হল - স্মরণ করো। তবুও গান্ধীজি বলতেন যে রামরাজ্য হোক। এখন তো হল রাবণ রাজ্য। এর উপর তোমরা বোঝাতে পারো। উল্লভি কলা তো পরমাত্মাই করাতে পারেন। বাকিরা তো একে-অপরকে নিচের দিকেই নামাতে থাকে। দেবতারাও নিচে নামতে থাকে। যদিও সুখেই থাকবে কিন্তু কলা তো কম হতে থাকবে তাই না। উকুনের মতো নিচে নামতে থাকে কেননা ড্রামা উকুনের মতোই চলতে থাকে। তো উল্লভি কলা একের দ্বারাই হয়। বোঝানোর জন্য প্রোজেক্টর খুব ভালো। সেন্টারও অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবা বলেন যে প্রত্যেক ভাষাতে স্লাইডস তৈরী করো। কিন্তু এটা করতে পারে এমন কেউ নেই। বাবা যুক্তি তো বলে দিচ্ছেন। কিন্তু এই কাজ করার জন্য লোক চাই, তাহলে সেবা অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে।

বাচ্চাদেরকে নিজেদের ভাই-বোনের উপর অনেক দয়া করতে হবে। বাবা হলেন করুণাময় তাই না। আমার আগমনও ভারতেই হয়, অন্য কোনও জায়গায় আমি আসি না। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালিত হয়। কিন্তু জানে না, মনে করো যিশু খ্রীষ্টের জন্ম জয়ন্তী পালন করে তো তার কর্তব্য সম্বন্ধে তারা অবগত থাকে। কিন্তু শিবের কর্তব্য সম্বন্ধে কেউ জানে না। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থক্ষেত্র। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখার কারণে এত বড় তীর্থ ভারতের মহিমা লুপ্ত হয়ে গেছে। দেখো মহম্মদ গজনী মন্দির লুট করেছিল, যদি সে জানতো যে এটা তার বাবারই মন্দির তাহলে কি সে লুটপাট করতো? আল্লাহ-র মন্দিরকে কে লুটবে, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেছেন! যদি শিববাবাকে জানতো তাহলে কখনও-ই হাত লাগাতো না। যদিও তারা শিবের কাছে মাথা নত করে, কিন্তু জেনে গেলে তো কখনও-ই লুটতো না। কেবল গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখার কারণে এইসব কিছু হয়েছে। গীতা খন্ডিত হওয়ার কারণে দেখো কি অবস্থা হয়েছে। যদি শিবের নাম হত যে তিনিই গতি-সম্পত্তি দাতা। এটা এক বাবার-ই মহিমা। যদি তিনি না আসতেন তাহলে পাবন কি করে হতে? ভারতকে কিভাবে স্বর্গ বানাতে? এসব হল গুপ্ত কথা তাই না। তোমরা জানো যে তোমরা দুর্গতিতে ছিলে। এখন এখানে বসে আছো কিন্তু যাচ্ছে। বাচ্চাদের অনেক খুশিতে থাকতে হবে এই কারণে যে আমরা নিজেদের জন্য রাজস্ব স্থাপন করছি, তো অন্যদেরকেও রাস্তা দেখিয়ে প্রজা বানাতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। বিষয়টা খুবই সহজ। কেবল বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। স্বর্গকে স্মরণ করো, এটা তো হল নরক। আমিই সে-ই... এর অর্থও বাবা বুলিয়েছেন, আমিই দেবতা ছিলাম, আমিই ঋত্রিয় হয়েছিলাম... আর কেউ এইসব কথাগুলিকে বুঝতে পারবে না। তো বিরাট রূপে এটা বোঝাতে হবে যে আমরাই দেবতা হই। এখন আমরা স্বর্গদ্বারে আছি। অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে এখনও কত দেবী আছে? বাবা বলছেন যে তুমি এখনও কতটা তৈরী হয়েছো যে স্বর্গে যেতে পারবে। ড্রামা তো তৈরী হয়েই আছে। যত-যত স্থাপনা হতে থাকবে তো বিনাশ জ্বালা-ও (অগ্নি) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। ধর্মগুলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে এই পার্টিশান থোড়াই ছিল! তোমরা জানো যে প্রথমে এক দেবতা ধর্ম ছিল। গীতা আছে - তোমার সাথে মিলিত হলে আমরা স্বর্গ রাজ্য যোগবলের দ্বারা প্রাপ্ত করবো। বাহুবলে কেউ নিতে পারবে না। তাদের কাছে বাহুবল আছে। রাশিয়া আমেরিকা নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে গেলে তো সমগ্র রাজ্য অধিকার করতে পারে। কিন্তু এইরকম হবে

না। যখন দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন সেখানে খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ছিলনা। এখন দেবতা ধর্মের

স্থাপনা হচ্ছে। ভারত হল অবিনাশী খন্ড। বাবাও এখানেই এসেছেন তাই না। ড্রামাতে এইরকমই আছে যে যোগবলের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু এই যোগ কে শিখিয়েছেন আর কিভাবে, সেটা জানেনা। শ্রীকৃষ্ণ তো যোগ শেখাননি। পরমপিতা পরমাত্মাই যোগ শেখাচ্ছেন। এটা কতোই না পিচ্ছিল কথা যেটা বুদ্ধি থেকে স্বনিত হয়ে যায়। কেউ তো জেনেও ছেড়ে দেয়। তখন বাবা বলেন বুদ্ধদার দেখতে হলে তো এখানে দেখো... বুদ্ধদার উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। অবুদ্ধ ছেড়ে দেয়। স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলে। মহান মূর্খ, মহান বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন দেখতে হলে তো এখানে দেখো। স্বর্গতে সে-ও যাবে কিন্তু প্রজাতে যাবে। তোমরা জানো যে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী প্রজা কিভাবে তৈরী হয়। বাবার ক্রোড় এখানে প্রাপ্ত হয়। মূলবতনে ক্রোড়ের কথা নেই। বাচ্চা যখন জন্ম নেয় তখন গুরুর ক্রোড়ে দেয়। মনে করে যে গুরুর ক্রোড়ে না গেলে তো দুর্গতি প্রাপ্ত করবে। ছোটো বাচ্চারও গুরু করিয়ে দেয়। গুরু ছাড়া গতি নেই, এটা গুরুরা বুঝিয়েছে। জানা নেই কবে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। সেখানে তো জন্ম নিয়ে পুনরায় গুরুর কাছেই যায়। এখানে তিনটিই হল কন্সাইন্ড। এটা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই যে, এটাই হল গুরু, বাবা, টিচারের ক্রোড়। বাবা জিজ্ঞেস করছেন - শিববাবার বাবা আছে? বলে যে- হ্যাঁ। আচ্ছা শিববাবার টিচার আছে? গুরু আছে? না। কেবল মা বাবা আছে। এটা হল গুপ্ত হিসাব। বাবা বাচ্চার উপর, বাচ্চা বাবার উপর সমর্পিত হয়ে যায়। লৌকিকে বাচ্চা বাবার প্রতি সমর্পণ ভাব রাখেনা, বাবা রাখেন। তো এটা বোঝার বিষয় যে অবশ্যই পরমাত্মা হলেন বাবা, টিচার, সদ্গুরু, তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, টিকি (শীর্ষে), ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের, এই নেশায় থাকতে হবে।

২) নিজের সময় বাবার স্মরণে থেকে সফল করতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার উপর সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হয়ে যেতে হবে।

বরদানঃ:- একরস স্থিতির আসনে মন বুদ্ধিকে স্থির করে সত্যিকারের তপস্বী ভব তপস্বী সর্বদা আসনে স্থিত থাকে, তারা কোনও না কোনও আসনে বসে তপস্যা করে। তোমাদের, তপস্বী বাচ্চাদের আসন হল - একরস স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি। এই শ্রেষ্ঠ আসনের উপর স্থিত হয়ে তপস্যা করো। যেরকম শুল আসনের উপর শরীর বসে, এইরকম শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনের উপর মন-বুদ্ধিকে বসিয়ে দাও আর যতটা সময় চাও, যখন চাও - সেই আসনে বসে যাও। এই সময় শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনের উপর স্থিত আত্মাদেরই ভবিষ্যতে রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়।

স্লোগানঃ:- অপরের সিদ্ধান্তকে নিজের সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে সবাইকে সম্মান দেওয়াই হল মাননীয় হওয়ার উপায় (সাধন)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের হৃদয়ে খুশীর সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত কারণ বাবা এসেছেন হাতে হাত রেখে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন তোমাদের সুখের দিন এলো বলে”

- *প্রশ্নঃ - বর্তমানে নতুন গাছের কলম লাগানো হচ্ছে তাই কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই করে রাখতে হবে ?
- *উত্তরঃ - নতুন গাছকে খুব ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। এমন এমন ঝড়ঝঞ্ঝা আসে যে সব ফুল, ফল ইত্যাদি ঝরে পড়ে। এখানেও তোমাদের নতুন বৃক্ষের চারা রোপণ করা হচ্ছে, তাকেও মায়া আক্রমণ করবে। অনেক তুফান আসবে। মায়া সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেবে। বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান থাকবে না তখন নিস্তেজ হয়ে পড়বে, পড়েও যাবে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে মুখে চুম্বিকাঠি (মুহলরা) দিয়ে রাখো অর্থাৎ কাজকারবার যা করার করো কিন্তু বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাই হল পরিশ্রম।
- *গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমাদের খুব ভালো ভাবে নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) হয়ে গেছে যে বাবা এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, আমরা পতিত আমাদের পবিত্র করেন। এমন তো নয় যে সৃষ্টি থাকে না, বাবা এসে রচনা করেন। বাবাকে আহ্বান করা হয় আমরা পতিত হয়েছি, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। দুনিয়া তো আছেই। যদিও পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন। এই জ্ঞান মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। কারণ মানুষ পড়াশোনা করে পদ প্রাপ্ত করে। এখন যে সব দুঃখ প্রদানের সামগ্রী রয়েছে, তার মধ্যেই এই সব কিছু এসে যায় - দেহ, দেহের ধর্ম ইত্যাদি। অর্থাৎ বাবা এই দুঃখের সামগ্রী গুলি সুখময় বানান, তখন বাবা বলেন আমি দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করি, আমিই হলাম দুঃখ হর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। এখন তোমাদের অন্তরে সানাই বাজা হওয়া উচিত যে আমাদের সুখের দিন সামনে আসছে। তোমরা জানো যে বাবা কল্পের শেষে মিলিত হন এমন কথা অন্য কারোর জন্য বলা হয় না। ভগবান আসেন ভক্তদের সদগতি প্রদান করতে। নিজের সাথে হাতে হাত দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এমন নয় সুখধামে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ছেড়ে আসি। না, এই সময়ের পুরুষার্থ অনুসারে নিজেরাই নিজের প্রালঙ্ক ভোগ করো। যে যত অন্যদেরকে বোঝায় তার ততই ড্রামা পাক্সা হয়ে যায়। মানুষ কোনো ড্রামা দেখে এলে কিছুদিনের জন্য স্মৃতিতে পাক্সা হয়ে যায়। অতএব তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথাটি পাক্সা হয়ে যায় কারণ এ হল অসীম জগতের ড্রামা। সত্য যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ড্রামার জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। সেন্টারে গেলে সাবধানী বার্তা দেওয়া হয়। তখন স্মৃতিতে এসে যায়। এখানেও বসে আছো তাই স্মরণে আছে। সৃষ্টি হল অসীমের ড্রামা। কিন্তু সেকেন্ডের কাজ। বুঝিয়ে দিলেই ড্রামার জ্ঞান বুদ্ধিতে স্থির হয়ে যায়। বুদ্ধি জানে যে কে কে এসে ধর্ম স্থাপন করেছে। মূলবতন স্মরণ করাও সেকেন্ডের কাজ। দ্বিতীয় নম্বরে হল সূক্ষ্মবতন। সেখানেও কোনো বিশেষ কথা নেই কারণ সেখানেও শুধুমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়েছে। সেই জ্ঞানও সেকেন্ডের মধ্যে বুদ্ধিতে এসে যায়। তারপরে হল স্থূল বতন। এতে ৪-টি যুগের চক্র এসে যায়। এ হল বাবার রচনা, এমন নয় যে শুধুমাত্র তোমরা স্বর্গকে স্মরণ করো। না, স্বর্গ থেকে কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে রহস্য নিহিত আছে তাই তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ এবং গোলকের (সৃষ্টি চক্র) চিত্র সকলের ঘরে থাকা উচিত। যে আসবে তাকে বসিয়ে বোঝানো উচিত। দয়ালু হৃদয় এবং মহাদানী হতে হবে, একেই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বলা হয়। এই সময় তোমরা ভবিষ্যতের জন্য ধনবান হও।

বাবা বোঝান বাচ্চারা, এখনো পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছ শুনেছ সেসব ভুলে যাও। মানুষ মৃত্যুর সময় সব কিছু ভুলে যায় তাইনা। তো এখানেও তোমরা তো জীবিত অবস্থায় এই দুনিয়ার থেকে মরে থাকো। অতএব বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার জন্য যে জ্ঞানের কথা গুলি শোনাই সেসব স্মরণ করো। এখন আমরা অমরলোকে যাই এবং অমরনাথের দ্বারা অমরকথা শুনি। কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুলোক কবে শুরু হয় ? তাদেরকে বোলো, যখন রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। অমরলোক কবে শুরু হয় ? যখন রামরাজ্য শুরু হয়। ভক্তির সামগ্রী এমন বিস্মৃত যেমন ভাবে বৃক্ষের বিস্তার ঘটে। এখন নতুন গাছেরকলম লাগানো হচ্ছে তাই এমন গাছকে মায়ার ভীষণ ঝড় লাগে। যখন ঝড় আসে তখন বাগানে গিয়ে দেখবে কত ফুল ফল ঝরে পড়ে যায়। গাছে অল্প কিছু থেকে যায়। এখানেও সেইরকমই হয়, মায়ার ঝড় এলে এবং বাবার স্মরণে স্থির হয়ে না থাকলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারো পতন হয়। হাতিমতাই এর খেলা আছে না যে, মুহলরা (চুম্বিকাঠি) মুখে পুরে রাখতো। যদি বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ আছে তবে মায়ার প্রভাব পড়বে না। বাবা কি এমন বলেন নাকি যে

কাজকারবার করবে না? কাজকারবার করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো - এতেই পরিশ্রম আছে। রাজস্ব লাভ করা, কোনো কম কথা নয়! কেউ জাগতিক দুনিয়ায় রাজস্ব লাভ করে তাতেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাহলে এ তো সত্যযুগের রাজস্ব লাভের কথা। পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, জানী জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞ নয়। জানী-জাননহার অর্থাৎ খট রিডার অর্থাৎ অন্তর্যামী। বাস্তবে এও হল একপ্রকারের ঋদ্ধি-সিদ্ধি, তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। যদি উল্টো হয়েও ঝুলে থাকবে তাতেও প্রাপ্তি নেই। আজকাল তো আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এক সন্ন্যাসী ছিল সে আগুনে হেঁটে দেখিয়ে ছিল। কথা কাহিনীতে শুনেছে সীতা আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে তাই তারাও আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এইসবই হল গালগল্প (দন্ত কথা)। তারা বলে শাস্ত্র ইত্যাদি হল অনাদি। কবে শুরু হয়েছে? তারিখ তো কিছুই নেই। অন্য ধর্মের তারিখ আছে, তার দ্বারা হিসেব করা যায়। যেমন বলে ক্রাইস্টের ৩০০০ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। কিন্তু হেভেনে কি ছিল, সে কথা জানেনা। বৃষ্ণের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারো যে এই বৃষ্ণের ফাউন্ডেশন কীভাবে লেগেছে, কীভাবে বৃষ্ণটি বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন ক্লাওয়ারভাস (ফুলদানি) তৈরি করা হয়, তখন উপরে ফুল সাজানো হয়। এও ঠিক সেইরকম। প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের কাল্ডি ছিল। পরে এই সব ধর্ম গুলি কাল্ড থেকে বেরিয়েছে অর্থাৎ তাদের প্রজা রূপী ফুল গুলি দেখানো হয়েছে। এবারে চিন্তন করো প্রত্যেকটি ধর্ম যখন এসেছিল তখন ফুলের বাগান ছিল। অবতরণ কলা তো পরে হয় অর্থাৎ প্রথমে গোল্ডেন, সিলভার, কপার এখন আয়রন হয়েছে। পড়াশোনা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। নলেজফুল বাবা বসে বৃষ্ণ এবং ড্রামার ফুল নলেজ প্রদান করেন। এই কারণে পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ যিনি উপরে বাস করেন। যে ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড আত্মাদের আছে, তাকেই ব্রহ্মান্ড বা ব্রহ্ম লোক বলা হয়। যেখানে আত্মারা ডিম্বাকৃতিতে বাস করে। সাক্ষাৎকারও করে আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন জোনাকি যখন একত্রে উড়ে বেড়ায় তখন চারিপাশ আলোকিত হয়, যদিও সেই আলো খুবই কম থাকে। অতএব আত্মারাও একত্রে উড়ে যাবে। এই সূক্ষ্ম বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ ড্রামার সাক্ষাৎকার করান, যে ড্রামার মধ্যে আত্মা হল অ্যাক্টর এবং অ্যাক্টরদের এই ড্রামার কথা জানা নেই। তোমাদের তো একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ এই নলেজ স্মরণ করতে হবে। জ্ঞান তো সেকেন্ডের এবং খুব সিম্পল। কিন্তু জ্ঞান শুরু কবে হয়েছে, বিস্তারিত ভাবে বলতে হয় কারণ বিস্মৃত হয়ে যায়। মায়ার বিন্ধুও আসে। শারীরিক অসুস্থতা এসে পড়ে। পূর্বে কখনও স্বপ্ন হয়নি, জ্ঞানে আসার পর স্বপ্ন আসবে তখন সংশয় ওঠে যে জ্ঞানে তো বন্ধন, মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা বলেন এই অসুখ আরও আসবে, হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

ভক্তিতে মানুষ ৯ রঙ্গের আংটি ধারণ করে। মাঝখানে দামি রত্ন লাগায়। আশেপাশে কম দামি গুলো লাগায়। কোনো রত্ন হাজারের হয়, কোনোটি একশ' বাবা বলেন এই জীবন হল হীরে তুল্য জীবন। তাই সূর্যবংশে জন্ম নেওয়া উচিত। সত্য যুগের মহারাজা, মহারানী এবং ত্রেতার শেষের রাজা রানীর মধ্যে অনেক পার্থক্য হবে নিশ্চয়ই। এই ড্রামার কাহিনী অন্যদেরও বোঝাতে হবে। এসো তোমাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলি যে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের এক সুন্দর রাজ্য ছিল। তারা এই রকম ভাবে পদ প্রাপ্ত করেছিল! লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা সত্যযুগে রাজস্ব প্রাপ্ত করেছেন, তাদের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই। এমন এমন প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে ভিতরে ডাকা উচিত। সেকেন্ডের কাহিনী। কিন্তু পদ্ম গুণ ভাগ্যের কাহিনী। তোমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, হাসপাতালে যাও, সেখানে গিয়ে বলতে পারো যে তোমরা এতো বার অসুস্থ হয়ে পড়ো। আমরা তোমাদের এমন ঔষধ বলে দেব যে ২১ জন্মের জন্য কোনো অসুখ হবে না। তোমরা শুনেছ হয়তো পরমাত্মা বলেছেন মন্মনাভব। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং কোনো নতুন বিকর্ম হবেই না। তোমরা এভারহেলদি, ওয়েলদি হয়ে যাবে। এসো, পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমাদেরকে শোনাই। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা কোনো বায়োগ্রাফি নয়। এমন ভাবে বোঝানো উচিত।

আম্মা- আজ তো ভোগ নিবেদনের দিন। গীত - ধরিত্রীকে আকাশ ডাকে - একে বলে পুরানো অসত্য দুনিয়া। একেই রৌরব নরক অর্থাৎ ঘোর নরক বলা হয়। গীতটিও ভালো যে আসতেই হবে, প্রেমের দুনিয়ায়। সূক্ষ্ম বতনেও প্রেম আছে তাই না। দেখো, কত খুশী সহকারে ধ্যান মগ্ন হয়। সত্যযুগেও সুখ আছে, এখানে তো কিছুই নেই। অতএব এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হওয়া উচিত। সন্ন্যাসীদের হল দৈহিক সন্ন্যাস। তোমাদের হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। তোমাদেরকে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। বাবা বস্তুতে একটি পত্র লিখে ছিলেন। বাবা শুধু বস্তু বাসীদের জন্য বলেননি উপরন্তু সব সেন্টারের ভাই বোনদের উদ্দেশ্যেই বাবার রায়। তোমাদেরকে ভাষণ করতে হয় সকালে এবং সন্ধ্যা বেলায়। অতএব প্রত্যেকটি শহরে বড় হলঘর তো থাকেই এবং সঙ্গে অনেক মিত্র আত্মীয়স্বজনও থাকে, তাই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত যে পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় আমরা দিচ্ছি। যাতে সবাই পরমাত্মার কাছ থেকে নিজের বার্থরাইট নিতে পারে। আমাদের

কেবল দেড় ঘন্টা সকালে, দেড় ঘন্টা সন্ধ্যার জন্য হলঘরের প্রয়োজন। কোনো ঝামেলা হবে না, বাজনা ইত্যাদি বাজবে না। যদি কেউ সঠিক ভাড়া দেয় আমরা নিতে পারি। এরিয়া দেখতে হবে, ঘরও দেখতে হবে ভালো কিনা। ভালো মানুষ হলে ভালো জ্ঞান-সন্ধানীদের (জিজ্ঞাসু) সঙ্গে নিয়ে আসবে। এমন এমন ৪-৫টি স্থানে ভাষণ করা উচিত। বড় বড় শহরে যদি ফার্স্ট ফ্লোর না পাও, তবে সেকেন্ড ফ্লোর, তাও না হলে অগত্যা থার্ড ফ্লোর নিতে পারো। ঠিক তেমন ভাবেই গ্রামে গ্রামে করতে হবে। যেমন গ্রামই হোক। যদি ছোট বাড়িও পাওয়া যায়। পুরো বাড়ি তো চাই না। কেবল ৩ পা পৃথিবী প্রয়োজন। সবাইকে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলা উচিত তাদের মধ্যে কেউ তো জায়গার ব্যবস্থা করে দেবে। এইভাবেই সেন্টার খুলতে থাকা উচিত। কেউ এমনও থাকবে যে ভাড়াও নেবে না। আর কেউ ভাড়া সেন্টার চালিত করে যদি জ্ঞানের বাণে বিদ্ধ হয় তখন সে সেই অর্থ টুকু নেওয়াও বন্ধ করে দেবে। যারা বিশাল বুদ্ধি হবে তারা ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করবে। যাদের বিশাল বুদ্ধি থাকে, তাদেরকে মহারথী বলা হয়। তারা তো একে অপরকে দেখে সেন্টার খুলতে থাকবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা নিজের রাজ্য শ্রীমং অনুসারে গুপ্ত ভাবে স্থাপন করছি। অন্য কেউ জানেনা যে কীভাবে স্থাপন করা হয়? শুধু পবিত্র থাকতে হবে। বাবা বলেছেন মায়া দুঃখ দিয়েছে, মায়াকে ত্যাগ করো। মায়াজিত হয়ে জগৎজিত হও। মনকে জিতে নেওয়ার কথা। মন তো শান্ত, শান্তিধামে থাকে। এখানে তো শরীর আছে তাই শান্ত থাকতে পারে না। সুতরাং শান্তিধাম হল পরমধাম। এখানে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাই চিন্তনও চলতে থাকে। ওখানে সেন্টারে এসে, কাহিনী শুনে নিজের কাজকারবারে ব্যস্ত হয়েই সব শেষ। এখানে তাজা ফ্রেশ থাকে, তাই বাচ্চারা রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসে। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধিতে থাকে না যে ভারত হল পরমাত্মার বার্থ প্লেস (জন্ম স্থান)। এখানে শুনলে তোমাদের নেশা থাকে যে আমরা শরীর ত্যাগ করে অমরলোকে যাব। সত্য যুগে এমন হবে না যে অমুকে মারা গেছে। না, যখন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করবে, নতুন ধারণ করবে তখন খুশী তো হবে, তাইনা। বাজনা বাজবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অসীমের দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রেখে একে বুদ্ধি থেকে ভুলে যেতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে ভবিষ্যতের জন্য ধনবান হতে হবে।

২) নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা যে কথা গুলি বলেন সেসব স্মরণে রাখতে হবে। বাকি যা কিছু পড়েছ সেসব ভুলে যেতে হবে, এমন ভাবে জীবিত অবস্থায় মৃত সম হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- কল্যাণকারী যুগে নিজের এবং সর্বের কল্যাণ করে প্রকৃতিজিত, মায়াজিত ভব এই কল্যাণকারী যুগে, কল্যাণকারী বাবার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারাও হলে কল্যাণকারী। তোমাদের চ্যালেঞ্জ হল যে আমরা হলাম বিশ্বের পরিবর্তক। দুনিয়ার মানুষ শুধু বিনাশ দেখতে পায় তাই ভাবে - এই সময়টি হল অকল্যাণের সময়। কিন্তু তোমাদের সামনে বিনাশের সাথে স্থাপনাও স্পষ্ট এবং তোমাদের মনে এই শুভ ভাবনা আছে যে এখন সর্বজনের কল্যাণ হোক। কেবলমাত্র মনুষ্য আত্মা নয় বরং প্রকৃতির কল্যাণ করতে সক্ষম আত্মাকেই প্রকৃতিজিত, মায়াজিত বলা হয়, তাদের জন্য প্রকৃতি সুখদায়ী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- পৃথক (ডিট্যাচ) এবং প্রিয় হয়ে যে কর্ম করে, সে সেকেন্ডের মধ্যে সংকল্পের উপরে ফুলস্টপ লাগাতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই পড়াশোনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। শরীর অসুস্থ হলে, এমনকি মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে এমন অবস্থাতেও ক্লাসে বসো, বলা হয় যে, জ্ঞান অমৃত মুখে আর শরীর ত্যাগ হলো”

*প্রশ্নঃ - কোনো কোনো বাচ্চাও বাবার থেকে বিমুখ করার নিমিত্ত হয়ে যায় - কখন এবং কিভাবে?

*উত্তরঃ - ভাই-বোনের নিজেদের মধ্যে রুষ্ট হয়ে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা ছেড়ে দেয় আর গুরুর নিন্দক হয়ে যায়, তাদেরকে দেখে অনেকে বাবার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। আজ ভালো পড়াশোনা করে কাল পড়া ছেড়ে দেয় তো অন্যদেরকে বলতে পারে না যে তোমরা পড়ো। এরকম বাচ্চারা উঁচু পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

*গীতঃ- জলসা ঘরে স্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা ...

ওম শান্তি। গীতের অর্থ বাচ্চারা বুঝে গেছে - যারা এই গীত বানিয়েছে, তারা এর অর্থ জানেনা। দেখা কতো বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ বানিয়েছে, কিন্তু একজনও এর যথার্থ অর্থ জানে না। যথার্থ অর্থ না জানার কারণে সময় ব্যর্থ নষ্ট, টাকা-পয়সা ব্যর্থ নষ্ট করে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা অনেক-অনেক মন্দির, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি বানিয়েছো। যজ্ঞ, তপস্যা করেছো। অনেক পয়সা খরচ করেছো। এই বাবা কাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যারা বেঁচে থেকেও মরে গিয়ে বাবার হয়েছেন। তো তোমরা বাবার হয়েছো মানে বেঁচে থেকেও মরে গেছো। তাই এখন বাবার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এমন নয় যে সেখানে তোমাদের কোনও বার্থ ডে বা বার্ষিক পালিত হবে। এখানে গান্ধীজির কতো ধুমধাম করে পালিত হয়। এমন নয় যে শিববাবা জ্ঞান দিয়ে চলে যাবেন তারপর তোমরা সত্যযুগে তাঁর জয়ন্তী পালন করবে, না। অর্ধেক কল্প যারা শরীর ত্যাগ করবে তাদের বার্ষিক ক্রিয়াক্রম কিছুই করা হবে না। গরুদান করা, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভোগ অর্পণ করা ইত্যাদি হবে না কেননা দান করা হয় এই কারণে যাতে পরের জন্মে পাওয়া যায়। সত্যযুগে তোমরা এই সময়ের প্রারম্ভ ভোগ করো। তাই ভক্তির রীতি-রেওয়াজে পার্থক্য আছে। যারা বুদ্ধিবান হবে তারা এই কথাগুলিকে বুঝতে পারবে আর যারা কল্প পূর্বে বুদ্ধিবান হয়েছিল তারাই আবার হবে কেননা পুনরায় সেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

গান শুনেছো - চারিদিকে খুঁজে বেরিয়েছো... তথাপি অনেক দূর থেকে গেছে... বাবা বলছেন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক প্রচেষ্টা করেছে তবুও আমার সাথে মিলিত হতে পারো নি কেননা যখন আমি আসি তখন তো আমার সাথে মিলিত হবে। আমি আসিই প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে। সাধারণ মানুষ বলে দেয় পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন। আবার বলে দেয় পরমাত্মার ২৪ অবতার। তো এটা ভুল তাই না। আমাকে আবাহন করে যে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে পতিতদেরকে পাবন বানাও। তো এখন তোমাদের যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সাথে। তোমরা কোনও স্থূল যুদ্ধ করো না। তোমরা রাবণের বিরুদ্ধে জয়ী হও। তাদের মধ্যে মুখ্য যোদ্ধা কে? কাম। তো এই বিকারের উপর জয়ী হতে হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। যখন নিজে পবিত্র হও তো বাচ্চাদেরকেও পবিত্র বানাতে হবে, যাতে তারাও বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। যদি এখন তোমরা তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করো তাহলে কি প্রদান করবে? মাটি, নুড়ি, কাঁকড়-ই দেবে। আচ্ছা এখন যে আমেরিকা আছে, সেটা আসলে কি? নুড়ি কাঁকড়-সম হয়ে গেছে কেননা এখন সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এখন দেখো কিভাবে সবাই মরবে? যেরকম পাহাড়ের উপর যখন বরফের তুফান আসে (হিমবাহ) তখন পশু পাখি সবাই শেষ হয়ে যায়। তো এই বন্থস-এর তুফানও এইরকম। একদম মশার মতো সবাই মরবে। তোমরা এটা জানো যে তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে সবাই মরবে। যুদ্ধে কতো মানুষ মারা যায়। এখানে মৃত্যু সকলের মাথার উপর আছে। সত্যযুগে মৃত্যুর ভয় নেই কেননা সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। তো বাবা এইরকম দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই এইরকম বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। ইনি আবার সুপ্রিম টিচার-ও তাই বাচ্চাদেরকে পড়াশোনায় বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। অনেকেই আছে যারা এই পড়াশোনাকে গুরুত্ব দেয় না। মনে করো কারোর খুব কঠিন দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে, মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে তাকেও ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে। বলা হয়ে থাকে - জ্ঞান অমৃত মুখে থাকবে, গঙ্গার ঘাট থাকবে... তখন প্রাণ শরীর থেকে বের হবে। তো পড়াশোনার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিতে হবে। যদি কোনও অবস্থাতেই ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা না থাকে তাহলে তাকে ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু পড়ার প্রতি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নেই। বাবা বলেন যে রেজিস্টার নিয়ে এসো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কতদূর কে পড়াশোনা করছে, আর বাবা নিজে জিজ্ঞেস করবেন, কে নিজে পড়ে আর অন্যদেরকেও পড়ায়? কেননা এই ধান্দাতে উপার্জন হয় বাকি সব ধান্দা হল ধূলোর মত। ওখানকার ব্রাহ্মণদের কাছে আছে ধর্মগ্রন্থ আর তোমাদের কাছে আছে সত্য। তোমরা সত্যখন্ডের স্থাপনা

করছে। তোমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে এইজন্য সতর্ক থাকতে হবে। পরিশ্রম আছে, পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। এমন নয় কেবল পড়তে হবে। তোমরা প্রবৃত্তি মার্গে আছো, ৮ ঘন্টা যদিও ঘরের কাজ করো। সরকারও ৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম বের করেছে। আগে যখন রাতে স্টীমার আসতো তখন সারা রাত দোকান খোলা থাকতো আর কাজ চলতো। তোমাদেরকে ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করে তারপর এই সেবায় লেগে যেতে হবে। সার্ভিস করতে গভর্নমেন্ট নিজে শেখায়। খাদ্য পানীয় দেয় তো তার সার্ভিসও করতে হয়। এখানেও তোমাদেরকে বাবা শেখাচ্ছেন তো তোমাদেরকে অন গডলি সার্ভিস করতে হবে। কেবল অনলি সার্ভিস নয়। অনলি হয়ে গেল কেবল নিজের বুদ্ধির, নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে তো ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে। তো তোমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে। যেরকম লৌকিক সেনাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। চিফ কমান্ডার, ক্যাপ্টেন প্রমুখদের উপর অধিক দায়িত্ব থাকে। এখানেও এইরকম। যে সমস্ত ভালো ভালো বাচ্চারা সেন্টার খোলে তারা হয়ে গেল কমান্ডার। তো তাদের উপর দায়িত্ব আছে। তো এইভাবে প্রত্যেককে দেখতে হবে যে আমি সেবা ছাড়া কোথাও ডিস-সার্ভিস করছি না তো। অনেক বাচ্চা আছে যারা ভাই-বোনদের উপর রাগ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এটা বুঝতে পারে না যে পড়া ছেড়ে দিলে, গুরুদেব নিন্দক হলে কোনও পদ পাবে না অর্থাৎ সত্যযুগে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। এখানে বাবা বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখতে চাইছেন, তা দেখে বাবা বুঝে যাবেন। যেরকম স্কুলে বাবা, টিচার রেজিস্টার দেখে বুঝে জান যে এই বাচ্চা কতদূর পড়বে! কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা সারাদিন খেলতে থাকে আর ছুটির সময়ে ঘরে ফিরে এসে বলে আমি পড়াশোনা করে আসছি। অনেকের মা বাবা তো রেজিস্টারও দেখে না, তাই তারা জানতেও পারে না। আবার অনেকের বাবা মা বাচ্চাদের প্রতি সতর্ক থাকে তো বাচ্চাদের পড়াশোনাও ভালো হয়। এখানে শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। সাকার বাবাকে রেজিস্টার দেখাতে হবে। বাচ্চা বলে যে বাবা এমন তুফান আসে। বাবা বলেন যে এই তুফান তো আসবেই। এইসব তুফান প্রথমে আমার কাছেই আসে কেননা যতক্ষণ এনার অনুভব না হবে ততক্ষণ ইনি বাচ্চাদের বোঝাবেন কি করে! আচ্ছা তোমাকে মায়া সারারাত হয়রানি করেছে, ঘুমাতেও

দেয়নি, সময় ব্যর্থ নষ্ট করেছে! এটাই হল ওর কাজ, অবশ্যই আক্রমণ করবে। এরজন্য তোমাদের কাজ হল বাবাকে এতটা স্মরণ করে মায়াকে দূর করা। এমনও অনেক বাচ্চা আছে যারা অল্প মায়ার প্রভাবেই প্রভাবিত হয়ে চলে যায়, যেরকম কবিরাজ বৈদ্য বলে দেয় এই ওষুধ খেলে অসুখ বাড়তে পারে। কিন্তু কেউ কেউ এমনও হয় যে একটু রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি হলেই এই বৈদ্য ছেড়ে অন্য বৈদ্যের কাছে চলে যায়। এখানেও এইরকম। জ্ঞান ছেড়ে সাধু-সন্তদের কাছে চলে যায়। তারপর এসে বলে যে সবাই তো বলে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, বিবাহ করো। আর তোমরা বলো বিবাহ করে পবিত্র থাকো। এটা আবার কিরকম প্রতিবন্ধকতা! আরে তুমি বলেছিলে যে আমি গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে রাজা জনকের মতো জীবনমুক্তি পেতে চাই, তাই তো তোমাকে প্রবৃত্তিতে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। কেউ কেউ তো বলে যে কথাটা ঠিক। আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চ। এরকম বলে ভয় পেয়ে যায়। উঁচুতে তো যেতেই হবে তাই না। দিলওয়ারা মন্দিরেও আছে যে, নিচে তপস্যা করছে, উপরে তাদের প্রালব্ধ স্বর্গ আছে। তো লক্ষ্য উঁচু তো আছেই। বলা হয় যে উপরে উঠলে প্রেম রস চাখতে পারবে... মানে বৈকুণ্ঠ রস, পড়ে গেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এইজন্য অনেক সাবধানতার সাথে চলতে হবে। ভয় পাবে না।

মানুষ বলে থাকে এ হল গীতার অথরিটি। আজকাল অনেক রকমের গীতাও আছে। টেগোর গীতা, গান্ধী গীতা ইত্যাদি... আজকাল বাড়ির লোকজনের থেকে কোনও কারণে রুষ্ঠ হয়ে গেলে গীতার ব্যাখ্যা লিখতে বসে যায় আর ব্যাখ্যাকার হিসেবে নিজের নাম তাতে দিয়ে দেয়। একটা গীতাতে তো লেখা ছিল যে বেগুন খেলে এই ক্ষতি হবে, ভেঙী খেলে ঐ হবে...। এই বাবাও রাজ গীতা পাঠ করতেন। যেখানেই যেতেন, রাজাদের কাছে গেলেও গীতা পাঠ অবশ্যই করতেন। মানুষ মনে করে প্রকৃত ভক্ত কাউকে ঠকায় না। কিন্তু স্বয়ং ভক্ত যতখানি ঠকে, এতটা আর কেউ ঠকে না। তো বাবা বলেন - বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পড়াশোনাকে ছেড়ে দিও না। নাহলে মায়া অজগর খেয়ে ফেলবে, তারপর পস্চাতে হবে। যখন ধর্মরাজপুরীতে এক এক জন্মের সাক্ষাৎকার করতে করতে দন্ড ভোগ করে, সে আর বলার নয়। মুক্তি আর জীবনমুক্তিকে তো কোনো মানুষই জানে না। কেননা তারা মনে করে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। তাই মনে করে যে স্বর্গের সুখও এইরকমই হবে। কারণ শুনেছে যে ত্রেতা যুগেও সীতা (হরণের মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল) হরণ হয়েছিল, সেখানেও তো দুঃখ। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে এই সব কোনো কিছুই হয় না। এসব হল ভারতেরই কাহিনী। বাকি যে ধর্ম গুলি আছে সেগুলো হল (সৃষ্টি রূপী) ড্রামার মধ্যে বাইপ্লট। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম হয়, অন্য ধর্মের লোকেরা ৮৪ জন্ম নেয় না। বলা হয় আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... এর অর্থও মানুষ জানে না। গাইতে থাকে, কিন্তু জানে না কিছুই। এই ব্রহ্মাও তো বেগার ছিল না? ইনিও তো অনেক গুরু করেছিলেন। কিন্তু সবাই হল ঠগ। সেই কারণেই তো বাবা বলেন যে,

সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ্য... ওরা তো এর অর্থ জানেই না। যদিও গীতা পাঠ করে, কিন্তু তা হলো সেই জংলী তোতা পাখির মতো। আর তোমরা খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করে বিজয় মালাতে গাঁথা পড়বে। জগতের মানুষ এ'সব কথা কী জানবে। তাদেরকে তোমরা যদি লিটারেচার দাও তারা সে' সবফেলে দেবে। তারা জ্ঞান রঞ্জের বিষয়ে কি জানবে। তোমরা বাচ্চারা যারা কল্প পূর্বে দেবতা ধর্ম্মের ছিলে, এখন তারাই ব্রাহ্মণ হয়েছে। যারা এখন দেবতা হবে তারাই কল্প-কল্প নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী দেবতা হবে, অন্যরা তো দেবতা হতে পারবে না। এই স্যাপলিং এখন লাগছে। জাগতিক গভর্নমেন্ট তো কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। এখানে পান্ডব গভর্নমেন্ট দেবতা ধর্ম্মের স্যাপলিং লাগায়। কতখানি তফাৎ হয়ে যায়। যখন দেবতা ধর্ম্মের স্যাপলিং লাগানো হয়ে যাবে তখনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তো বিনাশের আভাস তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছে যে কীভাবে যবনদের আর কৌরবদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধবে, ড্রামানুসারে, নাথিং নিউ। কোনো নতুন কথা নয়। নাহলে কেন বলা হবে যে রক্তের নদী বইবে। কোনো হিন্দু খোড়াই নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে নাকি! এই আঘাত হলই যবনদের আর কৌরবদের। আর আমরাও এই যুদ্ধে রয়েছি। উই আর অ্যাট ওয়ার। যেমন ওখানেও কমান্ডার দেখেন না যে যুদ্ধ ঠিক মতো হচ্ছে কি হচ্ছে না? কেউ ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) নেই তো? ট্রেটর হলে তার শাস্তিও গুরুতর হয়। তো এখানেও হল সেইরকম। কেউ যদি বাবার হয়ে ট্রেটর হয়ে যায় তবে ধর্ম্মরাজপুরীতে অনেক ভারী শাস্তি পেতে হবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যখন কাশী কলবট খায়, বলী চড়ে, সেই সময় অনেক জন্মের পাপের দন্ড ভোগ করে। তারপর পরের জন্মে নতুন করে কর্ম্ম করা শুরু করে। মুক্তিতে তো কেউ যায় না। বলে অমুকে পার নির্বাণে গেছেন। কিন্তু কেউই যায় না। বাবাকে আহ্বান করে - পতিত পাবন এসো। সকলের সন্নতি দাতা হলেন একজনই। এটা তো বোঝার মতো বিষয়, তাই না? বাবা আসেন তো অনেককে গতি সন্নতি প্রদান করে যান। পরমাত্মা এখন অর্ডিনেশন বের করেছেন যে, পবিত্র হও। মানুষ বলে তাহলে দুনিয়া কীকরে চলবে? আরে তোমরা তো বলো যে খাবারের অভাব, প্রজা কম হওয়া দরকার। তারপরেও বলো যে দুনিয়া কীভাবে চলবে? বাচ্চারা, সবাইকে খুব ভালো ভাবে বোঝানো উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঘরের কাজ করেও সময় বের করে রুহানী সেবা অবশ্যই করতে হবে। নিজেকে সার্ভিস বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাবতে হবে। ডিসসার্ভিস করা চলবে না।

২) পড়াচ্ছেন স্বয়ং সুপ্রীম টিচার, সেইজন্য পড়াশোনার প্রতি অনেক অনেক কদর রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই পড়া মিস্ করা যাবে না।

বরদান:- একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা মন-বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে নির্বিলম্ব ভব একাগ্রতার শক্তি সহজেই নির্বিলম্ব বানিয়ে দেয়। এর জন্য মন আর বুদ্ধিকে কোনো না কোনো অনুভবের সীটে সেট করে দাও। একাগ্রতার শক্তি স্বতঃতই "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - এই অনুভূতি করায়। এতে সহজেই একরস স্থিতি হয়ে যায়। সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকে, একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা ভাই-ভাই এর দৃষ্টি থাকে। তাকে কোনো রকমের দুর্বল সংস্কার, কোনো আত্মার প্রকৃতি, কোনও প্রকারের রয়্যাল মায়া আপসেট করতে পারে না।

স্লোগান:- সেকেন্ডে বিস্তারকে সারে মিশিয়ে দেওয়ার অভ্যাসই অস্তিম সার্টিফিকেট এনে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সকাল সকাল উঠে স্মরণে বসার অভ্যাস তৈরী করো। খাবার সময় একে অপরকে বাবার স্মরণ করাও, স্মরণ করতে করতে তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন কমতিটির কারণে বাচ্চাদের রিপোর্ট বাবার কাছে আসে ?

*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চারাই এখনো পর্যন্ত প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। তারা মুখ দিয়ে দুঃখ দায়ী কথা বলতেই থাকে, তাই বাবার কাছে তাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট আসে। বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ হয়ে চলতে হবে। যদি নিজের মধ্যেই কোনো অবগুণ্ণরূপী ভূত থাকবে, তো তা অন্যদের থেকে কিভাবে বার করতে পারবে, তাই দেবতাদের মত প্রেম স্বরূপ হতে হবে। ভূত বের করে দিতে হবে।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । দীনবন্ধু বাবাকে, বাচ্চারা জেনে গেছে আর তারা বাবার স্মরণে বসে থাকে। এই নয়নের দ্বারা যদি কাউকে দেখেও থাকে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মও করে কিন্তু তবুও গায়ন আছে যে - হাত দিয়ে কর্ম করতে থাকো, কিন্তু আপন হৃদয়ে প্রেমীকে রেখে দিও। ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা তা জানে, আর তাদেরকেই বাবা বলেন, যে অর্ধ-কল্প ধরে তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছে। ড্রামা অনুযায়ী এখন তোমার বাবার স্মৃতি মনে পড়েছে এবং এও মনে পড়েছে যে সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। সমস্ত দুনিয়া বিস্মৃতিতে ডুবে আছে। বাবা কি রচনা করেছেন, তাও কেউ জানে না আর বাবা যে পতিত থেকে পাবন বানানোর এবং সকলের সঙ্গতি করার এই মহান কর্তব্য করেন, তাও কেউ জানে না। তুমি রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জানো। তোমাদের স্মৃতি এসে গেছে যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে, আমরা ৮৪ টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করি, যারা সত্য যুগ থেকে শুরু করে কলি যুগের অন্তিম পর্যন্ত তাদের ভূমিকা পালন করেছে, এখনো তারাই করবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করতে করতে, আমরা অধোগামী হয়েছি। এখন কলি যুগের অন্তিম সময়ে তোমরা পুনরায় উর্ধ্বগামী(চড়তি কলা) হয়েছো। বলা হয়ে থাকে যে চড়তি কলাতে সকলের মঙ্গল লুকিয়ে আছে। তো তোমাদের সম্পূর্ণ স্মৃতি মনে পড়ে গেছে - একেই বলা হয় স্মৃতিলঙ্কা, নষ্টমোহ। কার মাধ্যমে এই স্মৃতি ফিরে পেয়েছো ? বাবার মাধ্যমে। নিজে নিজে এই স্মৃতি ফিরে আসেনি। তুমি জানো যে আমরা - আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই শরীর তো লৌকিক পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এখন পারলৌকিক পিতা বলেন যে, এই পুরানো শরীরের দেহবোধ ত্যাগ করো, ঠিক যেমনভাবে সর্প তার পুরানো খোলস ত্যাগ করে এবং নতুন গ্রহণ করে। এই সবকিছু সত্যযুগ থেকেই শুরু হয়। তাই তুমিও সত্যযুগ থেকেই আপন খোলস ত্যাগ করা শুরু করবে। এখন তোমার অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন - আর অল্পই সময় বাকি আছে। তুমি ধৈর্য ধারণ করেছে, তুমি আনন্দে মগ্ন হয়ে আছো যে, আমরা পুনরায় বাবার থেকে এই সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সুখের উত্তরাধিকার তো বাবার থেকে পাবোই, তাই না ? এসব কথা কোনো সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। তারা শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে যায় কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে কখনো এই প্রশ্ন ওঠে না যে এরা প্রকৃতপক্ষে কে! ওরা তো ভক্তি মার্গে হাতজোড় করে বলে যে - তুমি মাতা পিতা... শিব বাবা তো সকলের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। শিব বাবা আবার বাগানের মালিকও, কারণ তিনি নতুন দৈবী বাগানের কলম লাগাচ্ছেন। তিনি মালীও, আবার আমাদের হাত ধরে তাঁর সাথে নিয়ে যান। তো কেমন ভাবে বাবা একাধারে মালী, বাগানের রক্ষক আর নৌকার মাঝিও - তা তোমরা বাচ্চারাই জানো। এর সকল তাঁরই নাম তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে এখানে যখন আসবে তখন শিববাবাকে স্মরণ করে এসো। আমরা তো শিববাবাকে আপন করে নিয়েছি। ব্রহ্মাবাবাও তাঁকে আপন বানিয়েছেন। তাহলে কেননা আমরা শুধুমাত্র শিব বাবাকেই স্মরণ করি ? ছবিতেও দেখানো হয়েছে - সকলেই শিবকে মানে। বাবা আমাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা না বলে জীবাত্মা বলা উচিত, কারণ যখন আত্মা একা থাকে তো তখন সে কিছু বলতে পারে না। শরীরবিহীন আত্মা অন্য কোন আত্মার সাথে কথা বলতে পারে না। পরমধামে পরমাত্মা কি কখনো আত্মার সাথে কথা বলবেন ? বলা হয়ে থাকে, খ্রীষ্টকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওখানে অর্থাৎ পরমধামে পরমাত্মা কথা বলেন না, সেখানে কোনো ইশারাও করা সম্ভব নয়। ড্রামা অনুসারে আত্মা নিয়তই আপন ভূমিকা পালন করার জন্য নিচে চলে আসে। আত্মার মধ্যে তার সমস্ত পাট ভরা হয়ে আছে। তাই আত্মা নিচে এসে শরীর ধারণ করে নিজের পাট পালন করতে থাকে। শরীরের নাম তো প্রত্যেকের আলাদা। আত্মার নাম তো শুধু আত্মা। আমরা আত্মা না এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিয়ে পুনরায় নিজেদের পাট পালন করতে থাকি। এখন আমাদের এই স্মৃতি মনে পড়ে গেছে, তাই আর অন্য কোন কিছু যেন মনে না আসে, কারণ পুরনো দুনিয়াতে পুরনো পাট, পুরনো শরীর ত্যাগ

করে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। সেখানে আমরা নতুন শরীর লাভ করবো। তো এর সার কথা এইটাই যে - এখন পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করতে হবে , তো কতই না মুশকিল হয়।

দেখো বাচ্চারা লেখে যে - কাম ক্রোধের তুফান আসে। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা এই বিকারের দান করো তবে গ্রহের দশা কাটবে। এখন আত্মার গ্রহ দশা চলছে। প্রথমে তুমি ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে, এখন কোনো কলা নেই। পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদের কলা ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। অন্তিমে শুধুমাত্র এক ফালি রেখা থেকে যায়। তোমাদেরও এখন সেই রকমই অবস্থা। বাবা বলেন দান করো তবেই তো গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে। যদি বিকারের দান করে, পুনরায় তা ফেরত নিয়ে নাও তবে উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে না। এখানে বিকারের কথাই হচ্ছে, টাকা-পয়সার কথা হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী....ধন দান করে কখনো ফেরত নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবে বিকারের কথাই বলা হচ্ছে। বেকার দান করে দিয়ে পুনরায় ফেরত নেওয়া উচিত নয়। অন্তরের অন্তস্থল থেকে দেখো , যেন আমাদের হৃদয় এক বাবার সাথেই যুক্ত হয়ে আছে, যার মাধ্যমে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের গ্রহণ দশা কেটে যাচ্ছে। সময় তো লাগেই, একেবারে তো কেটে যায় না। যে কর্মভোগ বাকি রয়ে গেছে তার লক্ষণ হল শারীরিক অসুস্থতা। যদি তুফান আসে তবে তার কারণ নিশ্চিতভাবে বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হয়ে না থাকা। বাবা বলেন অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে শুধুমাত্র এক আমার সঙ্গেই সম্বন্ধ জুড়ে নাও। অন্যান্য লৌকিক সংসঙ্গে এই প্রেমীকে কেউ জানে না। তারা এটাও জানে না যে আত্মার মধ্যে ৮৪ টি জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা হয়ে আছে। প্রথমে তো আমাদের বুদ্ধিতেও এটা ছিল না, তো বাকিদের বুদ্ধিতে কি করে থাকবে! যে আমরা, দেবতা বংশের ছিলাম, তারাই জানতাম না। এখন তুমি এই স্মৃতি ফিরে পেয়েছ যে আমরা ব্রাহ্মণ এবং সত্যযুগে এই প্রলোক শুরু হয়ে যাবে, তাই প্রত্যেকে যে যেরকম কর্ম সত্য যুগে করেছিল তা পুনরায় করবে। সমস্ত সংস্কার প্রকাশিত হতে থাকবে। বাবার যে মহিমা করা হয় যে, তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর... তো আমরাও ভালোবাসা শিখছি। আমাদের মুখ থেকে এমন শব্দ যেন কখনো না নির্গত হয়, যার দ্বারা অন্য কেউ দুঃখী হয়। যদি কখনো কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেলি, তখন বুঝে নিতে হবে যে আমাদের অন্তরে এখনো বিকারের ভূত আছে, সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীকে আমরা বরণ করতে পারবো না। বাবার যখন হয়ে গেছো, তখন লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যদি কোন বিকারের ভূত থেকে গিয়ে থাকে তাহলে, সে ত্রেতাযুগে জন্ম নেবে। বাচ্চাদের কখনো ক্রোধ হওয়া উচিত নয়। অত্যন্ত ভালবাসায় ভরা হয়ে চলতে হবে। দেখো বাবার কত বাচ্চা, তবুও বাবা কারোর উপর কখনোই ক্রোধ করেন না। তাই তোমাকেও অবশ্যই মহান প্রেম স্বরূপ হতে হবে। এখনো কোন বাচ্চা প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। কখনো কখনো যাদের নামের রিপোর্ট আসে তখন তারাও বুঝে যায় যে এদের মধ্যে বিকারের ভূত আছে। যার মধ্যে সেই ভূত এখনও আছে, সে অন্যদের ভূত ছাড়াবে কিভাবে ?

অত্যন্ত প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে হবে আর তা এখানেই হতে হবে । দেবতারা তো সকলেই প্রেমস্বরূপ তাই না? দেখো শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আমাদের কতটা আকৃষ্ট করে, তো আমাদেরকেও তেমনি হতে হবে । তোমার সাথে তোমার স্বামী যদি রেগে-মেগে কথা বলে, তাহলেও ভালবেসে তার সাথে কথা বলো, এমন যেন না হয় - যে স্বামীকে বিকারের ভূত ধরেছে বলে সেই ভূত আবার আমার উপরে এসে ভর করবে । না, তা যেন না হয় - আমার মধ্যে যে সকল অবগুণ আছে তা যেমন করেই হোক দূর করতেই হবে। অতি অতি মধুর স্বভাবের হতে হবে। একবার কেউ বলেছিল - তার লৌকিক পিতা অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির, তখন আমি বললাম তিনি যখন রেগে যাবেন, তখন তুমি ভালো ভালো ফুল অর্পণ করো । তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন। অতঃপর পুনরায় শান্ত হয়ে যাবেন। অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে বোঝাতে হবে, কারণ রাবণের রাজত্ব, তাই না । আমরা হলাম রামের বংশধর। যদি নিজেই না তৈরি হতে পারো, তাহলে অন্যদেরকে কিভাবে তৈরি করবে - সেই কারণেই স্থাপনার কাজে বিলম্ব হয়। প্রথমতঃ অত্যন্ত স্নেহশীল হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে এবং স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। নির্দিষ্ট কর্ম সকল তো করতেই হবে, সে কারণেই প্রাতঃকালের সময়ই হলো সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। কথায় আছে না তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো... সকাল সকাল ওঠো....। সেই কারণেই সকাল সকাল উঠে, এখানে পাঁচ মিনিটও যদি এসে বসো, তাহলে বাবার স্মৃতি মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়ে উঠলে এই স্মৃতি আরও পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। কোনো ভালো খাবার খাওয়ার সময় খেয়াল রাখো যে কতটা সময় বাবার স্মৃতিতে খাবার খেলে! যদি সম্পূর্ণ ভোজন গ্রহণের সময়ে স্মরণে ছিলে তো তাহলে সে তো অত্যন্ত বাহাদুরির কথা। আহার গ্রহণের সময় একে অপরকে ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দাও যে বাবাকে স্মরণ করো। প্রতিটি গ্রাস গ্রহণ করার সময় স্মরণ করো । এ তো আমাদের সহজযোগ। এখন বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ হয়েছে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় তো তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি শক্তি আছে। এমন নয় যে তার মধ্যে বোমা বানানোর শক্তি আছে। না তা নয় তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। এটাই তো তাঁর শক্তি। তিনি কতটা আপন ভোলা আর তাঁর শক্তি কত অনন্ত।

যথার্থ রীতিতে স্মরণ করতে পরিশ্রম তো করতেই হবে। সুতরাং পরিশ্রম করা উচিত। প্রাতঃকালের সময় উপযুক্ত। ভক্তি মার্গেও ভোর ভোর ওঠার রীতি আছে। জ্ঞান মার্গেও প্রাতঃকালের সময় উপযুক্ত। বাবা বলেন যে - আমি সমস্ত কল্পের মধ্যে কেবলমাত্র একবারই আসি, তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে তোমাদেরকে ও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে যাওয়া চাই। এই দুঃখধাম থেকে বেরোতে হবে। যদি এমন স্মৃতি থাকে তো, কখনোই ভয় পাবেনা। যেকোনো পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমাদের স্মৃতি যেন পাক্সা থাকে। এমন ভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে - "আমরাই ওরা, ওরাই আমরা" - এর অর্থ বোঝানো হয়েছে। 'আমরাই সেই' (হম্‌ সো) পরমাত্মা নই, আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান। এ হলো "আমরাই ওরা" - এই চক্রের দর্শন। এই স্মৃতির মাধ্যমেই খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। খাদ বেরিয়ে যাওয়ার সময়ই হলো অমৃত বেলা। সুতরাং পাস উইথ অনার হয়ে ওঠার জন্য, কৃষ্ণপুরীর মালিক বানানোর কারিগর, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কাজকর্ম করেও স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। একে অপরকে বাবার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে। যত পরীক্ষাই আসুক না কেন, স্মৃতিতে অবশ্যই থাকতে হবে।

২) বিকারের দান দিয়ে কখনো ফেরত নিও না। কখনো কাউকেই দুঃখ দিও না। কখনো রাগ করোনা, নিজের অন্তরে যে বিকারের ভূত আছে তাকে বের করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- মালিক ভাবের স্মৃতির দ্বারা পরবশ স্থিতিকে সমাপ্তকারী সদা সমর্থ হও
যে সদা মালিক ভাবের স্মৃতিতে স্থিত হয়ে থাকে, তার সংকল্প তার নির্দেশ অনুযায়ীই চলতে থাকে। মন কখনোই মালিককে পরবশ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো নিজের দুর্বল স্বভাব সংস্কারের বশীভূত হতে পারে না। যখনই তোমার সামনে 'স্বভাব' এই শব্দটি আসবে তখন স্বভাব অর্থাৎ স্বয়ং এর প্রতি আত্মিক ভাব - এই শ্রেষ্ঠ অর্থে স্থিত হয়ে যাও । আর যখন 'সংস্কার' এই শব্দের সম্মুখীন হবে, তখন নিজের অনাদি অর্থাৎ আদি সংস্কারকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো - তবেই সমর্থ হয়ে উঠতে পারবে। পরবশ স্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- বরদানের শক্তি সঞ্চয় করে নাও, তবেই পরিস্থিতি রূপী অগ্নিও জল হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য, এখন এই দুটো শব্দ কীসের উপরে নির্ভর করে চলে? এটা তো তোমরা জানো যে, সৌভাগ্য তৈরী করে দেন পরমাত্মা আর দুর্ভাগ্য তৈরী করে মানুষ নিজেই। মানুষ যখন সর্বদা খুশীতে থাকে, তখন বলা হয় এদের ভাগ্য খুব ভালো। আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন নিজেকে অভাগা মনে করে। আমরা এই কথা বলবো না যে দুর্ভাগ্য কিম্বা সৌভাগ্য পরমাত্মার দ্বারাই হয়, না তা হয় নয়। এই রকম মনে করা হল চরম মুর্থতা। পরমাত্মা তো আমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানান। কিন্তু ভাগ্যকে তছনছ করে দেওয়া অথবা তৈরী করা এ'সবই নিজের কর্মের উপরেই নির্ভর করে। এই সব কিছুই মানুষের সংস্কারের উপরে নির্ভর করে। এরপর যে যেরকম পাপ আর পুণ্যের সংস্কার নিজের মধ্যে ভরবে, সেই রকম ভাগ্য নির্মাণ হবে। কিন্তু মানুষ এই রহস্যকে না জানার কারণে পরমাত্মার উপরে সব দোষ দিয়ে দেয়। এখন দেখো মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য মায়াবী কতোই না উপায় বের করতে থাকে। এরপর সেই মায়াতেই কেউ নিজেকে সুখী মনে করতে থাকে কেউ সেই মায়ার থেকে সন্ন্যাস নিয়ে মায়াকে ত্যাগ করার ফলে নিজেকে সুখী মনে করতে থাকে। অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু এত এত উপায় করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিতে যখন ভয়ঙ্কর দুঃখ শুরু হয়, তখন সেই সময় স্বয়ং পরমাত্মা এসে গুপ্ত রূপে নিজের ঈশ্বরীয় যোগ পাওয়ারের দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করিয়ে সকল মানব আত্মাকে সৌভাগ্যশালী বানিয়ে থাকেন।

২) যে সময় ওম্ শান্তি বলা হয় তো তার যথার্থ অর্থ হল আমি আত্মা শালগ্রাম সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান,

আমরাও সেই পিতা জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মার মতো আকার সম্পন্ন। এছাড়া আমরা হলাম শালগ্রাম বাচ্চারা। সেই কারণেই তাদেরকেই নিজেদের জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সাথে যোগ রাখতে হবে আর লাইট মাইটের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সেই নিরাকার পরমাত্মাকে প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগ এর অর্থ হল এক যোগেশ্বর পরমাত্মাকেই স্মরণে থাকা। তো যে আত্মারা সেই পরমাত্মার স্মরণে থাকে, তাদেরকে যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন সেই যোগ অর্থাৎ স্মরণে নিরন্তর থাকবে তবেই সব বিকর্ম এবং পাপের বোঝা নষ্ট হবে আর আত্মারা পবিত্র হয়ে ভবিষ্যৎ জন্মে দেবত্বকে প্রাপ্ত করে নেয়। এখন এর জন্য চাই নলেজ, তবেই যোগ পুরোপুরি লাগবে। সুতরাং নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মার স্মরণে থাকতে হবে, এটাই হল সত্যিকারের জ্ঞান। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"রুহানী রয়্যালটি সম্পন্ন আত্মাদের লক্ষণ"

আজ বাপদাদা চারিদিকের আপন রুহানী ফ্যামিলিকে দেখছেন। সারা কল্পে সবচাইতে রয়্যাল তোমরা আত্মারাই। সাধারণতঃ, সীমিত দুনিয়ার রাজ্য-অধিকারী রয়্যাল ফ্যামিলির অনেক গায়ন হয়ে থাকে। কিন্তু রুহানী রয়্যাল ফ্যামিলি হিসেবে শুধু তোমাদেরই গায়ন হয়। রয়্যাল ফ্যামিলির তোমরা সব আত্মার আদিকালেও এবং অনাদি কালেও এবং বর্তমান সঙ্গমযুগেও রুহানী রয়্যালটি থাকে। অনাদিকাল সুইট হোমেও তোমরা সব বিশেষ আত্মার আত্মিকতার তেজোময় প্রকাশ সব আত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ। আত্মারা সকলেই আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ, তারপরেও তোমাদের রুহানী রয়্যালটির তেজস্বী প্রভা অনুপম, অলৌকিক। যেমন, সাকার দুনিয়ায় আকাশের মাঝে সকল নক্ষত্রকে দ্যুতিময় রূপে দেখা যায়, কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ দ্যুতিমান নক্ষত্র আপনা থেকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে, লাইট হওয়া সত্ত্বেও তাদের লাইট অধিক আলোকোজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। ঠিক সেরকমই, অনাদিকাল পরমধামেও তোমরা সব রুহানী নক্ষত্রের প্রভা অর্থাৎ রুহানী রয়্যালটির দ্যুতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। একইভাবে, আদিকাল সত্যযুগে অর্থাৎ স্বর্গে তোমরা আত্মারা বিশ্ব-রাজের রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হও। প্রত্যেক রাজার রয়্যাল ফ্যামিলি থাকে।

কিন্তু তোমরা-আত্মাদের রয়্যাল ফ্যামিলির রয়্যালটি এবং দেব-আত্মাদের রয়্যালটি সারা কল্পে আর কোনো রয়্যাল ফ্যামিলির হতে পারে না। এত শ্রেষ্ঠ রয়্যালটি চৈতন্য স্বরূপে প্রাপ্ত করেছে যাতে তোমাদের জড় চিত্রেরও এতনো কত রয়্যালটির সাথে পূজা হয়। সারা কল্পের ভিতরে বিধিপূর্বক আর কোনও ধর্ম-পিতা, ধর্ম-আত্মা কিংবা মহান আত্মার রয়্যালটির পূজা এভাবে হয় না। সুতরাং ভাবো, যখন জড় চিত্রেও রয়্যালটির পূজা হয় তাহলে কতটা রয়্যাল ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত হও তোমরা! তো এতটা রয়্যাল হয়েছে? নাকি এতনো হচ্ছে? এখন সঙ্গমেও তোমরা রুহানী রয়্যালটি অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ হও, রুহানী বাবার রুহানী রয়্যাল ফ্যামিলি হও। সুতরাং অনাদিকাল, আদি কাল আর সঙ্গমযুগী কাল — তিন কালে তোমরা নম্বর ওয়ান রয়্যাল হও। এই নেশা থাকে কি যে, তিন কালের মধ্যে আমরা রুহানী রয়্যালটির আত্মা?

এই রুহানী রয়্যালটির ফাউন্ডেশন কী? সম্পূর্ণ পিওরিটি। সম্পূর্ণ পিওরিটিই হলো রয়্যালটি। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে রুহানী রয়্যালটির ঝলকানি তোমাদের রূপ থেকে সকলের অনুভব হয়? রুহানী রয়্যালটির গৌরব প্রত্যেক চরিত্র থেকে অনুভূত হয়? লৌকিক দুনিয়াতেও এটা না জানলেও তাদের চেহারা দ্বারা, আচরণ দ্বারা অল্পকালের রয়্যালটি অনুভব হয়। সুতরাং রুহানী রয়্যালটি গুপ্ত থাকতে পারে না, সেটাও দৃশ্যমান হয়। অতএব, তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে নলেজের দর্পণে দেখ, আমার মুখে, আচরণে রয়্যালটি দৃশ্যগোচর হয় নাকি সাধারণ মুখ, সাধারণ আচরণ দৃশ্যমান হয়? যেমন, প্রকৃত হীরা নিজের দ্যুতির কারণে কোথাও লুকাতে পারে না, ঠিক তেমনি যাদের রুহানী দ্যুতি থাকে, যারা রুহানী রয়্যালটির তারা লুকিয়ে থাকতে পারে না।

কিছু কিছু বাচ্চা নিজেদের খুশি করার জন্য ভাবে আর বলেও যে, "আমরা গুপ্ত আত্মা, সেইজন্য আমাদের কেউ চেনে না। সময় হলে আপনা থেকেই তারা পরিচিত হয়ে যাবে।" গুপ্ত পুরুষার্থ খুব ভালো বিষয়। কিন্তু গুপ্ত পুরুষার্থীর দীপ্তি আর গৌরব এবং রুহানী রয়্যালটির তেজস্বী প্রভা অবশ্যই অন্যদের অনুভব করাবে। সুতরাং নিজে, নিজেকে যতই কেন না গুপ্ত রাখুক কিন্তু তাদের বোল, তাদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক, রুহানী ব্যবহারের প্রভাব তাদেরকে প্রত্যক্ষ করায়। যাকে সাধারণ কথায় দুনিয়ার লোকে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ বলে। তো নিজে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করায় না, গুপ্ত রাখে — এটা নিরহঙ্কারিতার বিশেষত্ব। কিন্তু অন্যেরা তাদের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে অবশ্য অনুভব করবে। অন্যেরা যেন বলে, ইনি গুপ্ত পুরুষার্থী। যদি তুমি নিজেকে বলো যে, আমি গুপ্ত পুরুষার্থী তাহলে কী এটা গুপ্ত রাখা হলো নাকি নিজেকে প্রত্যক্ষ করানো হলো? করছ গুপ্ত, কিন্তু বলছ যে আমি গুপ্ত পুরুষার্থী! এটা গুপ্ত হলো? পত্রে অনেকে লেখে গুপ্ত-পুরুষার্থী-আমাদেরকে নিমিত্ত হওয়া দাদীরা জানেন না। আবার এটাও লেখে, দেখে নেবেন ভবিষ্যতে আমরা কী করি, কী হয়, তাহলে কি এটা গুপ্ত থাকলো নাকি প্রত্যক্ষ করালে? গুপ্ত পুরুষার্থী নিজেকে গুপ্ত যদি রাখে, সেটা খুব ভালো। কিন্তু বর্ণন ক'রো না, অন্যেরা যেন তোমাদের সম্বন্ধে বলে। যে নিজেকেই নিজে বলে তাকে কী বলা হয়ে থাকে? (সবজান্টা/মিয়াঁ মিটুঁ) তাহলে মিয়াঁ মিটুঁ হওয়া খুব সহজ, তাই না!

তো কী শুনলে? রুহানী রয়্যালটি। রয়্যাল আত্মা এক তো সদাই পূর্ণ-সম্পন্ন থাকে এবং সম্পন্নতার লক্ষণ তারা সদা তৃপ্ত আত্মা থাকে। তৃপ্ত আত্মা সব পরিস্থিতিতে, সব আত্মার সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, সবকিছু জেনে সন্তুষ্ট থাকে। অন্যেরা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার পরিস্থিতি যতই না কেন তাদের সামনে নিয়ে আসুক, সেই তারা, যারা অসন্তুষ্টির কারণ হয় তাদেরকেও সম্পন্ন, তৃপ্ত আত্মা সহযোগ রূপে সন্তুষ্টতার গুণ দেবে। এমন আত্মাদের জন্য দয়া লু হয়ে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দ্বারা তাদেরও পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করবে। রুহানী রয়্যাল আত্মাদের এটাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। যেমন, জাগতিক রয়্যাল আত্মারা কখনও ছোট ছোট বিষয়ে, ছোট ছোট জিনিসে নিজেদের বুদ্ধি বা সময় দেয় না, দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। সেরকম রুহানী রয়্যাল আত্মা কোনও আত্মার ছোট ছোট বিষয়ে, যা রয়্যাল নয় তার মধ্যে নিজের বুদ্ধি বা সময় দেবে না। দুনিয়ার লোকে বলে, রয়্যালটি অর্থাৎ কোনরকম গুরুত্বহীন বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। রুহানী রয়্যাল আত্মাদের মুখ থেকে কখনো ব্যর্থ বা সাধারণ বোল বের হবে না, প্রতিটা বোল যুক্তিযুক্ত হবে। যুক্তিযুক্ত-র অর্থই হলো ব্যর্থ ভাবের উর্ধ্ব অব্যক্ত ভাব, অব্যক্ত ভাবনা থাকা। তাকেই বলা যায় রয়্যালটি।

এই সময়ের রয়্যালটি ভবিষ্যতের রয়্যাল ফ্যামিলিতে যাওয়ার অধিকারী বানায়। সুতরাং চেক করো তোমার বৃত্তি রয়্যাল কিনা। বৃত্তি রয়্যাল অর্থাৎ সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনার বৃত্তি দ্বারা প্রত্যেক আত্মার সাথে ব্যবহারে থাকা। রয়্যাল দৃষ্টি অর্থাৎ সদা ফরিস্তা রূপে অন্যদেরও ফরিস্তা রূপে দেখা। কৃতি অর্থাৎ সদা সুখ দিয়ে, সুখ নিয়ে কর্ম করা — এই শ্রেষ্ঠ কর্ম অনুসারে সম্পর্কে আসা। এমন রয়্যাল হয়েছ? নাকি হতে হবে? ব্রহ্মাবাবার কথাবার্তায়, ব্যবহারে, মুখ আর আচার-আচরণের রয়্যালটি তোমরা দেখেছ। এভাবে ফলো ব্রহ্মা বাবা। সাকারকে ফলো করা তো সহজ না! ব্রহ্মাকে ফলো করেছ তো শিব বাবাকে ফলো করা হয়েই যাবে। এককে তো ফলো করতে পারো তো না! বাবা সমান হওয়ার পয়েন্টস তো রোজ শোনো! শোনা অর্থাৎ ফলো করা। কপি করা তো সহজ, তাই না? নাকি কীভাবে কপি করতে হয় জানো না?

বাপদাদা আজ মৃদু মৃদু হাসছিলেন যে, যখন তোমার মধুবনে আসো তো তখন গুরুবারের দিনে কী করো? এক তো ভোগ লাগাও। আর কী করো যা শুধু মধুবনেই করা হয়? জীবনে থেকে মরণের ভোগ। সবাই তোমরা জীবনে থেকে মরণের ভোগ লাগিয়েছ? বাপদাদা মৃদু হাসি হাসছিলেন, 'বেঁচে থেকে মরে যাওয়া' মুখে ব'লে উদযাপন করা তো সহজ — গিয়ে স্টেজে বসে গেলে, তিলক লাগিয়ে নিলে, আর মরে গেলে! কিন্তু জীবনে থেকে মরণ অর্থাৎ পুরানো সংস্কার থেকে মরে যাওয়া। পুরানো সংস্কার, পুরানো সংসারের আকর্ষণ থেকে মরে যাওয়া, এটাই হলো বেঁচে থাকতে মরে যাওয়া। ভোগ লাগিয়ে দিলে, ভাগুরীতে জমা করে দিলে আর জীবন থাকতে মরণ হয়ে গেল — এতো খুব সহজ! কিন্তু মরণ হয়েছে? বাপদাদা ভাবছিলেন যে, পুরানো সংসার আর পুরানো সংস্কার — এর থেকে সদাসর্বদার জন্য সঙ্কল্প এবং স্বপ্নেও মরণ উদযাপন করা, এইভাবে জীবনে থাকতে কে এবং কবে মরণ উদযাপন করবে? যদি স্টেজে বসানো হয় তাহলে সকলের সকলেই বসে যায়। স্টেজে বসা সেটা তো কমন (সাধারণ) ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিকে বসানো, তাকে বলা হয়ে থাকে যথার্থরূপে জীবিত থেকে মৃত হওয়া উদযাপন করা। যখন তুমি মরেই গেছ, মরণ অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া। সুতরাং এভাবে জীবনে থাকতে মরণের জন্য তোমরা কত তৈরি হবে? নাকি সেন্টারে ফিরে গিয়ে বলবে যে, কী করবো, এমন হোক তো চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে! এখানে তো জীবনে থেকে মরণ উদযাপন করে যাও, তারপরে যখন কোনো পরিস্থিতি সামনে আসে তখন বেঁচে ওঠো! এ'রকম ক'রো না।

স্মারকচিহ্নেও দেখানো হয় যে, রাবণের একটা মাথা কাটা পড়ে তো আরেকটা এসে যায়। এখানেও একটা বিষয় শেষ হয় তো আরেকটার উৎপত্তি হয়, তারপরে ভাবে — আমি তো রাবণকে ইতিপূর্বে মেরেই ফেলেছি, আবার এ'কোথা থেকে এসে গেছে? কিন্তু মূল ফাউন্ডেশনকে সমাপ্ত না করার কারণ এক রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে এসে যায়। ফাউন্ডেশনকে যদি শেষ করে দাও তবে রূপ বদল করে মায়া আঘাত করবে না, সদাসর্বদার জন্য বিদায় নিয়ে যাবে। বুঝেছ, কী হতে হবে তোমাদের? রুহানী রয়্যালটির সাথে। সবসময় এটা চেক করো যে, তোমার প্রতিটা কর্ম রুহানী রয়্যাল পরিবারের অনুসারে হয় কিনা! যখন শতকরা ৯৯ ভাগ বোল, কর্ম আর সঙ্কল্প রয়্যালটির হবে তখন বুঝবে ভবিষ্যতেও রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসবে। এমন ভেবো না আমি তো এসেই যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সম্পন্ন হওনি তো এক পার্সেন্ট ফ্রি দেওয়া হলো, কিন্তু ৯৯% রয়্যালটির সংস্কার, বোল আর সঙ্কল্প ন্যাচারাল হওয়া উচিত। বারবার যুদ্ধ করার দরকার পড়বে না, ন্যাচারাল সংস্কার যেন হয়ে যায়। আচ্ছা!

চারিদিকের রুহানী রয়্যালটির রয়্যাল আত্মাদের, সদা পিওরিটির দ্বারা রয়্যালটি অনুভব করানো আত্মাদের, সদা ফরিস্তা স্বরূপের সংস্কারকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসা আত্মাদের, সদা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে, সেই আত্মাদের, সদা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

সংসারে ব্রাহ্মণ সংস্কার অনুভবকারী রুহানী রয়্যাল পরিবারকে বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ আর নমস্কার।

"অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার"

সেবাতে যদি বিজি থাকে তবে সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে —

সদা নিজের শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তনকারী বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মা তোমরা তো না। এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ অক্যুপেশন কী? নিজের বৃত্তি দ্বারা, বাণী দ্বারা আর কর্ম দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তন করা। তো সবাই তোমরা এমন সেবা করো? নাকি তোমাদের টাইম থাকে না? বাণী-সেবার জন্য যদি তোমাদের সময় না থাকে তাহলে বৃত্তি দ্বারা, মন্সা সেবা দ্বারা পরিবর্তন করার সময় আছে তো না! সেবাধারী আত্মারা সেবা ব্যতীত থাকতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম হয়ই সেবার জন্য। তাছাড়া, সেবাতে যতটা বিজি থাকবে ততটাই সহজে মায়াজিত হবে। অতএব, সেবার ফলও প্রাপ্ত হয়ে যাবে আর সহজে মায়াজিতও হয়ে যাবে, ডবল লাভ হয়, তাই তো না। সামান্য অবকাশও যদি বুদ্ধি পায় তবে সেবার সাথে জুড়ে যাও। যতই হোক, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সেবা-ভাব বেশি। গুরুদ্বারে গিয়ে সেবা করে তো না। সেটা হলো স্থূল সেবা আর এটা হলো রুহানী সেবা। সেবা ব্যতীত সময় নষ্ট ক'রো না। নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হও — হয় সঙ্কল্প দ্বারা করো, নতুবা বাণী দ্বারা, অথবা কর্ম দ্বারা। আত্মিক সম্পর্ক দ্বারাও সেবা করতে পারো। আত্মা ঠিক আছে, মন্সা সেবা না হয় কীভাবে করতে হবে জানো না, কিন্তু নিজের সম্পর্ক দ্বারা, নিজের আচার-আচরণ দ্বারাও সেবা করতে পারো। এটা সহজ তো না। সুতরাং চেক করো যে, তুমি সদা সেবাধারী নাকি কখনো-কখনোর সেবাধারী? যদি কখনো কখনো সেবাধারী হবে তাহলে রাজ্য-ভাগ্যও কখনো কখনো প্রাপ্ত হবে। এই সময়ের সেবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আধার। কখনও কোনও এই বাহানা দিতে পারো না যে, সেবা করতে চেয়েছিলে, কিন্তু তোমাদের সময় নেই। কেউ কেউ বলে, শরীর চলছে না, পা চলছে না, কী করবো? কেউ বলে, কোমরের সমস্যা, কেউ বলে পা চলে না। কিন্তু বুদ্ধি তো চলে, তাই না! সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা সেবা করো। পালঙ্কে আরামে বসে সেবা করো। যদি তোমার কোমরে ব্যথা হয়, তখন শুয়ে পড়ো, কিন্তু সেবায় বিজি থাকো।

বিজি থাকাই সহজ পুরুষার্থ। পরিশ্রম করতে হবে না। বারবার মায়্যা আসবে আর দূর করবে তো পরিশ্রম হয়, যুদ্ধ হয়। যারা বিজি থাকে তারা যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। বিজি থাকবে তো মায়ার সাহস হবে না আসার। আর যত নিজেকে বিজি রাখবে ততই বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হতে থাকবে। কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা এটা ভাবতে পারে না যে, কী করা যাবে, বায়ুমন্ডল খুব খারাপ। খারাপ বলেই তো পরিবর্তন করো। খারাপ যদি নাই হবে তবে কী করবে? ভালোকে বদলাবে কি? সুতরাং বিশ্ব পরিবর্তকের কাজ হলো খারাপকে ভালো বানানো। তাই খারাপ তো হবেই, তোমরাই খারাপকে ভালো বানাও। বিশ্ব-পরিবর্তনের কাজ করেছে, তবেই তো আজ পর্যন্তও তোমাদের গায়ন হয়। শক্তির গায়নে লোকে তোমাদের কত মহিমা করে! সুতরাং নিজেদের মহিমা শুনে তোমরা কত খুশি হও, তাই না! আত্মা।

বরদান:- সেবার প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে এভারহেলদি, ওয়েল্ডি আর হ্যাপি থেকে সদা পূর্ণ-সম্পন্ন (খুশিহাল) ভব যেমন, সাকার দুনিয়ায় বলা হয় যে, টাটকা ফল খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। হেলদি থাকার উপায় হিসেবে তারা ফলের কথা বলে আর তোমরা বাচ্চারা তো প্রতি সেকেন্ডে প্রত্যক্ষ ফল খাও, সেইজন্য তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের হালচাল কি? তখন বলো — হাল খুশির হাল আর চাল ফরিস্তার, আমরা হেলদিও, ওয়েল্ডিও, তাইতো হ্যাপি। ব্রাহ্মণ কখনো উদাস হতে পারে না।

স্লোগান:- পবিত্র আত্মাই স্বচ্ছতা আর সত্যতার দর্পণ।

সূচনা: - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত সব ভাই-বোনেরা "পরিবর্তন"-এর একই শুদ্ধ সঙ্কল্প নিয়ে বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কার্যে সহযোগী হোন। অনুভব করুন, বাপদাদার মস্তক থেকে শক্তিশালী কিরণ নির্গত হয়ে আমার ভ্রুকুটিতে আসছে আর সেই কিরণ আমার দ্বারা আমার নিজের সংস্কার পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য করেছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid

2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো, জ্ঞান রত্নের দান করো, সদা নিজের আর অন্যের কল্যাণের নিমিত্ত হও"

*প্রশ্ন:- ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য কোন্ গুণ থাকা জরুরী? সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ খেয়াল থাকা উচিত নয়?

*উত্তর:- ঈশ্বরীয় সেবাতে স্বভাব খুবই মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন। ক্রোধবশতঃ কারোর প্রতি চোখ রাঙ্গালে অনেকেরই ক্ষতি হয়ে যায়। সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের মধ্যে একদমই অহংকার বা ক্রোধ থাকা উচিত নয়। এই বিকার খুবই বিঘ্ন রূপ হয়ে যায়। তখন মায়া প্রবেশ করে অনেক বাচ্চাকে সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য এই খেয়াল যেন না আসে যে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবা করবো। যদি চাকরী ছেড়ে দিলো, আবার এই সেবাও না করে তখন অনেক বোঝা চড়ে যাবে।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়ে...

ওম্ শান্তি। ভক্তরা যখন ওম্ নমঃ শিবায়ে বলবে তখন শিবের লিঙ্গ আর শিবের মন্দিরকেই স্মরণ করবে। নমঃ বলে পূজা করবে। সে হয়ে গেলো ভক্তি। আমরা তো শিব বাবাকে বলবো, তুমি মাতা-পিতা... এখন তোমরা আর চিত্রকে বলবে না। তোমরা জানো যে, ওই শিব বাবাই আমাদের পড়াচ্ছেন। এ রাত - দিনের তফাৎ হয়ে গেলো। একথা দুনিয়াতে কেউই জানে না। নিরাকার শিব বাবা এসে পাঠশালাতে পড়ান। তিনি কি পড়ান? সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান। ক্রাইস্টের যেমন পুস্তক আছে। ক্রাইস্ট যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তাই দিয়ে বাইবেল রচনা হয়েছিলো। এখানে তো শিব পুরাণ আছে কিন্তু তা অন্য কেউ লিখেছে। বাস্তবে প্রকৃত শিব পুরাণ হলো গীতা। বাবা তোমাদের এই কথা বুঝিয়েছেন। তোমাদের আবার তা অন্যদের বোঝাতে হবে শিব বাবা কি বুঝিয়েছেন? তিনি শিবের জন্মও শোনান। এখন শিব পুরাণ কি গীতাকে বলা হবে? নাকি শিব পুরাণকেই শিব পুরাণ বলা হবে? দুটোই তো হতে পারে না। ভারতের ধর্মশাস্ত্র একটাই হওয়া উচিত। যারা ধর্ম স্থাপন করে, তাদের জীবন কাহিনী লেখা হয়। ইনি এই - এই কথা শুনিয়েছেন। ক্রাইস্টও জ্ঞান শুনিয়ে থাকবেন, যা দিয়ে বাইবেল লেখা হয়েছিলো। ওই পুরাণে অনেক কথা আছে। 'মন্মান্তব' শব্দ শিব পুরাণে নেই। এই শিব পুরাণ আলাদা। এ হলো শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। ভগবান এক, তা সিদ্ধ করে দেখাতে হবে। তাঁর নাম শিব। ওই গীতা আবার কৃষ্ণ পুরাণ হয়ে যায়। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ তো পতিত পাবন নন। শিব হলেন পতিত পাবন। ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা। শিব পুরাণকে তো সবাই মানবে না। এখন বলা হবে, গীতার থেকে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়েছিলো। সে তো একমাত্র শিব-ই করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণও কালো থেকে গোরা হন। ফারাক অনেকই। বাচ্চাদের বোঝানো হয়, যারা বুঝতে পারে তাদের দায়িত্ব হলো অলৌকিক কার্য করা। তোমাদের খুশী হওয়া উচিত। তোমরা অগাধ সম্পদ প্রাপ্ত করো, তাই তোমাদের দান করতে হবে। বাবার পরিচয় দেওয়া খুবই সহজ। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে। ভগবান এসে ফল প্রদান করেন। সেই ফল কি? ভগবান জীবনমুক্তিই দেবেন। শ্রীকৃষ্ণকে সর্বের সন্নতিদাতা বলা হয় না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হবে। তোমরা জানো যে, পরমাত্মা হলেন নিরাকার। শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই সমস্ত আত্মার বাবা হতে পারেন না। সর্ব আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা -- এমনই মহিমা আছে। বাচ্চাদের খুব ভালো করে বাবার পরিচয় দান করতে হবে। ওরা তো সর্বব্যাপী অথবা লিঙ্গ বলে দেয়। লিঙ্গের কর্তব্য কি হবে? পরমপিতা পরমাত্মার তো মহিমা আছে - তিনি পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর। এই পোস্টার বাইরে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। যেই আসুক না কেন, পড়তে পারবে। তোমরা রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও। আমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর, এর উপর বোঝানো উচিত। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যারা যায় তারা বেশিরভাগ অবশ্যই গীতা পাঠ করে। তোমাদের নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার থেকে উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার শখ থাকা চাই। তোমাদের নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। শিব বাবা তো সকলেরই কল্যাণ করেন। তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে। বাবা বলেন, আমার কখনোই অকল্যাণ হয় না। অকল্যাণকারী হলো রাবণ, একথা মানুষ জানে না। তোমাদের গিয়ে বোঝাতে হবে। মেঘে ভরপুর হয়ে গিয়ে বর্ষণ করতে হবে। তোমাদের কতো শখ থাকা উচিত। দান যদি না করো তাহলে অবশ্যই বলা হবে, নিজের কল্যাণ করো নি, তখন তো অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না। সেন্টারে ভালো - ভালো অনেকেই আসে, কিন্তু অন্যের কল্যাণ হয় এমন কিছু তারা করে না। তারা শোনে, তারপর কাজ - কারবারে ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়েই সব ভুলে যায়। দান না করলে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। ব্রাহ্মণ জানে যে,

আমাকে দেবতা হতে হবে। প্রত্যেকেরই নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যদি কাউকে দেবতা না তৈরী করতে পারে, তাহলে কিসের ব্রাহ্মণ? শিব বাবা বলেন, আমি তো হলামই কল্যাণকারী। তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে। তবুও যাদের ধারণা হয় না, তাদের জন্য আছে স্কুল সেবা। এখানে যে বাচ্চারা আসে তাদের সেবা করা হয়েছে। সার্ভিস সেন্টারে বাচ্চাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কতোজনের কল্যাণ করেছি? আসে তো অনেকেই। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই এই সার্ভিস করে। বাকিরা নিজেদের কাজ - কারবারেই লেগে থাকে। তারা মনে করে, কেবল পবিত্রই তো হতে হবে, কিন্তু ধন দানও করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমি যদি কারোর কল্যাণ না করি, তাহলে কি পদ প্রাপ্ত করবো? অনেক বাচ্চা অনেকের কল্যাণ করে পাণ্ডা হয়ে আসে, তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রম থাকে। কেউ এক নম্বরে, কেউ দুই নম্বরে, কেউ আবার তৃতীয় নম্বরে থাকে। তাই নিজের কল্যাণ করা উচিত। যাদের নিজের কল্যাণের খেয়াল থাকে না, তারা কি পদ অর্জন করবে! এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে বাচ্চারা কোনো সেবাই করে না। এতো শক্তি নেই যে, গিয়ে দান করবে। ভোরবেলা মন্দিরে তো অনেকেই যায়। সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে যে, দেবতা ধর্মের কারা আছে।

বাবা এখন বলছেন, আমি এই তনে এসেছি। আত্মা তো ছোটো শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। ঘোস্ট (ভূত) ছায়ার মতো আসে। এও এক আশ্চর্যের। কিভাবে ঘুরতে - ফিরতে থাকে, কে বসে খবর বের করবে। ড্রামাতে আত্মা শরীর প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হতে থাকে। ছায়া রূপ ধরে নেয়। যেমন আমাদের দেহের ছায়া হয়। ভূতের কোনো ছায়া হয় না। এলো আর অদৃশ্য হয়ে গেলো। এইসব বিষয়ে আমরা যাবো না। আমাদের দরকারই নেই। এই খোঁজ করতে গেলে শিব বাবাকে ভুলে যাবো। বাবার নির্দেশ হলো -- নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো। এ হলো স্মরণের যাত্রা। 'মন্মানাভবের' অর্থই হলো এই। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলতে পারবেন না। শ্রীকৃষ্ণকে গাইড বলা হবে না। নিরাকারই গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যান - মশার (ঝাঁকের) মতো। শ্রীকৃষ্ণ আত্মাদের গাইড হতে পারেন না। তাঁকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। বাবার পরিচয় তাই সবাইকে দিতে হবে। ভক্তের ভগবান হলো একজন। ওই বাবা বলেন 'মামেকম' (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত।

বাচ্চারা মধুবনে আসে মুরলী শুনতে। তাহলে যিনি শোনবেন তাঁকে অবশ্যই চাই। বাবা যেখানেই যাবেন, সেবাই করবেন। এই সেবার শখ থাকে। বাচ্চারা স্মরণ করে। তারা সম্মুখে মুরলী শুনে খুশী হবে। এক পথে দশ কার্য সিদ্ধ হয়। বড় বড় সভাতে বাবা যেতে পারেন না। সে হলো বাচ্চাদের কাজ। বাচ্চাদের কাছে প্রশ্নোত্তর করবে। সন্ধ্যাসী ইত্যাদিরা তো বাবার সামনে আসবেই না। তাদের তো সম্মান চাই। বাবার পার্ট হলো আশ্চর্যজনক। যা অতীত হয়ে গেছে সবই ড্রামা। ভবিষ্যতে অনেক বাচ্চা মিলিত হতে আসবে। বাচ্চাদের প্রথমে বোঝাতে হবে। গোপ - গোপীদেরই ঘরে-ঘরে গিয়ে পরিচয় দিতে হবে। কেউ যেন দোষারোপ না করে, বাকি না থেকে যায় যে, আমরা জানতে পারলাম না। এখানে রাজা - রানী তো কেউ নেই যে প্রচার করে দেবে। নতুন কিছু যখন আবিষ্কার হয় তখন গভর্নমেন্টকে দেখিয়ে তারপর তার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এখানে তো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিতে হয়। এরজন্য চিত্র ইত্যাদি ছাপানো হয়। এই চিত্র বাইরেও যাবে। বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হবে। তারা যে যে ভাষা জানে, সেই ভাষায় গিয়ে যেন বোঝায়। অনেক ভাষা আছে। বাবা মত দেন যে -- পুনা এবং ব্যাঙ্গালোরের দিকে সেবা খুব বৃদ্ধি করো। সবাই যেন জানতে পারে, সব ভাষাতে লিফলেট (পর্চা) ছাপাতে হবে। তোমাদের অসীম জগতের বৃদ্ধি থাকা প্রয়োজন। এমনও নয় যে বললে - বাবা, চাকরী ছেড়ে দেবো। চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবাও যদি না করতে পারো, তাহলে বোঝা চড়ে যাবে। এতে স্বভাব খুব মিষ্টি হওয়া চাই। অনেকের মধ্যেই ক্রোধ আছে। তারা চোখ রাঙ্গায়, তখন সেই রিপোর্ট আসে। খুব ভালো ভালো বাচ্চারাও লেখে যে, আমাদের কথা শোনে না। এমন কথাও বলা উচিত নয়। বাচ্চাদের মধ্যে যদি দেহ - অহংকার বা ক্রোধ থাকে তাহলে অনেকের ক্ষতি করে দেয়। বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতো খেয়াল থাকে। সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি নজর রাখতে হয়। মাঝমা ছোটো ছিলো, তবুও তাঁকে মা বলা হতো, তার নেশা থাকতো। গুণেও মায়া কোথাও প্রবেশ করে যায়। তখন আবার কেউ সংশয় বৃদ্ধি হয়ে যায়। পদে পদে কতো বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। আজ বাচ্চা বলা হলো, কাল আবার সে পাল্টে যায়। বিকার নিয়ে কতো ঝগড়াও হয়। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, এই সংস্কার এতো গ্লানি কেন? তারা তো বুঝতেই পারে না -- শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে কতো গ্লানি করা হয়েছিলো -- অমুককে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, এই হয়েছিলো। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন কিছু করতেই পারে না। এখানেও ভাগিয়ে নিয়ে গেলে কলঙ্ক লাগানো হয়। ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কেন তাড়িয়ে দেয়? সে তো কেউই জানে না, যতক্ষণ না তাদের বোঝানো হয় যে, কেন বিঘ্ন আসে? মুখ্য হলো কাম বিকার, যাকে তোমরা বাচ্চারা জয় করো।

ইনি হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা । ইনি ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণের রচনা করেন । প্রথম - প্রথম তোমাদের শিব বাবার পরিচয় দান করতে হবে । তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । মায়া এমনই যে, ভাগ্যে না থাকলে ভুলে যায়, মায়ার কতো বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় । তখন ধারণা হয় না । এও তো বিঘ্ন, তাই না, এতো সহজ সেবাও কেন করতে পারে না । তিনিই তো ভগবান বাবা । সেই অল্ফ বা আল্লাহকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ -- মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে আমার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । ও গড ফাদার - ভক্তরা তো এমন বলে থাকে । তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । এই সেবার কিছু শখ থাকা চাই । না হলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । সেবা তো অনেকই আছে । তেমনই বিভ্রান্তিও অনেক আছে । বাবার নামও গুপ্ত করে দেয় । এই নলেজও গুপ্ত । তাই তোমাদের পরিচয় দিতে হবে । আমরা বাবার আদেশ পেয়েছি । তোমাদের নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এতে কেউই ক্রোধ করবে না । পোস্টার এই সেবার জন্যই ছাপানো হয়েছে, রেখে দেওয়ার জন্য নয় । শিবায় নমঃ অক্ষর খুবই ভালো । এতে সম্পূর্ণ শিব বাবার পরিচয় আছে । নিরাকার শিব বাবা এসেছেন, অবশ্যই তিনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন । তিনি এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানিয়েছিলেন । নিজের মধ্যে এমন ধারণা করে তারপর গিয়ে কাউকে বোঝাতে হয় । শিবের মন্দিরও অনেকই আছে, সেখানে গুপ্ত বেশে গিয়ে বলা উচিত । এই শিব কে ? শিব বাবাকে তো নিরাকার পরমাত্মা বলা হয় । তিনি কি করেছিলেন যে এতো মন্দির বানানো হয়েছে । যুক্তির সঙ্গে গিয়ে বোঝানো উচিত । তারা বুঝুক বা নাই বুঝুক, অন্তিম সময়ে স্মরণে আসবে যে, কেউ না কেউ আমাকে বুঝিয়েছিলো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের কল্যাণ করার জন্য সেবার খুবই শখ রাখতে হবে । ক্লান্ত হয়ে বসে যেও না, মানবকে অবশ্যই দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) এমন কোনো কর্ম করো না যে, কেউ রিপোর্ট করে দিলো আর মাতা -পিতা উদ্বিগ্ন হলেন । কোনো অবস্থাতেই বিঘ্ন রূপ হয়ো না ।

বরদানঃ:- মর্যাদার গন্ডির ভিতরে সদা ছত্রছায়ায় অনুভব করে মায়াজিৎ, বিজয়ী ভব
বাবার স্মরণই হলো ছত্রছায়া, যত স্মরণে থাকবে, ততই সাথের অনুভব হবে । ছত্রছায়াতে থাকা অর্থাৎ সদা সুরক্ষিত থাকা । যে সঙ্কল্প মাত্রের ছত্রছায়ায় বাইরে বের হয়, তার উপর মায়ার আঘাত আসে । ছত্রছায়ায় নীচে, মর্যাদার গন্ডির ভিতরে থাকলে কারোরই ভিতরে আসার সাহস হবে না, কিন্তু গন্ডি থেকে বাইরে যদি বের হও তাহলে মায়া খুবই হুঁশিয়ার, তাই সাথের অনুভবে মায়াজিৎ হও ।

স্লোগানঃ:- অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই সমাপ্তির সময়কে নিকটে আনার আধার ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কচ্ছপের মতো সবকিছু সমাহিত করে চুপ করে বসে স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, বাবা যিনি হলেন সর্বসম্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় স্কুলের বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমং কি?

*উত্তরঃ - তোমরা যখন ঈশ্বরের হয়ে গেছো, ওঁনার সম্মুখে বসে রয়েছো তখন প্রেমপূর্বক ওঁনাকে স্মরণ করো। ওঁনার শ্রীমতে চলো। ওঁনাকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা বজায় থাকবে। কিন্তু মায়া রাবণ দেখে যে আমার গ্রাহক কেঁড়ে নিচ্ছে তখন সেও যুদ্ধ করে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দুর্বল হয়ে না। আমি তোমাদের শক্তি প্রদানের জন্য বসে রয়েছি।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধর রে মানব....

ওম্ শান্তি । এ'কথা বাচ্চাদের কে বলে যে 'হে বাচ্চারা' কারণ মনুষ্য তো আত্মাকে বলা হয়ে থাকে। আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে। সেইজন্য এই নামও রাখা হয়েছে। নাম তো অনেক বস্তুই অনেককিছু রাখা হয়েছে যেমন পরমপিতা পরমাত্মা, বাবা, কেউ আবার ফাদার বলে। বাবা হলো সবচেয়ে সিম্পল। বাবা বলেন -- তুমি কার সন্তান, তা স্মরণে আসে কী ? বাচ্চারা, এখন তোমরা বসে রয়েছো। সামনে কে আছে ? আত্মারা বলবে বাবা বসে রয়েছেন। কত সিম্পল কথা। বাচ্চারা জানে যে আমাদের আত্মাদের পরমপিতা পরম আত্মা হলেন পিতা। মানুষ তো ছোট-বড় সকলকেই বাবা বলে দেয় আর এ হলো আবার আত্মা যে নিজের বাবাকে বাবা বলে। ও গডফাদার বলে। এখন শরীরের গডফাদারকে তো বাবা বলবে না। তোমরা জানো যে আমরা ওই বাবার সামনে বসে রয়েছি, এ হলো আত্মার কথা। শিববাবা বোঝান, তাহলে আমি কে ! আমি হলাম পরম আত্মা। আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পরমধাম-নিবাসী পিতা, সেইজন্য আমায় পরম আত্মা বলা হয়। একত্র করলে হয়ে যায় পরমাত্মা। কত সহজ। এ কে বসে রয়েছে? শিববাবা। তিনি না থাকলে এই ব্রহ্মাও থাকত না। বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা ওঁনার স্মরণ থাকে। উনিও হলেন আত্মা, এতে কোনো তফাৎ নেই। যেমন আত্মা হলো স্টার, সেই স্টারের সাক্ষাৎকার হয়। তেমনই বাবারও স্টার রূপের (জ্যোতি) সাক্ষাৎকার হবে। এছাড়া এই যে বলা হয় অত্যন্ত তেজ রয়েছে, সহ্য করতে পারে না। এ হলো মনের ভাবনা। এছাড়াও তো বাবা যথার্থভাবে বোঝান যে যেমন তোমরা হলে আত্মা তেমনই আমিও হলাম আত্মা। আমাকেও এই শরীরের মধ্যে এই আত্মার পাশে ক্রকুটিতে বসতে হবে। তাই উনি বসে বোঝান যে তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে। তাও আবার প্রত্যেকের আপন-আপন পার্ট রয়েছে। কথিত আছে, আত্মা পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল... এখন পরম আত্মা শব্দটি ক্লিয়ার। ওঁনাকে পরমাত্মা বলায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। হলেন তো আত্মাই কিন্তু তিনি হলেন সদা পরমধাম নিবাসী পরম আত্মা। ব্রহ্মাকে পরম আত্মা বলবেনা। এরা সকলেই হল জীব আত্মা। এদের মধ্যে কেউ হলো পাপাত্মা, কেউ পুণ্যাত্মা। বাবা বলেন, আমাকে পাপ বা পূর্ণ আত্মা বলা হয় না। আমায় পরমাত্মাই বলা হয়ে থাকে। আমারও পার্ট রয়েছে। একবার এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করি। স্মরণও করে থাকে যে পতিত পাবন এসো। কেউ কি বোঝে না কি যে আমরা হলাম অপবিত্র, রাবণ সম্প্রদায়ভুক্ত, না তা বোঝেনা। বলে যে রাম-রাজ্য চাই। রাবণকে জ্বালায়ও কিন্তু এটা জানে না যে আমরাই হলাম রাবণ সম্প্রদায়ের। অবশ্যই পতিত সেইজন্যই তো ডাকে। কৃষ্ণকে তো ডাকে না। তাঁকে তো পরম আত্মা বলে না। আমি সকলের পিতা যে কিনা পরমধাম থেকে এসেছি, তাঁকেই পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর বা ভগবান বললে শোরগোল পড়ে যায়। বাবা এই জীব আত্মার দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। তোমাদের বলেন -- বাচ্চারা, অশরীরী ভব। যখন তোমাদের পার্টিয়েছিলাম তখন তোমরা আমারই সন্তান ছিলে। শরীর ধারণ করে স্বর্গে এসেছিলে, পরিক্রমা করতে করতে এখন তোমরা ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ করেছো। এই সময় সকলেই হলো রাবণের সন্তান। রাবণই পতিত বানিয়েছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। এখন বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমার কাজই হলো আসুরীয় সম্প্রদায়কে দৈবিক সম্প্রদায়ে পরিণত করা। আমিও ড্রামা অনুসারে আমার সময় মতই আসি -- কল্পের সঙ্গমযুগে। কলিযুগ হলো পতিত পুরোনো তমোপ্রধান দুনিয়া, তখন আমি আসি সূর্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় কুলের রাজ্য স্থাপন করতে। না থাকলে তবেই তো স্থাপন করব। তারপর যখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজ্য হবে তখন বৈশ্য, শূদ্রবংশীয় থাকবে না। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, দৈবী সন্তান হওয়ার জন্য। তাই বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভার-হেলদি, এভার-ওয়েলদি হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। এই চার্ট রাখো যে কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করি? যত স্মরণ করবে ততই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি আসবে। তবেই বলা হয় যে অতীন্দ্রিয় সুখ

জিজ্ঞাসা করতে হলে তা গোপীবল্লভের গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। বল্লভ বলা হয় বাবাকে। বাবার রূপও ছেলেরই মতন হয়। এমনিতে আত্মার বাবা তো আত্মাই হয় কিন্তু পরমধাম নিবাসী। যদি সেই বীজ নীচে চক্রতে চলে আসে তাহলে বৃক্ষ উপরে চলে যাবে। যেমন ওই বৃক্ষ হয়, তার বীজ নিচে বৃক্ষ উপরে। এ হলো উল্টো বৃক্ষ যার বীজরূপ পরম আত্মা পরমধামে নিবাস করেন। আত্মারাও ভূমিকা পালন করতে উপর থেকে নিচে আসে। শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে, এখন বাবা বলেন, রাবণ তোমাদের কালো করে দিয়েছে। তোমাদের গৌর বর্ণের (সুন্দর) হতে হবে। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ দুজনকেই কালো করে দিয়েছে। লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণের তৈরী করে, কেন ? কাম-চিতায় দুজনেই বসেছিল। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে যে তক্ষক সাপে দংশন করেছিল, নারায়ণকে কে দংশন করেছিল ? কিছুই বোঝেনা। চিত্রাদিও সব রাবণের মতানুসারেই নির্মান করা হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন শ্রীমৎ দিয়ে রাবণের থেকে লিবারেট করার জন্য। আমি হলাম সকলের সদগতি দাতা, শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরুর উপাধিও এঁনার, জগতের সদগতি করেন। গ্রন্থে এঁনার অনেক মহিমা লেখা রয়েছে। সৎগুরু হলেন প্রকৃত রাজা, সত্যথগুর স্থাপনাকার। এ'সব বাবার (ব্রহ্মা) কন্ঠস্থ ছিল। এর অর্থ জানা ছিল না। নিজেকে অত্যন্ত রিলিজিয়াস মাইন্ডেড(ধার্মিক স্বভাবের) মনে করতেন। কিন্তু ছিলেন রাবণ কুলের। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কুলের হয়েছেো, সেইজন্য কত প্রেমপূর্বক ওঁনাকে স্মরণ করা উচিত। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও, গডফাদারকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা চড়বে। এখন কার সামনে বসে রয়েছে ? বাবা বলেন -- হে আদরের দুলালরা, আমি তোমাদের পরম পিতা, আত্মারূপী তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমার শ্রীমতানুসারে কেন চলো না ? উপরন্তু কামরূপী ভূত নিচে ফেলে দেয়। বাবা বলেন, কেন দুর্বল হয়ে পড়ো ? আমার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় তবুও আসুরীয় মতে কেন চলো ? এই যুদ্ধ তো করতে হবে। মায়া মনে করে, আমার গ্রাহককে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাই লড়াই করে। বাবা তোমাদের শক্তি দিচ্ছেন। এত পাঠ পড়ান, সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝান। সূক্ষ্মলোকে তো শোনাবে না। দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়ে এসেছে। সূক্ষ্মলোকে নাভি কোথা থেকে আসবে ? বসে বসে কি কি লিখেছে। এখন তোমরা যে নলেজ পাচ্ছ তা পরম্পরা ধরে চলেনা, এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরে যে শাস্ত্রাদি বানানো হয় তা পরম্পরা ধরে চলে, এই জ্ঞান তো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন আমার মতে চলো, দেহী-অভিমানী হও, এতে দৌড় লাগিয়ে (তীর পুরুষার্থ) আমার গলার হার হয়ে যাও। এ হল বুদ্ধির দৌড়, সন্ধ্যাসীরা বলতে পারেনা যে অশরীরী ভব, মামেকম স্মরণ করো। পরমাত্মা সকলকে বলতে পারেন কারণ সকলেই আমার সন্তান, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছি। সম্মুখে তো বাচ্চা রাই শোনে, সমগ্র দুনিয়া শোনে না। শিবরাত্রি পালন করে, শিবের মন্দিরও রয়েছে। অবশ্যই এসেছেন কিন্তু শিবের এত বড় চিত্র নেই। তিনি হলেন স্টার। যদি বলো তখন বলবে যে মন্দিরের চিত্র কি ভুল ? সেইজন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে বাচ্চা রা আমিও হলাম আত্মা কেবল তোমরা জন্ম মৃত্যুতে আসো, আমি আসি না তবেই তো তোমাদের মুক্ত করতে পারব। আমি হলাম পতিতপাবন তাই অবশ্যই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হবে, তাই না! যদি পতিতপাবন নাও বলা হয়, তাহলেও মনে করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। প্রলয় হয়ে যায় তারপর নতুন সৃষ্টি ক্রিয়েট (রচনা) করতে হয়। ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে এই সৃষ্টি হলো অনাদি এখানে প্রলয় হয় না। কেবল অপবিত্র হয়, সেইজন্য আমি নন্দীগণ বা ভাগ্যশালী রথে আসি -- তোমাদের নর থেকে নারায়ণে পরিণত করতে। সকলেই চায় যে আমরা সূর্যবংশীয় হই। গল্পকথাও আছে, একভক্ত বলে যে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করে নিতে পারি। নারদও ভক্ত ছিল, তাই না ! তখন বলে যে তুমি তোমার চেহারা তো দেখো! প্রথমে বাঁদর থেকে মন্দির (পবিত্র) তো হও তবেই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে। এখন তোমরা মন্দিরের উপযুক্ত হচ্ছেো। এই সমস্ত কথা হলো এই সময়েরই। এসব তোমাদের কে বলছেন ? শিববাবা ব্রহ্মাদাদর ভ্রুকুরটির মধ্যস্থলে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এঁনার আত্মা ভ্রুকুটিতে বসে আছে তেমনই অবশ্যই ওঁনার পাশে বসে রয়েছেন, তাই না ! এই নলেজফুল বাবা তোমাদের আদি-মধ্য-অন্তের সমগ্র রহস্য বোঝাচ্ছেন, যারফলে তোমাদের স্বদর্শন চক্র আবর্তন করা সহজ হয়। স্বদর্শনচক্র ঘুরালে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, নাহলে সাজা খেতে হবে। বিজয়মালাতেও আসতে পারবে না। যখন ফ্রি হবে তখন কচ্ছপের মতন চুপ করে বসে চক্রকে ঘুরাতে থাকো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকো। একে বলা হয় লোকলজ্জা, অপবিত্র হওয়ার মর্যাদাকে ছিন্ন করো, আর কাউকে স্মরণ করো না। তুমি মরে গেলে দুনিয়াও তোমার কাছে মৃতবৎ হয়ে যাবে। অশরীরী হয়ে আমার হও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সকলকে মরতে তো হবেই তখন কে কার জন্য কাঁদবে। হিরোশিমায় সকলেই মারা গেছে, কান্নাকাটি করার মতোও কেউ বাঁচে নি, সেইজন্য এখন কান্নাকাটির দুনিয়া থেকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে। এই নোংরা (ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ায় প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গে পোকামাকড় পড়ে রয়েছে, একে কি স্মরণ করবে! স্বর্গে কি এরকম শরীর থাকবে নাকি! না তা থাকবে না। ওখানে তো প্রতিটি অঙ্গ সুগন্ধিত থাকে। বাবা কেমন নোংরা বাসীকে ফুলে পরিণত করেন, তাই উনাকে আসতেও হয় এই পুরানো লং বুটে। বাবা বলেন অবশ্যই ঘরে থাকো কিন্তু শ্রীমতে চলো। বিকারে যেওনা। তোমাদের সামনে শিববাবা বসে রয়েছেন, ওঁনাকে ভুলো না। আচ্ছা!

গীত:- ধরনীকে আকাশ ডাকে.... ধরনীর বসবাসকারীদের আকাশের বাসিন্দা বাবা ডাকেন। এখন আমার কাছে আসতে হবে সেইজন্য নষ্টোমোহ হও। আমি তোমাদের স্বর্গের অগাধ সুখ প্রদান করবো। বাবা হলেন সকল সুখের স্যাকারিন। মামা, কাকা এরা তোমাদের দুঃখ দেবে। তোমাদের হলো সমগ্র আসুরীয় দুনিয়া নরকের থেকে সন্ধ্যাস। সন্ধ্যাসীদের হলো কেবল ঘরের সন্ধ্যাস। তোমাদের এই ডার্টি (নোংরা) দুনিয়াকে ভুলতে হবে। এই সময় মানুষের যদি সামান্য ধন প্রাপ্ত হয় তখন তারা মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছি। কিন্তু এই দুনিয়ায় কেউ কতই না ধনবান হোক, দেউলিয়া হয়ে গেলে, এরোপ্লেন ইত্যাদি পড়ে গেলে তখন সব শেষ। তখন কাল্লাকাটি করতে শুরু করে দেয়। ওখানে তো এক্সিডেন্টের কোন কথাই নেই। কেউ কাল্লাকাটি করে না। বাবা বলেন -- আচ্ছা, তোমরা যদি স্বর্গে থাকো তো খুশিতে থাকো। আমি এসেছি গরিবদের জন্য, যারা নরকে রয়েছে। দানও গরিবদেরকেই দেওয়া হয়ে থাকে। ধনবানেরা ধনবানদের দান করে কি ? আমি হলাম সবচেয়ে ধনবান, আমি গরিবদের দান করে থাকি। এই সময়ের ধনবানেরা তো নিজেদের ধনের, ফ্যাশনের নেশায় চুর হয়ে থাকে।

আচ্ছা -- বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে, এ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ, এখানে হাঁস মুক্ত কুড়োবে। আর যারা বক হবে তারা তো পাথরই তুলবে। সেইজন্য বাবা বলেন এখানে হাঁসেরই (গুণগ্রাহী) আসা উচিত, বকের (অবগুণ দর্শনকারী) নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার শ্রীমতে চলে, দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার হার হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে।

২) এই দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণরূপে নষ্টোমোহ হতে হবে। কারোরই ছিঃ-ছিঃ (বিকারী) শরীরকে স্মরণ করা উচিত নয়।

বরদান:- সেবার বন্ধনের মাধ্যমে কর্মবন্ধন সমাপ্তকারী বিশ্ব-সেবধারী ভব।
প্রবৃত্তিতে থেকে কখনও এটা মনে করো না যে হিসেব-নিকেশ রয়েছে, কর্মবন্ধন রয়েছে.... এও কিন্তু সেবা। সেবার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেবাভাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মবন্ধন আকর্ষণ করবে। কর্মবন্ধন হলে দুঃখের লহর(টেউ) আসবে আর সেবার বন্ধন হলে খুশি হবে, সেইজন্য কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনের দ্বারা সমাপ্ত করো। বিশ্ব-সেবধারী বিশ্বের যেখানেই থাকে বিশ্ব-সেবা অথৈই থাকে।

স্লোগান:- নিজের দৈবী-স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলেই তোমার উপর কারোর ব্যর্থ নজর পড়তে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সবরকমের দম বন্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে, তোমরা এখন এই শোক বাটিকা থেকে অশোক বাটিকাতে যাচ্ছে, এই বিষয় বৈতরণী নদী পার হয়ে যাচ্ছে”

*প্রশ্নঃ - স্মরণে বসলে কোন্ বিষয়ের বিঘ্ন পড়ে না আর কোন্ বিষয়ের বিঘ্ন পড়ে?

*উত্তরঃ - স্মরণে বসার সময় কোনও আওয়াজের বা শোরগোলের বিঘ্ন পড়ে না, সেটা জ্ঞানে পড়ে কিন্তু স্মরণে মায়ার বিঘ্ন অবশ্যই পড়ে। মায়ার স্মরণের সময়েই বিঘ্ন দেয়। অনেক প্রকারের সংকল্প বিকল্প নিয়ে আসে, এইজন্য বাবা বলেন যে, বাচ্চারা সাবধান থাকো। মায়ার ঘুঁসি খেও না। শিববাবা, যিনি তোমাদের অপার সুখ প্রদান করেন, যিনি হলেন সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারিন - তাঁকে অনেক অনেক ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো। স্মরণে দ্রুততার সাথে দৌড় লাগাও।

*গীতঃ-
রাখের পথিক...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা যারা যাত্রাতে আছে। সেভাবে বলতে গেলে তো যে বসে আছে তাকে খোড়াই বলা যাবে যে সে যাত্রাতে আছে। এই যাত্রা কতোই না ওয়ান্ডারফুল! শান্তির যাত্রা, শান্তিধামে যাওয়ার যাত্রা। রাবণের রাজ্যে দম বন্ধ হয়ে মরতে হয়। এক সত্যবান সাবিত্রীর কাহিনী আছে তাই না। কাল-এর পাঞ্জা থেকে সাবিত্রী, সত্যবানের আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বাস্তবে এমন কোনও কথা নেই। এছাড়া অর্ধেক কল্প কাল খেতে থাকে। অন্তিম সময়ে দম বন্ধকর পরিস্থিতি আসে তাই না। রাবণ, যাকে প্রত্যেক বছর জ্বালানো হয়, সে হল আমাদের শত্রু, এটাই তারা জানে না। বাবা বলছেন আমি এসেছি তোমাদেরকে শোকবাটিকা থেকে বের করে অশোক বাটিকাতে নিয়ে যেতে, যেখানে দমদন্ধ অবস্থা হয় না। এখানে তো অনেক প্রকারের দমবন্ধ পরিস্থিতি আছে। মা বাবা পতি বাচ্চাদের থেকে বিরোধিতার ধাক্কা খেতে থাকে। পতি বিকারে ফাঁসাতে থাকে। বাবা এসে এই সব দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান। এখন আত্মার ডানা ভেঙ্গে গেছে। আত্মা উড়তে পারছে না। তারপর স্মরণের যাত্রা করতে পারে না। অবশ্যই এটা হল বুদ্ধিযোগের যাত্রা, লেখা আছে না - মন্মনা ভব। এর অর্থ যে যাত্রা, এটা খোড়াই কেউ বুঝতে পারে। বলে যে রাম বাঁদরের সেনা নিয়েছিল আর বাঁদরেরা সেতু বানিয়েছিল। বাঁদর সেতু কিভাবে বানাবে। এটা তোমাদের স্মরণের যাত্রার সেতু তৈরী হচ্ছে, যে সেতুর দ্বারা তোমরা বিষয় বৈতরণী নদী পার হয়ে যাও। বাবা এই নদীতে সাঁতার কাটতে শেখাচ্ছেন। তিনি হলেন মাঝি তাই না। বিষয় বৈতরণী নদী পার করিয়ে শিবালয়ে নিয়ে যান। তিনি বলেন যে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করছো? তো জ্ঞানের অমৃত বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারাই সন্ধান হয়। শাস্ত্রকে জ্ঞান বলা হবে না। সেইসব হল ভক্তির সামগ্রী। শাস্ত্র পড়লে সত্যযুগ আসবে না, সন্ধান হয় না, এইজন্য তাকে জ্ঞান অমৃত বলা হবে না। জ্ঞানে প্রথমে ১০০ শতাংশ সন্ধান তারপর ধীরে-ধীরে নিচে নামতে থাকে। এটা বলা যাবে না সত্যযুগেও দুর্গতি হয়, সেখানে দুর্গতির নামই নেই। কলিযুগে সকলেরই দুর্গতি হয়।

তোমরা জানো যে সকলের উপর দয়া করার জন্য এক বাবা-ই আছেন, যাঁকে শ্রী শ্রী বলা হয়। বর্তমানে শ্রী শ্রী টাইটেল এখন সবাই রেখে দেয়। দেবতাদেরকে শ্রী বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী রাম-সীতা, তো এইরকম শ্রী যিনি বানান, তাঁকে শ্রী শ্রী বলা হয়। তোমরা বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে আমি কখনও বিকারে যাবো না। যদি প্রতিজ্ঞা করে ভুলে যাও তো বাবার রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজও বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্ষমা করবেন না। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত, পদও গুপ্ত। এটা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো যে আমাদেরকে শ্রীমত প্রদানকারী কোনও মানুষ হতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বাবা রচনা রচিত করেন। প্রজাপিতা সূক্ষ্ম লোকে তো থাকেন না। অবশ্যই এখানেই হবেন। বাচ্চারা তোমরা বুঝে গেছো যে ব্রহ্মা এই সময় হল ব্রাহ্মণ। ভবিষ্যতে এঁনারই বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। দেবতার পতিত দুনিয়াতে তো রাজত্ব করবেন না। তাই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ চাই, বিনাশ হবে অবশ্যই। এখন একটু দেরী আছে। এখন তোমাদের নতুন গাছের স্যাপলিং-ই পুরো লাগেনি। আগে গাইতে - স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... সকলের সামনে গিয়ে এই মহিমা গাইতে। কিছুই বুঝতে না। আচ্ছা, বিচার করো ব্রহ্মা মাতা কিভাবে হতে পারেন? লক্ষ্মী-নারায়ণেরও নিজেদের রাজত্ব চলে। তো তাদেরকে মাতা-পিতা বলা হবে না। তো এই সময় পরমপিতা পরমাত্মা প্রাক্টিক্যালি মাতা-পিতার ভূমিকা পালন করছেন। পুনরায় ভক্তিমাগে মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। তাদের মধ্যেও সর্বপ্রথমে শিববাবাকে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা বলা হয়। পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা সবাইকে বলতে থাকে। জ্ঞান তো কিছুই নেই। শিববাবা হলেন স্যাকারিন। এই

মনুষ্য মাত্র সবাই দুঃখই দিতে থাকে আর আমি সকলের তুলনায় সবথেকে বেশী সুখ প্রদান করি। আমি হলাম দাতা। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে এই শ্রীমত দিচ্ছি যে, বাচ্চারা যত স্মরণের যাত্রাতে থাকবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে, কমল ফুলের সমান হবে, ততই উঁচু পদ পাবে। এই অলংকার গুলির অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। অলংকার তোমরাই ধারণ করো। প্রতীক হিসাবে বিশ্বকে দিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় নেত্রও দেবতাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তৃতীয় নেত্র তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়। ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী... শব্দ আছে তাই না। এর অর্থও এই সময় তোমাদের (আত্মাদের) বুদ্ধিতে আছে। আত্মাদের বুদ্ধিতেই সব কিছু থাকে। আমার চোখ, নাক, কানও শরীর বলে না। আত্মা বলে যে এটা হল আমার শরীর রূপী মহল। আত্মার এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে - আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। কতইনা গুপ্ত কথা। আত্মাকে রকেটও বলা হয়, যে আত্মাকে শরীর ছেড়ে লন্ডনে যেতে হবে তো সেকেন্ডে চলে যাবে। বিজ্ঞানীরা কতইনা দ্রুত গতির রকেট বানিয়েছে, যেটা সকালে ছাড়লে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে যাবে। আগে স্টীমারে তিন-চার মাস লেগে যেত। এখনও স্টীমারে এক মাস লেগে যায়। এরোপ্লেনে একদিন। কিন্তু আত্মা হল অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন রকেট, যে সেকেন্ডে পৌঁছে যায়, যেটা কারোরই দৃষ্টিগোচর হয় না। আত্মারা তোমাদের অলরাউন্ড পার্ট আছে। আত্মা পরমাত্মার পার্ট কি? দ্বাপর থেকে আমার সাক্ষাৎকার করানোর পার্ট আছে, যে আত্মা যে ভাবনা নিয়ে আমাকে স্মরণ করে, তার মনোকামনা আমি পূর্ণ করি। এখন আমার জ্ঞান শোনানোর পার্ট আছে, পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর পার্ট আছে। তোমাদেরকে মাস্টার নলেজফুল, গডের সন্তান মাস্টার গড তৈরী করি। যারা কল্প পূর্বেও পুরুষার্থ করেছিল, তারাই করবে। বাচ্চারা বলে যে, কল্প পূর্বেও এসেছিলাম, এখন আবার এসেছি, এখন পুনরায় উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। কার কাছ থেকে? মাতা-পিতার কাছ থেকে। সরস্বতী হলেন সকলের মাতা। তাঁর মাতা হলেন এই ব্রহ্মা। ঐনার মাতা তো কেউ নেই। শিববাবা নিজে বলেন যে তুমি হলে আমার পল্লি, তখন আমি বলি যে পতি ছাড়া আমি খাবার কিভাবে খাবো। তো আত্মা, শিববাবা আর আমি দু'জনে একসাথে খাবো। নেশা তো থাকে তাই না। তোমরা নিজেরাও বলো যে বাবা দালাল হয়ে এসেছেন, নিজের সাথে সম্বন্ধ জুড়তে। তোমরা শ্রীমতে চলে পরমাত্মার সাথে সকলের সম্বন্ধ জুড়ে দাও। পন্ডিতরা যে বিকারের হাতকড়া পরিয়েছে সেটা বাবা ক্যাম্পেল করে দেন। বাবা বলেন যে তোমরা জ্ঞান চিতাতে বসো তাহলে গোরা হয়ে যাবে। কাম চিতাতে বসে তোমরা কালো মুখ কেন করছো? শ্যাম-সুন্দরের অর্থ তো তোমরা জানো। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সুন্দর, এখন তো সে-ও শ্যাম হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

তোমরা হলে পতিত-পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট। তো এটা হল পার্শালা। পার্শালাতে পড়াশোনা হয়। পরিশ্রম করতে হয় আর অন্যান্য সংসঙ্গে পরিশ্রম নেই। সেখানে তো গীতা শুনে, গ্রন্থ শুনে ঘরে চলে যায়। সেখানে কেউ খোড়াই বলে যে পবিত্র হও, যাত্রা করো। পরবর্তীকালে এই সব লৌকিক যাত্রা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। বরফ পড়বে বা অ্যান্ড্রিডেন্ট হবে তখন কেউ যাবে না তোমাদের যাত্রা তীর হতে থাকবে। আমাদের যাত্রা হল শিবালয়ের দিকে। প্রথমে শিবের পুরী শিবালয়ে যাবে। তারপর শিবের দ্বারা স্থাপিত পুরী শিবালয়ে (স্বর্গে) যাবে। শিবপুরী আর বিশ্বপুরী দুই স্থানকেই শিবালয় বলা হয় কেননা মুক্তি-জীবন্মুক্তি দুই-ই শিববাবা প্রদান করেন। তাই সত্যযুগী দৈবী পরিবার শিববাবা স্থাপন করেন।

আত্মা - স্মরণে থাকার সময় আওয়াজের বিঘ্ন পড়তে পারে না। জ্ঞান শোনার সময় শোরগোলের বিঘ্ন পড়ে। মানুষ তো বলে যে শান্তিতে থাকো, নাহলে স্মরণে বিঘ্ন পড়বে। কিন্তু যোগে আওয়াজ বিঘ্ন দেয় না। বিঘ্ন দেয় মায়া। বাচ্চাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ হয়। বাচ্চাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হলে হবে না। মায়া তো ঘুঁসি মারতেই থাকবে। মায়া নাকে ঘুঁসি মেরেছে তাই এ' পড়ে গেছে। তাই বাবা বলেন এই মায়া কাম ক্রোধের ঘুঁসি মারে, এর থেকে তোমাদের অনেক-অনেক সাবধান থাকতে হবে। ঘুঁসি খাবে না।

আত্মা - মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের সব অলংকারকে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ মাস্টার গড হতে হবে।

২) বাবার রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজকে স্মরণে রেখে কোনও বিকর্ম করবে না। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বিকারে যাবে না।

বরদানঃ:- দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বারা অবহেলা-ভাবের ঢিলা স্কু-কে টাইট করে তীর পুরুষাংশী ভব
প্রতিজ্ঞাতে ঢিলা হওয়ার মূল কারণ হল - অবহেলা ভাব। যেরকম যতবড়ই মেশিন হোক না কেন, একটা

ছোটো স্কু টিলা হয়ে গেলে পুরো মেশিনটাই একেজো হয়ে যায়, সেইরকম প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য প্ল্যান খুব ভালো তৈরী করছে, পুরুষার্থও করছে কিন্তু পুরুষার্থ বা প্ল্যানকে দুর্বল করার জন্য একটাই স্কু আছে - অবহেলা ভাব। সে নতুন নতুন রূপে আসে। এই টিলা স্কু-কে টাইট করো। আমাকে বাবার সমান হতেই হবে - এই দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা তীর পুরুষার্থী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিই হল সময়ের সমীপতার ফাউন্ডেশন।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য

এখন তো সমগ্র দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন এক, সেই পরমাত্মাকেই কেউ শক্তি মনে করে, কেউ বলে প্রকৃতি অর্থাৎ কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই মান্য করে। তো যে বস্তুকে মান্যতা দেয় অবশ্যই সেই বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে, তবেই তো তাকে নাম দিয়েছে কিন্তু সেই একটি বস্তুর বিষয়ে এই দুনিয়াতে যত মানুষ আছে তাদের ততই নিজস্ব মত আছে, কিন্তু জিনিসটি এক। তার মধ্যে মুখ্যতঃ চার মত শোনাচ্ছি - কেউ বলে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, কেউ বলে ব্রহ্মই সর্বত্র, কেউ বলে সর্বত্র ব্রহ্মই ব্রহ্ম। কেউ বলে ঈশ্বর সত্যম্, মায়া মিথ্যম্। কেউ বলে ঈশ্বর নেই, সর্বত্রই প্রকৃতি। তারা ঈশ্বরকে মান্যতা দেয় না। এখন এইসব হল মত-মতান্তর। তারা তো মনে করে জগৎ হল প্রকৃতি, প্রকৃতি ছাড়া কিছুই নেই। এখন দেখো জগতকে মান্য করে কিন্তু যে পরমাত্মা জগৎ রচনা করেছেন সেই জগতের মালিককে মান্য করেনা! দুনিয়াতে যত মানুষ আছে ততই মত আছে, অবশেষে স্বয়ং পরমাত্মা এসে এইসব মতের সংশোধন করেন। এই সমগ্র জগতের নির্ণয় পরমাত্মা এসে করেন অথবা যিনি সর্বোত্তম সর্ব শক্তিমান, তিনি নিজের রচনার নির্ণয় বিস্তারিত ভাবে বোঝাবেন, তিনিই আমাদেরকে রচয়িতারও পরিচয় দেন আর নিজের রচনারও পরিচয় দেন।

কোনো কোনো মানুষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে, কি প্রমাণ আছে - আমি হলাম আত্মা! এখন এর উপর বোঝানো হয়েছে, যখন আমরা বলি যে অহম্ আত্মা সেই পরমাত্মার সন্তান, এটা হল নিজের সাথে নিজের কথা বলা। আমরা যে সারাদিন আমি-আমি বলে থাকি, সেটা কোন্ শক্তি আর যাকে আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের কে হন? যখন কাউকে স্মরণ করা হয় তো অবশ্যই তাঁর থেকে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের কিছু চাহিদা আছে, সবসময় তাঁর স্মরণে থাকলেই তাঁর থেকে আমাদের প্রাপ্তি হবে। দেখো মানুষ যা কিছু করে, মনের মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু শুভ ইচ্ছা থাকে, কারোর সুখের, কারোর শান্তিতে থাকার ইচ্ছা থাকে তো যখন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তো অবশ্যই গ্রহীতা কেউ আছে আর যার দ্বারা সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় তো অবশ্যই দাতা কেউ আছেন, তবেই তো তাঁকে স্মরণ করা হয়। এখন এই রহস্যকে পূর্ণ রীতিতে বুঝতে হবে, তিনি কে? এটা বলার শক্তি হলাম আমি স্বয়ং আত্মা, যার আকার জ্যোতির্বিদ্যুর মতো, যখন মানুষ স্থূল শরীর ত্যাগ করে তখন সেই আত্মা বেরিয়ে যায়। যদিও এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না, এখন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আত্মার কোনও স্থূল আকার নেই কিন্তু মানুষ অনুভব অবশ্যই করে যে আত্মা শরীর ছেড়ে দিয়েছে। তো আমরা তাকে আত্মাই বলবো যে আত্মা হল জ্যোতি স্বরূপ, তো অবশ্যই সেই আত্মার জন্মদাতা পরমাত্মাও তারই রূপের মতো হবে, যে যেরকম হবে তার জন্মদাতাও সেইরকম হবে। আবার আমরা আত্মারা সেই পরমাত্মাকে কেন বলি যে তিনি আমাদের সকল আত্মাদের থেকে পরম? কেননা তাঁর উপর কোনও মায়ার প্রলেপ নেই। কিন্তু আমাদের আত্মাদের উপর মায়ার প্রলেপ অবশ্যই লাগে কেননা আমরা জন্ম মরণের চক্রে আসি। এখন এটা হল আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। আত্মা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যে ভারত বিত্তশালী ছিল সেই ভারত এখন গরিব হয়েছে, বাবা স্বয়ং এসে গরিব ভারতকে পুনরায়
বিত্তবান বানাচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - তোমরা গোপ-গোপীকা, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান কে এবং কীভাবে?

*উত্তরঃ - সবচেয়ে ভাগ্যবান হল সে, যে গডলি জ্ঞানের ডাম্প করে, সে-ই পুনরায় সত্য যুগে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস দেব
সঙ্গেও ডাম্প করবে। এমন ভাগ্যবান বাচ্চারা এখন বাবার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করো, বাচ্চারা বলে
বাবা আমি তোমার, আমার কিছুই নেই। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন তাই বাবার কাছে সমর্পিত
হই।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে ধৈর্য প্রদান করছেন যে, হে ভারতবাসী বাচ্চারা, কোন বাচ্চারা ? যারা দেবতাদের পূজারী ।
যারা বিশ্বাস করে আমাদের ইস্ট দেব উঁচু দেবতারা ছিলেন। খ্রীস্টানরা খ্রীষ্টের পূজা করবে। বৌদ্ধরা বুদ্ধের পূজা করবে।
জৈনরা মহাবীরের পূজা করবে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মের বডদের পূজা করবে অথবা স্মরণ করবে। দেবী
দেবতাদের মন্দির আছে। তাতে শিবের মন্দিরও এসে যায়। উনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন আকারী এবং
লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা হলেন সাকার। এইসব কথা দুনিয়ার মানুষ জানেন। তাই যারা
দেবতাদের পূজা করে তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন যে ধৈর্য ধরো, এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। ভারত স্বর্গ ছিল,
লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে স্বর্গ বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যের ৫০০০ বছর হয়েছে। সীতা-রামের রাজ্যের ৩৭৫০
বছর হয়েছে। এই জ্ঞান তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ রাই কেবল জানো। দুনিয়ায় সবাই অন্ধকারে থাকার
কারণে সবাই বুদ্ধিহীন হয়ে আছে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের এক আছে লৌকিক পিতা, অন্য জন আছেন
পারলৌকিক পিতা। উনি হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। বাবা নতুন ঘর নির্মাণ করেন তাইনা। অসীম জগতের পিতা
নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। এখন সেই ভারতবাসীরাই ধর্ম ব্রষ্ট হয়ে পড়েছে। দেবতাদের মহিমা গায়ন করে - সর্ব গুণ
সম্পন্ন.... এই মহিমা অন্য কোনও ধর্মের মানুষের জন্য নয়। কোনো ধর্মের মানুষ নিজের ইস্ট দেবের উদ্দেশ্যে এমন গায়ন
করে না। তারা দেবতাদের ভক্তদের খুঁজে পাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের পাবে কৃষ্ণের মন্দিরে।
তোমরা জানো লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে ভারতের মালিক ছিলেন। অর্থাৎ ভারতবাসী সত্যযুগের মালিক ছিল। ভারত খুব
ধনী, বিত্তশালী ছিল। যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এ'হল ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগ এবং সহজ
জ্ঞান। দেবী-দেবতা ধর্ম হল প্রাচীন। কিন্তু মানুষ ভুলে গেছে যে, দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছিলেন। বাবা
বুঝিয়েছেন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। তারা কলিযুগী ব্রাহ্মণরাও বলে যে তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু তারা
এই কথা জানেনা যে ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন। তোমরা এখন প্রাক্টিক্যালি আছো। তোমরা জানো লক্ষ্মী-নারায়ণ এই ভারতে
রাজত্ব করে গেছেন। তাদের চেয়ে উঁচু কোনও মানুষ নেই। মানুষের এই কথা জানা নেই যে, সত্যযুগের কত বছর হয়েছে
! তারা তো সত্য যুগের আয়ু কয়েক আরব বলেছে। শাস্ত্র রচয়িতারা নিজেদের মতামত লিখে দিয়েছে। এখন বাবা
বাচ্চাদের বোঝান যে, ভারত আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল, তাদেরকে অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এখানে অবশ্যই
আসতে হবে। এই বর্ণ গুলি হল ভারতবাসী দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদের জন্য। পরে যে ধর্মগুলি আসে তাদের জন্য নয়।
তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বংশী হয়েছো। তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত হচ্ছে। তোমরা মাতা'রা, তোমাদেরকে ভারত
মাতা শক্তি অবতার বলা হয়। জগৎ অম্বার রীইনকারনেশন বলা হবে। শিববাবা এই সঙ্গমযুগে অবতরিত হয়েছেন।
তোমাদেরকে নিজের সন্তান রূপে আপন করেছেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো পরম পিতা পরমাত্মা উনি হলেন সকলের পিতা উনি হলেন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তাঁকে সৃষ্টির
মালিক বলা যাবে না। যদিও উনি হলেন পিতা কিন্তু মালিক হন না। এই হল গুপ্ত কথা। উনি হলেন ক্রিয়েটর অর্থাৎ
রচয়িতা, সুতরাং রচনার মালিক হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা বলেন আমি যে স্বর্গের স্থাপনা করি, তার মালিক হই না।
মালিক তো বাচ্চারা তোমাদেরকে বানাই। দুনিয়ায় সবাই বলবে ভগবান হলেন সৃষ্টির মালিক, কিন্তু উনি মালিক হন
রচনা করার জন্য। বাকি স্বর্গের মালিক উনি বাচ্চাদেরকে করেন। বাবার কর্তব্য হল বাচ্চাদেরকে মাথায় স্থান দেওয়া
অর্থাৎ উঁচু স্থানে বিরাজিত করা। বাবা হলেন সেবাধারী, তাইনা। বাচ্চাদের হাতে সব কিছু দিয়ে চলে যান। বাবাও বলেন
তোমাদেরকে উপযুক্ত বানিয়ে নতুন সৃষ্টি রচনা করে তার মালিক বানিয়ে আমি রিটায়ার হয়ে যাই। তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের

মালিকও বলা হবে কারণ তোমরা হলে ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের সন্তান। তোমরাও ব্রহ্ম তত্ত্ব যাবে তখন তোমাদেরকে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বলা হবে। সেখানে যদিও তোমরা আত্মারা চৈতন্য স্বরূপ হয়ে থাকো কিন্তু অর্গ্যান্স অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় থাকে না। যখন পরমধামে থাকো তখন থাকো ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পরে তোমরা সৃষ্টির মালিক হবে। তারপরে তোমাদের রাজ্য ভাগ্য হারাতে হবে। এই জ্ঞান না দেবতাদের, না শূদ্রদের থাকতে পারে। এই জ্ঞান শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ তোমরা ব্রাহ্মণদের ই আছে। বাবা খুব গূহ্য কথা বুঝিয়ে দেন। বলেন তোমাদেরই হিরো পার্ট আছে। জগৎ অশ্বা হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। পরে রাজ-রাজেশ্বরী হন, তৎস্বম্। এমন নয় শুধু ২-৪ জনের পার্ট রয়েছে। সৃষ্টির রাজ্য প্রাপ্ত করা এবং হারানো এইসব হল ভারতবাসীদের খেলা। ভারতবাসীই সৃষ্টির মালিক ছিল, আজ কাণ্ডাল হয়েছে। অপবিত্র রাজাদেরও রাজত্ব নয়, পঞ্চায়েত রাজ্য চলছে। বলা হয় রিলিজেন ইজ মাইট, সর্বশক্তিমান পিতা বসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। কতখানি মাইট প্রদান করেন, যে আমরা সৃষ্টির মালিক হই। ভারতে তো অনেক ধর্ম আছে। গুজরাটবাসীরা বলে আমরা গুজরাটি। সত্যযুগে একটি ধর্ম ছিল। বাবা বলেন তোমাদেরকে পুনরায় গীতার জ্ঞান প্রদান করি। যত দিন বাঁচব, ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করবো। অনেক জন্মের বোঝা যাচ্ছে, সেসব শেষ হওয়ার আছে। তারা তো যুদ্ধের ময়দান দেখিয়ে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। ভগবান বলেন তোমাদের রথে প্রবেশ করে মায়ার উপরে বিজয় লাভ করানোর জন্য যুদ্ধের মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। সাথে বাচ্চাদেরও দাঁড় করিয়েছি। তোমরা জানো মায়াজিত হয়ে আমরা স্বর্গের মালিক হবো। তারা সৈন্য দেব বলে দিয়েছে, কতখানি রাত-দিনের তফাৎ। তোমাদেরকে মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। তাদেরকে বলা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন ভারতের মালিক। তারপরে এমন স্লোগান রচনা করো যে, ভারতবাসী স্বর্গের মালিক ছিল। এখন সম্পত্তির মালিকানা অধিকার হারিয়েছে। শাস্ত্রে কৃষ্ণ এবং মহাভারতের যুদ্ধ দেখিয়েছে। ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সাধনা করে। আহ্বান করে যে, এসে মায়া রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করুন (লিবরেট করুন)। অনেক হাহাকার চারিদিকে। যুদ্ধ লাগলে অল্প, বস্ত্র ইত্যাদি কিছুই প্রাপ্ত হবে না। মুম্বাইকে কুইন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কারণ তারা স্বর্গের সুখের কথা জানেনা। আমরা জানি তাই তো আমরা অন্তরে ডাম্প করতে থাকি। জ্ঞানকে সদগতি বলা হয়। জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। তোমরা এখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করো যে, আমরা কীভাবে সবাইকে জ্ঞান বোঝাবো। দেবতারা যারা পবিত্র ছিল তারাই এখন পতিত হয়েছে, তাদেরকে খুঁজতে হবে। তারা মন্দিরে শীঘ্র মিলবে এবং তারাও খুশী হবে। জগৎ অশ্বার মন্দির নীচে আছে বাস্তুবে দুইজনের একত্রে থাকা উচিত। তোমরা জানো ব্রহ্মার কন্যা নম্বর ওয়ান প্রিন্সেস হবে। তোমরা জগৎ অশ্বার ৮৪-তম জন্মের বায়োগ্রাফি বলতে পারো। তোমরা শিববাবার বায়োগ্রাফিও জানো। এমন তো নয় উনি পাথরে কাঁকরে আছেন। পূর্বে যদিও আমরাও এমনই ভাবতাম। ইনিও এখন বলছেন। পূর্বে তো নিজেকে উঁচু তেই ভাবতেন। সবচেয়ে উঁচু ছিল জহরতের ব্যবসা করা, তার চেয়েও উঁচু হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। তোমরা ৯-টি রত্নের দ্বারা নির্মিত আংটি ধারণ কর। এর সঙ্গেই তুলনা করা হয়। পূর্বে তো এইসব কিছুই জানা ছিল না।

আজ মুখ্য কথা বোঝানো হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সৃষ্টির রচয়িতা হলেন পরমাত্মা। উনি রাজত্ব করেন না। রাজত্ব তো আমাদের দেন। আমাদেরই রাজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং হারিয়েও যায়। এই জ্ঞানও তো থাকা উচিত তাইনা। হারানো রাজ্যে কত গুলি জন্ম হয়? পরে নিজের রাজ্যে কত জন্ম হয়? আর কি চাই। মানুষ তো দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে উল্টো দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। তোমরা এখন সোজা স্থিতিতে আছো। মানুষ যখন মারা যায় তখন তাদের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এখন আমাদের মুখ রয়েছে পরমধামের দিকে। আমরা এই শরীর ত্যাগ করে সোজা চলে যাবো। আচ্ছা, বাবা বলেন মন্মানাভব। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আমার কাছে আসবে। এখানে অসীমে ক্লাস ভালো হয়। ভিতরে কামরায় বাবার গর্ভজেলের অনুভব হয়। অসীম জগতের পিতার অসীম জগৎ প্রয়োজন। অসীম জগতের সর্বোচ্চ মালিক এই হৃদ বা দেহে এসে বিরাজিত হন, তোমাদের সার্ভিস করার জন্য। তাঁকে আসতেই হয় পতিত দেহে, পতিত দুনিয়ায়। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে, স্বর্গের মালিক বানিয়ে পরে আমি ফিরে যাই। এখন উত্থাল পাখাল হবে। তখন যারা এখনও কাঁচা আছে অর্থাৎ দুর্বল আছে, সেসব পরিস্থিতি দেখে তাদের তো প্রাণ হারিয়ে যাবে। কাউকে মৃত্যু মুখে দেখে অনেকেরই খুব দুঃখ অনুভব হয় এবং তাতেই তাদের মৃত্যু হয়। তোমাদের তো অনেক মজবুত হওয়া উচিত। গায়নও করা হয় যে মিরুয়া মউত মলুকা শিকার অর্থাৎ শিকার দেখে শিকারী প্রফুল্লিত। স্বর্গের উপযুক্ত তো আমরা হচ্ছি। বাবা বলেন এই যুদ্ধের দ্বারাই গেট খুলে যায়। এখন ফিরে চলো, খেলা পূর্ণ হয়েছে। বাবা হলেন রুহানী গাইড (আত্মাদের গাইড), রুহানী ধাম (পরম ধাম) নিয়ে যান তাই এখন বাবাকে স্মরণ করো তো অন্ত মতি হবে সদ গতি। কারো কারো এখানে খুব ছোট জন্ম হয়। গর্ভে অনেক দন্ড ভোগ করে। বাইরে এসে শিশুর মৃত্যু হয় তারপরে আত্মা অন্য হিসেব নিকেশ ভোগ করতে যায়। বাবা বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই জ্ঞান রত্ন গুলি বুদ্ধিতে ধারণ করো। মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করো, একেই পরিশ্রম বলা হয়। ভয় পাবে না। যারা আমাদের ধর্মের আত্মা থাকবে তাদের জ্ঞানের বাণ অবশ্যই

লাগবে। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে দেখা উচিত। (বিছের দংশন করার দৃষ্টান্ত) দেখো পাথর স্বরূপ হলে দংশন করবে না। চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করতে করতে সফল (সাকসেসফুল) হয়েই যাবে। বর্তমানে এই জ্ঞান এবং যোগের শক্তি নেই তাই সন্ন্যাসী, রাজা ইত্যাদিদের এখনও বোঝানো হয় নি। জনক, পরীক্ষিত, সন্ন্যাসী ইত্যাদি সব শেষেই আসে। তাদের জ্ঞান প্রদান করলেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন তোমরা বলবে টু লেট। বাবা এসেছিলেন বুদ্ধিরূপী ঝুলি ভরে দিতে, কিন্তু তোমরা সঠিক সময়ে আসো নি। সর্বদা চিন্তন করো যে কীভাবে সার্ভিস করা উচিত। নিমন্ত্রণ পত্রিকা ছাপাও। আইডিয়া বের কর। সার্ভিসও হয় ড্রামা অনুসারে। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি। ভগবানুবাচ, বাচ্চাদের প্রতি, গোপ গোপীকাদের প্রতি। গোপী বল্লভ হলেন ভগবান। উনি হলেন পিতা। গোপ গোপীকারা সবাই এখানেই আছে। সত্যযুগে তো থাকবে না। এ'হল গডলি জ্ঞানের ডাক্স। পরে সেখানে গিয়ে প্রিন্স প্রিন্সেসদের সঙ্গে ডাক্স করবে। তোমরা বাচ্চারা হলে তানেক ভাগ্যবান, শুধু সমর্পণ করো। বাবা আমি তোমার, কেন বা সমর্পণ করবো না। আপনি স্বর্গের মালিক করেন আমাদের। খুব উঁচু মানের উপার্জন। বাকি সব তো কবরে যাবে। কবরস্থান এবারে পরিস্থানে পরিণত হবে। দেহলী পরিস্থান ছিল, পরীদের স্থান ছিল। দেবী-দেবতাদেরকে পরিস্থানের পরী বলা হয়। এখন হয়েছে কবরস্থান। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের এবং বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। আমরা ব্রাহ্মণরাই পুনরায় দেবতায় পরিণত হবে।

২) নিজের স্থিতি মজবুত বানাতে হবে। মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও ভয় পাবে না। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। ধারণ করে অন্যদের সার্ভিস করতে হবে।

বরদান:- অজুহাত দেখানোর খেলা সমাপ্ত করে মাস্টার দাতা স্বরূপের স্বমানধারী ভব
যে বাচ্চারা অজুহাত দেখানোর খেলায় নিপুণ তারা বলবে - এমন হয় না তাই অমন হয় না। অমুকে এইরকম করেছে, পরিস্থিতি বা কথা এমন হয়েছিল.... এখন এই অজুহাত দেখানোর ভাষা সমাপ্ত করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে যেমনই হোক না কেন কিন্তু আমাকে তো বাবার সমান হতে হবে। অন্যরা সাহায্য করবে তবে আমি সম্পন্ন হব, এমন নয়। এইরূপ প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকার পরিবর্তে দাতা রূপে সহযোগিতা, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়া ই হল নেওয়া। এই ভাবনার দ্বারা মাস্টার দাতা রূপের স্বমানধারী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যখন আমি এবং আমার ভাবের প্রতি বৈরাগ্য থাকবে তখন বলা হবে অসীম জগতের বৈরাগী (বেহদের বৈরাগী)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় স্বয়ং ভগবান তোমাদের সামনে উপস্থিত আছেন, তিনি স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন, এইজন্য অপার খুশীতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - বাবা নিজের বাচ্চাদের প্রতি কি ব্লেসিংস্ (আশীর্বাদ) করেন?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদেরকে নিজের সমান নলেজফুল বানানো - এটাই হল তাঁর ব্লেসিংস্ । যে নলেজের আধারে নর থেকে শ্রী নারায়ণ হয়ে যায়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। আমি ছাড়া এই ব্লেসিংস্ আর কেউ করতে পারবে না।

*গীতঃ- আমাকে আলিঙ্গন করো...

ওম্ শান্তি । এই গান হল এই সময়ের সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ মাতাদের আহ্বান, কেননা সমগ্র দুনিয়া এখন উদাস হয়ে আছে। তাদের মধ্যেও গোপীকারা বেশী উদাস। তারা গাইতে থাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। ভক্তিতে তো আহ্বান করতে থাকে কিন্তু তারা এটা জানে না যে ভগবান কে? এখানকার গোপীকারা জানে কিন্তু তারা সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ, দুঃখী। তারা চায় যে বাবা আমাদেরকে নিজের গলার মালা বানিয়ে নেবেন। শিবের রুদ্র মালা সুপরিচিত। তো এইসময় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা চায় যে আমরা শিববাবার গলাতে মালার দানা রূপে থাকবো কেননা এই সময় স্ত্রী পুরুষ আসুরিক গলার মালা হয়ে আছে। কন্যারা চায় যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় গলার মালা হবো। অবশ্যই যখন বাবা উপস্থিত আছেন তাই তো বলছে। যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন বলে ঈশ্বর বর্তমান আছেন এটা মনে করে সত্য কথা বলবো। বড় বড় সরকারী মন্ত্রীরাও শপথ গ্রহণ করে। গীতা হাতে নেয় কেননা গীতা হল ভারতের ধর্মশাস্ত্র। তো এক ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে, এমন নয় যে সকল ঈশ্বরের নামে, সকলের নামে শপথ নেয়। তবে তো নিশ্চয়ই বাবা কখনো উপস্থিত ছিলেন। এইসময় তো নেই। কেবল তোমাদের জন্য উপস্থিত আছেন, বাচ্চারা যিনি তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। শিবরাত্রিও পালন করে, অবশ্যই এসেছিলেন নিশ্চয়ই! কিভাবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন? এটা কারো জানা নেই। এত বড় সোমনাথের মন্দির - কিন্তু তিনি কি করেছিলেন, সেটা জানা নেই কেননা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। সপ্তম যুগের পরিবর্তে দ্বাপর যুগ বলে দিয়েছে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে তিনি হলেন নিরাকার, মানুষের মতো তাঁর কোনও আকার নেই। এখন তিনি আমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা তাঁকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছে। তিনি অবশ্যই নলেজফুল, ব্লিসফুল। নলেজ দেন, এটাই হল তাঁর ব্লিস। এই নলেজের ব্লিসের দ্বারা তোমরা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছ। তিনি ব্রহ্মা শরীরের দ্বারা নিজে পড়াচ্ছেন। বাবা স্বয়ং বলছেন, প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ শেখাতে পারবে না। তিনি নিজে রাজাদের রাজা হয়েছেন। সেখানে কেবল একটাই শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ থাকবেন না। সেখানে সমগ্র সূর্যবংশী রাজত্ব ছিল। তাঁদের রাজ্য এখন মায়া ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি পুনরায় এখন তোমাদের সম্মুখে এসেছি। ব্রাহ্মণেরা এখন তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছি।

এখন বাবা যিনি এত দূরদেশ থেকে এসেছেন তিনি অবশ্যই কোনও উপহার নিয়ে আসবেন। লৌকিক বাবা যখন আসবেন তখন কতো উপহার নিয়ে আসেন। ইনি হলেন সকলের বাবা, যাঁকে এত সবাই স্মরণ করে। দূরদেশ থেকে আসেন তো খালি হাতে থোড়াই আসবেন? বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি, যেটা কোনও মানুষ নিয়ে আসতে পারবে না। আমি স্বর্গ (হেভেন) নিয়ে আসি। কতো বড় উপহার। বাবা সাক্ষাৎকারও করান, সেখানে কতোই না সুখ। অঙ্গে-অঙ্গে সুগন্ধ। লক্ষ্মী-নারায়ণের অঙ্গে-অঙ্গে সুগন্ধ আছে। এখন এই শরীর তো পোকা মাকড়ে পরিপূর্ণ। বাবা এই পোকামাকড়গুলিকে বের করে ভ্রমরী বানাচ্ছেন। এখানকার শরীর তো হল জীবানুতে পরিপূর্ণ রুগী। সেখানকার শরীর কতোই না সুন্দর হবে। মন্দিরেও কতো সুন্দর মূর্তি তৈরী করে। কতো পার্থক্য আছে - এই সময়কার শরীর আর তখনকার শরীরের মধ্যে। ৫ হাজার বছরের কথা, এই ভারত ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। সেখানে আত্মাও পবিত্র ছিল তো শরীরও পবিত্র ছিল। বাবা মাটির বাসন থেকে তোমাদেরকে সোনার বাসন তৈরী করছেন। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সেবা করে কি থেকে কি বানাচ্ছেন! বাবারও কত সুন্দর পার্ট, বাবা ছাড়াও টিচার আর সঙ্গীতেরও ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কোনও বাবা টিচার গুরু নেই। তোমাদের লৌকিক বাবার তো বাবা টিচার গুরু অবশ্যই থাকবেন। শিববাবা বলছেন - আমার কেউ নেই। কিন্তু তাঁর অক্যুপেশনকে কেউ জানেনা। যতক্ষণ কারোর স্বর্গের বিষয়ে জ্ঞান না থাকে ততক্ষণ কেউ জানতে পারে না যে আমরা নরকে আছি। গ্রন্থ সাহেবে পড়ে - পুতিগন্ধময় কাপড় ধুয়ে দেন... কিন্তু নিজেদেরকে তারা সেইরকম

(নোংরা) মনে করে না। বাবা এসেছেন জ্ঞান শুনিয়ে কালো থেকে গৌর বানানোর জন্য। এই সময় তোমরা জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ স্থাপন করতে পারে না, তারা এটা বলতে পারবে না যে আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। তারা হল নিবৃত্তি মার্গের। ভয় পেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এখানে কোনও ভয় নেই। বাবার কাছে বাচ্চারা এসেছে, বলছে - বাবা আমাদের মধ্যে শক্তি আছে। একসাথে থেকেও পবিত্র থাকতে পারি। যদি কোনও কন্যার উপর প্রহার করা হয় তাহলে সেই কন্যাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে গান্ধর্ব বিবাহ করতে পারো, আমরা কাম চিতায় জ্বলে মরবো না। জ্ঞান তলোয়ার মাঝখানে রাখবো। দু'জন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ভাই-বোন কিভাবে বিষ পান করতে পারে! শাস্ত্রতেও গান্ধর্ব বিবাহের কথা লেখা আছে। কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে নারী হল নরকের দ্বার। তাদের কাছে জ্ঞান তলোয়ার তো নেই যে একসাথে থেকেও পবিত্র থাকতে পারে। তোমরা তাদের থেকে অনেক বাহাদুর, কামচিটা থেকে উঠে জ্ঞান চিতাতে বসেছো। তাই কালো থেকে গৌরা হয়ে যাও। সন্ন্যাসীরা তো আজকাল বিবাহও করায়, চার্চেও

বিবাহ হয়। নাহলে তো যীশু খ্রিষ্টকে কেন ক্রসে চড়িয়েছে? এই পবিত্রতার কারণে। বলেছিল যে - এ কে? যে বলছে - পবিত্র হও। পরিস্থিতি তো আসেই। এখানে শিববাবার কাছে আসে না কিন্তু বাবা যার মধ্যে প্রবেশ করেন, লং বুটে, তার কাছে আসে। রাস্তায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণ ফেসে গেছে... পুরানো জুতো তাই না। ইনি খোড়াই বলেন যে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বলেন যে রাজযোগ শিখবো তো নর থেকে নারায়ণ হবো, কিন্তু এখন নয়। সেইরকম বাচ্চাদেরও নিশ্চয় আছে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হব। ফেল হবো না, ক্ষত্রিয় যাতে না হতে হয়। রাম ৩৩ এর থেকে কম নম্বর পেয়েছিল তাই চন্দ্রবংশীতে চলে গেছে। এমনিতে তো সূর্য বংশীরাও চন্দ্র বংশী পরিবারে আসবে। সেইসময় (সত্যযুগের অন্তে) লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রামকে রাজ্য দেয়, লক্ষ্মী-নারায়ণও পুনর্জন্ম নিতে নিতে ত্রেতাতে আসে, রাজ পরিবারে জন্ম নিতে থাকে। তারপর সীতা-রামের নাম চলে আসে। লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম সমাপ্ত হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, স্বদর্শন চক্র কোনটি? (দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন)। হ্যাঁ, এটা হল চক্র। কীভাবে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র... এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের এসে থাকো। এই চক্র যত ঘোরাবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, এর দ্বারা রাবণের গলা কাটে। বাচ্চারা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবার কাছ প্রতি অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। তোমরা বলেও থাকো বাবা আমরা তোমার বিচ্ছেদ সহিতে পারি না। এমন বাচ্চারাও রয়েছে যারা বন্ধনে রয়েছে, ছটফট করে, কেননা ইনিই হলেন মাতা-পিতা... এক তো মাতা জগৎ অম্বা, যাঁকে সকলে স্মরণ করে। কিন্তু জগৎ অম্বার পিতা কে? এটা কারো জানা নেই যে ব্রহ্মা, সরস্বতীর পিতা। পূজারীরাও এটা জানে না যে এই সরস্বতীই পরে লক্ষ্মী হয়। তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে আবার ইনিই সরস্বতী হন। এই জ্ঞান এই বাবার কাছেই ছিল নাকি! এনার মধ্যে যদি জ্ঞান থাকতো তবে অবশ্যই তিনি সেটা কোনো গুরুর থেকেই পেয়ে থাকতেন। তারপর সেই গুরুর মহিমা করতেন। এরপর সেই গুরুর শিষ্যও হতো। তারও বলতো। কিন্তু বাবার কোনো সাকার গুরু নেই। বাবা বলেন আমি তোমাদের বাবা, টিচার, গুরু। আমি এই পুরানো জুতোতে বসে পড়াই। তো ইনিই তারপর হলেন মাতা, সেইজন্য ঔনাকে মাতা-পিতা বলা হয়। তোমরা যে গেয়ে থাকো তুমি মাতা পিতা, সেটা ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলা যায় না। ব্রহ্মা কি বৈকুণ্ঠ রচনা করে নাকি? বাবা তো হলেন বাবাই। আর এই ব্রহ্মা হলেন তোমাদের মাম্মা। কলস প্রথমে ইনি (ব্রহ্মা) পেয়ে থাকেন। কিন্তু সরস্বতীর মহিমা বাড়ানোর জন্য সরস্বতীকে আগে রাখা হয়েছে। সরস্বতীর নাম গডেস অফ নলেজ বলে খ্যাত। বিদ্বৎ সমাজও (মন্ডলী) সরস্বতী টাইটেল ব্যবহার করে থাকে।

আচ্ছা বাবা বলেন তোমাদেরকে কতো বুঝিয়েছি, কতো বোঝাচ্ছি যে, মন্মনাভব। ব্যস্ কেবল আমাকে স্মরণ করো আর আমার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গে চলে যাবে। সেখানেও তো নম্বরক্রমেই থাকবে তাই না! সূর্যবংশীর রয়্যাল দাস-দাসীও তো থাকে! প্রজাদেরও তো দাস দাসী থাকবে। চন্দ্রবংশী রাজা রানীরও দাস দাসী হবে। তারা সবাই এখানেই তৈরী হচ্ছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতে পারি যে এখন যদি তোমার শরীর ত্যাগ হয় তবে সেখানে গিয়ে কী হবে? আচ্ছা কোনো কথা যদি বুঝতে না পারো তবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। মনে রাখবে যোগ ঠিক না হলে তবে সেই সুখ অনুভব হবে না। তাহলে শোক বাটিকাতেই বসে থাকবে, স্বর্গ হল অশোক বাটিকা। সীতা অশোক বাটিকাতে নেই, শোক বাটিকাতে ছিল। এখন তো সবাই শোক বাটিকাতে বসে আছে তাই না? মানুষের চিন্তা থাকে যে কি জানি যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে কি হবে? আমরা তো বলি যে যুদ্ধ লাগলে স্বর্গের গেট খুলবে।

আচ্ছা - মনে রাখবে, সত্য হৃদয়ে সাহেব সম্মত থাকেন। যদি ভিতরেই শয়তান থাকবে তবে বিদ্বৎ সৃষ্টি করতেই থাকবে। তাহলে তখন কড়া শাস্তি পাবে। ট্রেটরদের (বিশ্বাসঘাতক) সব সময় কড়া শাস্তি পেতে হয়, তিনি তো হলেন সুপ্রীম

জাজও। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখিয়ে) দেখো এর ওপরেও কতো কলঙ্ক আরোপ করেছে। এ তো না কাপড় চুরি করেছে আর না কংস জরাসন্ধকে মেরেছে। শ্রীকৃষ্ণেরও মুখে কালিমা লেপন করেছে। আচ্ছা।

বাপদাদাও বাচ্চারা তোমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন (হাজির-নজির)। তোমরা বলবে আমাদের সামনে রয়েছেন। ভগবান স্বয়ং বলেন আমি পতিত বুটে প্রবেশ করেছি তবেই তো পবিত্র হয়েছে। এখন হল ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মাও তো তবে রাতেই থাকবেন তাই না? তারপরে বিষ্ণু হলে তখন দিন হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছি। দাদা বলো কিম্বা গুপ্ত মা। এ হল ওয়ান্ডারফুল রহস্য। বাপদাদা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে নম্বর ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কেন বলেন? তোমরা জানো যে বাবা তখনই ভালোবাসবেন যখন বাবার অনুযায়ী সার্ভিস করবে। যে যেমন সহায়তা করবে, তারাও তো প্রজাতে আসবে, তাই না? তাতেও নম্বরক্রমে সাহকার প্রজাও হয়ে থাকে তাই না। আচ্ছা। গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সত্য সাহেবকে রাজি করবার জন্য অত্যন্ত সত্য হৃদয় রাখতে হবে। কোনো প্রকারের বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

২) সুখের অনুভব করবার জন্য নিজের যোগ ঠিক রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে বিকর্ম ভস্ম করতে হবে।

বরদানঃ- সব কিছুর থেকে পৃথক (ন্যারী) অবস্থাতে স্থিত থেকে সকল কর্ম করে সকলের এবং পরমাত্মার ভালোবাসার অধিকারী ভব
বাবা যেমন সব কিছুর থেকে পৃথক আর সকলের প্রিয়। অনাসক্ত ভাবই প্রিয় বানিয়ে দেয়। যত নিজের দেহের চেতনা থেকে পৃথক হতে থাকবে ততই প্রিয় হয়ে যাবে। মাঝে মাঝেই প্র্যাক্টিস করো দেহে প্রবেশ করে কর্ম করলাম তারপর এখনই অনাসক্ত হয়ে গেলাম। এই রকম অনাসক্ত অবস্থাতে স্থিত থাকলে কর্মও সুন্দর হবে আর বাবার এবং সকলের প্রিয়ও হতে পারবে। পরমাত্মা ভালোবাসার অধিকারী হওয়া - কত বড় লাভ রয়েছে।

স্লোগানঃ- শুভ ভাবনার স্টক ফুল থাকলে ব্যর্থের ফুলস্টপ লেগে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য - "আত্মা কখনো পরমাত্মার অংশ হতে পারে না"

অনেকে মনে করে, আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার অংশ। এখন অংশ তো বলা হয় টুকরোকে। এক দিকে বলছে পরমাত্মা অনাদি এবং অবিনাশী, তাহলে এইরূপ অবিনাশী পরমাত্মাকে টুকরোতে কীভাবে নিয়ে আসা যায়! এখন পরমাত্মাকে কাটা কীভাবে যাবে। আত্মাই যখন অজর অমর, তাহলে অবশ্যই আত্মাকে জন্ম দিয়েছেন যিনি তিনিও তো অমর। এই রকম অমর পরমাত্মাকে টুকরোতে নিয়ে আসা মানে পরমাত্মাকেও বিনাশী বলে দেওয়া। কিন্তু আমরা তো জানি যে আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান। তাহলে আমরা হলাম ওঁনার বংশজাত অর্থাৎ বাচ্চা, তাহলে তিনি অংশ কীভাবে হতে পারেন? সেইজন্য পরমাত্মার মহাবাক্য হল হে বাচ্চারা, আমি নিজে তো ইন্সটাল, জাগ্রত জ্যোতি, আমি হলাম দীপক, আমি কখনো নিভে যাই না আর সব মানব আত্মাদের দীপক জাগেও আর নিভু নিভুও হয়। তাদের সবাইকে জাগাই আমি, কেননা লাইট আর মাইট প্রদানকারী হলাম আমি। এছাড়া আমি পরমাত্মার লাইট আর আত্মার লাইট দুয়ের মধ্যে তফাৎ অবশ্যই আছে। যেমন বাত্ম হয়ে থাকে, কোনো টার পাওয়ার বেশি, কোনো টার পাওয়ার কম হয়ে থাকে, সেই রকমই আত্মাদের মধ্যে কারো পাওয়ার বেশি আবার কারো হল কম। এছাড়া পরমাত্মার পাওয়ার কখনোই কম কিম্বা বেশি হয় না। সেই কারণেই তো পরমাত্মার বিষয়ে বলা হয় তিনি হলেন সর্বশক্তিবান অর্থাৎ সকল আত্মাদের থেকেও তাঁর শক্তি বেশি। তিনিই সৃষ্টির অগ্নিমে আসেন, যদি মনে করে পরমাত্মা সৃষ্টির মাঝে আসেন অর্থাৎ যুগে যুগে আসেন, তবে তো পরমাত্মা মাঝখানেই এসে গেলেন, তবে পরমাত্মা সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ কীভাবে হলেন। যদি কেউ বলে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন, তবে কি এটাই বুঝবো যে পরমাত্মা প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিকে চালান। এই রকম সর্বশক্তিবান এর শক্তি এই পর্যন্তই? যদি সৃষ্টির মাঝখানেই নিজের শক্তির দ্বারা সবাইকে শক্তি বা সঙ্গতি প্রদান করে দেবেন তবে তো তো তাঁর শক্তি কয়েম থাকার কথা, তবে কেন এত দুর্গতি পেতে হচ্ছে? সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না

অর্থাৎ (কল্পের) মাঝখানে মাঝখানে আসেন না। তিনি আসেন কল্পের অন্তিম সময়ে আর এক বারই নিজের শক্তির দ্বারা সকলের সঙ্গতি করেন। যখন পরমাত্মা এত বড় সার্থিস করেছেন, তবেই তো তার স্বরূপিক হিসেবে শিবলিঙ্গ বানিয়েছে আর এতো পূজা করে তাঁর। তাহলে নিশ্চয়ই পরমাত্মা সৎ-ও চৈতন্যও আর আনন্দ স্বরূপও। আচ্ছা। ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছো - তোমরা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়ার সমাপ্তি হতে চলেছে, সেই জন্যই এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে, সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা এই অবিনাশী পিতার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

*উত্তরঃ - তারা নিজেদের অর্থ ব্যর্থ কাজে খরচা করবে না। ভক্তি মার্গে দীপাবলি ইত্যাদি উৎসবে কত বারুদ জ্বালায়। অল্প সময়ের আনন্দ উৎসব পালন করে। তোমরা জানো যে এই সবই - সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয় এবং শক্তির অপচয়। এখানে তুমি বনবাসে রয়েছো তাই তোমরা এইরকম আনন্দ উৎসব পালন করো না। তোমাদেরকে এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যেতে হবে।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো, বাবা তোমাদের সাহায্য করেন। ৫ বিকারের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করার অর্থাৎ মায়ার উপর জয়লাভ করে জগৎ জিৎ হওয়ার। সমগ্র দুনিয়াকেই বলা হয় জগৎ। বাচ্চারা জানে যে, আমরা সমগ্র জগতের মালিক হতে চলেছি। কখন আমরা মালিক হতে পারব? যখন রাবণের রাজত্বকাল পূর্ণ হয়ে যাবে। রাবণকে বছর বছর দহন করা হয়, তার কারণ এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে, তাকে সত্য যুগের মালিক বানান। দশহরার পর দীপাবলীর দিন মানুষজন খুব ভালো ভালো জামাকাপড় পরে থাকে। তারপর তারা সাধারণত লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ এবং কোনো দেবীর মন্দিরে যায়। তবুও তারা দেবীর এবং লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকৃত পরিচয় জানেন না। দেবীরা হলেন শিবশক্তি, ব্রাহ্মণী। দেবীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয়। বাস্তবে দেবীর হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্রই নেই, কারণ তা তো গুপ্ত হয়ে আছে। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার ফলে অর্ধ-কল্প ধরে তোমাদের অটুট অখন্ড আনন্দ বজায় থাকে। এখন তোমরা আনন্দ উৎসব পালন করো না। এই লৌকিক দীপাবলি কিরূপে প্রকৃত দীপমালা হতে পারে, কারণ এ তো আজ প্রদীপ জ্বালাবে, কাল পুনরায় নিভে যাবে। প্রত্যেক বছর দশহরা পালন করতে থাকে সবাই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা কেউ নিজেদের ঘরে প্রদীপ জ্বালাও না। মন্দির ইত্যাদি স্থানে তো প্রদীপ, ইলেকট্রিকের আলো জ্বালানো হয়। মানুষ জানে না যে দীপমালা এবং দশহরা প্রকৃতপক্ষে কি? প্রকৃতপক্ষে সেই সময় সমগ্র ভারত, এক নতুন ভারত হয়ে ওঠে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা - এ হল ভক্তি মার্গের কথা। ভক্তি মার্গে কত অর্থের অপচয় হয়। দীপাবলির দিন কত বিপুল পরিমাণে বারুদ পোড়ানো হয়। সময়ের অপচয় অর্থের অপচয় এবং শক্তির অপচয় করতেই থাকে। এখন এই হল ফরেন্স্ট অফ থর্নস - অর্থাৎ কাঁটার জঙ্গল। প্রত্যেকেই জংলি হয়ে গেছে। তোমরাও প্রথমে এমনই ছিলে, কিছুই বুঝতে পারতে না। সত্য যুগে কেউ কখনো অর্থের অপব্যয় করবে না। এখানে তো অর্থের অপব্যয় হতেই থাকে। দান-ধ্যান করলেও তা থেকে শুধু অল্পকালের ফলপ্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা জেনেছো যে, আমরা সেই অবিদ্যার বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেছি, তাই আমাদের সমস্ত কিছুই অবিদ্যার হয়ে গেছে। পুরনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা, তোমরা সেই মোহ জিৎ রাজার কথা তো শুনেছ। এই কাহিনী সত্য যুগের জন্য নয়, কারণ সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। এ তো শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ বলার জন্য একটি কাহিনীর মোড়কে বলা হয়েছে যে সেই সময় সকলেই নষ্টমোহ এবং মোহজিৎ ছিলেন। শরীরসহ সম্পূর্ণ পুরাতন দুনিয়া থেকে মমত্ব দূর করতে হবে, তার কারণ তুমি এখন নতুন দুনিয়াতে গমন করছো। পুরাতন দুনিয়ার সাথে কখনো কি কারোর মমত্ব থেকে যায়? একেই বলা হয়ে থাকে অসীমের সন্ধ্যাস। বাবা শুধুমাত্র এইটুকু বলেন না যে শুধুমাত্র এই দেহ থেকে সম্পূর্ণ মমতা দূর করো। বরঞ্চ তিনি বলেন, এই চর্মচক্ষু দিয়ে যা কিছু দেখো সবকিছু ভুলে যাও, তার কারণ এখন দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত কিছু সমাপ্ত হতে চলেছে। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো হয়েই আছে এবং এক নতুন বিশ্বের সূচনা হবে। শিব বাবা আমাদেরকে রাজত্ব প্রদান করেন। শিব বাবার নাম তো সর্বদাই শিব, তার কারণ তার কোন নিজস্ব শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর

- এদের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীর আছে। সেও অনেক ওপরে। অমরনাথ এসে আমাদেরকে অমর হয়ে ওঠার কাহিনী শোনান। অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চারা এখন তোমরা সকলে ফুল হয়ে উঠছো। কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করতে হলে পরিশ্রম তো অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে এখন সকলেই কাঁটা, তারা একে অপরকে এমনভাবে কাঁটা ফোটাতে থাকে যে আর বলার থাকে না। তাই বাবা বলেন কেন কখনো কাউকে কাঁটা ফুটিও না। কাম কাটারি চালিও না। এই কাম এর

হিংসা - আদি মধ্য অন্তঃকাল পর্যন্ত শুধু দুঃখই দেয়। যদি কাউকে প্রাণে মেরে ফেলো তো তাহলে সে শেষ হয়ে যায়। এখানে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে দুঃখী হয়ে থাকতে হয় যদি কামনারূপী হিংসা তার মধ্যে থাকে। বাবা বলেন এখন তোমরা যেন কোনো চালিও না।

এখন তোমরা দশহরা পালন করছো এরপর দীপাবলী আসে। সত্য যুগে কোনো দীপাবলি পালন করা হয় না। সেখানে স্বয়ং লক্ষ্মী রাজত্ব করেন, তাই তাঁকে আলাদা করে পূজা করা হয় না। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাদের এই বায়োগ্রাফি, মানুষেরা জানে না। তা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাচ্চারা, তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। বাবা বলেন আমিও শরীর ধারণ করেছি। কিন্তু আমার শরীর ধারণ করার পদ্ধতি সকলের থেকে ভিন্ন। এখন আমাদের দীপাবলীর কোন আনন্দ অনুভব হয় না, তার কারণ এখন আমরা সকলে বনবাসে আছি। এখন আমরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। বাবা বলে পাঠিয়েছিল যে, ১০৮ টি তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করো, তবেই তোমার দেহ অভিমান ভঙ্গ হবে। এখন তুমি কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, লেখাপড়া করলে তবেই তো নবাব হতে পারবে। বাবা বলেন যে আমি তোমাকে নর থেকে নারায়ণ গড়ে তুলি। সুতরাং সেই অনুযায়ী উঁচু পুরুষার্থও তো করতে হবে। যখন আমি এসে পড়াচ্ছি, তবুও কেন নিজের পদমর্যাদা খারাপ করে ফেলো? মাতা-পিতাকে, তোমরা কেন অনুসরণ করো না? বাবা এই সাক্ষাৎকার করিয়াছেন যে যারাই অতি উত্তম রূপে এই পড়াশোনা করবে তারাই সেই লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব আসতে পারবে। তুমি জানো যে আমরা এই পড়াশোনা করছি স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। সাধারণ মানুষেরা ভাবে যে, মানুষের মৃত্যু হলে, তারা স্বর্গবাসী হয়। এখন তুমি জানো যে বাবা এসে আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যান এবং রাবণ এসে পুনরায় আমাদের নরকবাসী করে দেয়। মানুষ বলে মুখে বলে যে, হিন্দু-চীনা ভাই ভাই, কিন্তু আবার একে অপরকে দুঃখও তো দেয়। তোমরা জানো যে মাতা পিতার থেকে আমরা এখন অতি নিবিড় সুখের প্রাপ্তি করছি। অতঃপর পুনরায় ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। বলা হয় কথায় আছে যে - চড়তি কলা, সকলের কল্যাণ... তো এখন সকলের কল্যাণ হয়। কেউ নরক থেকে বেরিয়ে স্বর্গবাসী হয়, কেউ শান্তিধাম নিবাসী হয় - তো তাদের কল্যাণ হয়ে যায়। সত্য যুগে কোন দুঃখ দায়ী বস্তু থাকেই না। ধনী ব্যক্তিদের অনেক উত্তম প্রকারের আসবাবপত্র থাকে। ওখানে কোন হিংস্র দুঃখদায়ী পশু পাখি থাকে না। তাকেই বলা হয় স্বর্গ। এ হলো আল্লাহ অবলদিনের খেলা - এখানে এক টাকার পরিবর্তে রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আল্লাহ বাবা, অবলদিন অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা এক সেকেন্ডের মধ্যে বৈকুণ্ঠের মালিক বানিয়ে দেন। বাবা অবলদিনের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তবে বাচ্চারা যেন সাক্ষাৎকার করার ইচ্ছা না করে। বাবা বলেন ধ্যানীর থেকে জ্ঞানী আমার প্রিয়। ধ্যানে মায়া প্রবেশ করে। জ্ঞানে মায়া আসতে পারে না। যারা নবধা ভক্তি করেন তাদেরকে বাবা সাক্ষাৎকার করান। এখানে কোনরকম নবধা ভক্তি করা হয় না। ছোট ছোট বাচ্চারাও সাক্ষাৎকার করে। এখানে বলা হয়ে থাকে, যদি ধ্যানের অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে পড়াশোনা করতে পারবে না। শুরুর দিকে অনেক ধ্যানের প্রোগ্রাম হতো। কিন্তু এখন আর তা নেই। জ্ঞানী আত্মা কখনো কোনো বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে না, সন্দেহ এলেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে, বাবাকেও ছেড়ে দেয়। এখন সূর্যবংশী দেবী দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাদবাকি ধর্ম স্থাপকেরা কখনো কোন রাজধানী স্থাপন করেন না, যখন ধর্মের বৃদ্ধি হয়ে যায় তখন রাজত্ব চলতে থাকে। সুতরাং তোমরা এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছে। নতুন কেউ এলে তাকে জিজ্ঞাসা করো পরম পিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? সে বলবে, আমার বাবা। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন আর রাবণ নরক তৈরি করে। যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন তাঁর পূজা করা হয় আর যে নরক বানিয়েছে তাকে আগুনে পোড়ানো হয়। কারণ নরকের মধ্যে মানুষ কামনার চিতায় জ্বলতে থাকে। তাই রেগে গিয়ে রাবণকে আগুনে পোড়ায়, কিন্তু রাবণ কখনোই পুড়ে যায় না। তবু সকলেই বলে যে পুরাতন রীতি অনুযায়ী এই নিয়ম চলে আসছে। কিন্তু এই রীতির অর্থ কেউই জানেন না। শত্রুর কুশপুতুল দাহ করা হয়। রাবণকে কেন দহন করা হয়? কারণ রাবণ তোমাকে দহন করে। তাই তোমরা রাবণকে দহন করো। কিন্তু মানুষ এসব কথা কিছুই জানে না। সত্য যুগে সকলেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে থাকেন তাই সেখানে রাবণকে দহন করার কোনো ব্যাপারই থাকে না। সেই সময়কে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। আমরা (প্যারাডাইসবাসী) স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। অভিশাপ দেয় রাবণ। রাবণ কাকে বলা হয়? স্ত্রীর পাঁচ বিকার এবং পুরুষের পাঁচ বিকার। সত্য যুগে এই বিকাশ ছিল না। সন্ন্যাসী তো পরবর্তী সময় আসেন। এখনতো দেবতা ধর্ম নেই। তা পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। ১০৮ এর মালা তৈরি হচ্ছে, তো তার জন্য প্রজা অবশ্যই প্রয়োজন। জয়পুরে দেখা একজন মাত্র রাজা ছিলেন, আর তাঁর কত প্রজা ছিল। এখন মালা তৈরি হচ্ছে তাই প্রজাও চাই। যারা এখানে বাবার বাচ্চা হয়েও চলে যায়, তারা ছোটখাটো প্রজাতে আসেন। বলা হয় গৃহস্থের মধ্যে থেকেও জীবনমুক্তি চাই। কেউ একজন তো জীবনমুক্ত হবে না। সম্পূর্ণ বংশ প্রয়োজন। অষ্টবক্র গীতাতে লেখা আছে যে, এক সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? তা কেউ জানেন না। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী হবে। যখন রাজত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে তখন কেননা

আমরা শ্রীমৎ এর পথে চলি! কেননা কমল পুষ্প সমান হয়ে উঠি! তোমরা তো ব্রাহ্মণ, তাই না। অতএব শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম - সমস্ত তোমাদের কাছেই আছে।

মানুষ দীপাবলিতে শুধুমাত্র একদিনই নতুন বস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে যায়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে তারা নতুন কাপড় পরে না, কিন্তু দীপাবলির দিন নতুন বস্ত্র পরিধান করে, সবকিছু নতুন। ঐদিন দোকানদার নিজের পুরনো খাতা সমাপ্ত করে নতুন খাতা শুরু করে। তোমরাও এখন তোমাদের পুরনো খাতা সমাপ্ত করে নতুন খাতা শুরু করছো। বাবা লাভ করান, আর রাবণ লোকসান করায়। লাভ কিভাবে হবে? মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। বিষ্ণু, মধ্যে রয়েছেন তাই না? মধ্যাজীভব অর্থাৎ শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে বিষ্ণুপুরী স্থাপন করছেন। তো পুরাতন দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই শিব বাবা কলিযুগের অন্তিমে আসেন এবং তারপর সত্যযুগের আদি শুরু হয়। লেখাও আছে যে ব্রহ্মার মাধ্যমে স্থাপনা হয়। ব্রহ্মা তো প্রজাপিতা। তো তোমরা কার সন্তান? শিবের নাকি ব্রহ্মার? বলা হয়ে থাকে যে তুমি হলে মাতা ও পিতা.... প্রকৃতপক্ষে মাতা পিতা এই সময়ই আসেন। এই পড়াশোনা করে এখন তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো, অতঃপর রাবণ এসে তোমাদেরকে দুঃখী করে দেয়। দুঃখ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কলিযুগ হল বিষয়ে সাগর। সত্যযুগ হলো ক্ষীর সাগর। বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরে বিরাজমান দেখানো হয়। তুমি ভালোভাবে জানো - ওরা জানে না দশহরা দীপাবলীর অর্থ.... আমরা তো এই রহস্য বুঝে গেছি। তোমরা জানো যে কাল আমরা স্বর্গে ছিলাম, এখন আমরা নরকে আছি। পুনরায় আমরা আগামীকাল স্বর্গে থাকবো। কাল কেন বলা হয়? তার কারণ রাত্রির পরে দিন আসে। কেউ নতুন এলে তাকে জিজ্ঞাসা করো যে, এই আশ্রম কার? কখনো প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছো কি? এখানে এত ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা রয়েছেন তো বাবা তো ব্রহ্মাই। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় শুধুমাত্র বাবার কাছ থেকে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তবেই মধ্যাজীভব হতে পারবে। কাজকারবার করতে বাবা বারণ করেননি, বাবা বলেন যে কাজকারবার অবশ্যই করো, কিন্তু বাবাকে স্মরণে রাখো। কারণ বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই পুরস্কার থাকে, অন্যান্য স্থানে পুরস্কার থাকে না। স্কুলেও পুরস্কার থাকে, তবেই তো বলা হয় যে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্যা বেস্ট। এ হলো অসীমের পড়াশোনা। অসীম অনন্তের ইতিহাস ভূগোল সবই তোমরা জানো। স্কুল গুলিতে গিয়ে বলা সকলকে যে, অসীমের ইতিহাস ভূগোল কি রকম। ওদেরকে বলা যে তোমরা তো এই সীমার ভেতরে এই জাগতিক ইতিহাস ভূগোল পড়াও, আমরা তোমাদেরকে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের সীমার বাইরে অসীমের ইতিহাস ভূগোল বলবো, যে লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদের এই দেবত্বপদ কিভাবে প্রাপ্ত করেছেন। পরবর্তী সময়ে তোমরা কলেজ থেকেও নিমন্ত্রণ পাবে। এ হলো ঐশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় আর উনি হলেন আধ্যাত্মিক পিতা। তাই তিনি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন। নিরাকার যিনি তিনি সাকারে এসে এই জ্ঞান শোনান। শ্রীকৃষ্ণর এতে কোন ভূমিকা নেই, ওরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না। সমস্ত সুতো একে অপরের সাথে জট পাকিয়ে রয়েছে। স্বতন্ত্র হতে চায় কিন্তু ঝগড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। বলে যে স্বাধীনতা চাই। রাবণের অধীনতা থেকে, এখন তোমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করো। ভারতবাসী মনে করে যে আমরা খ্রিস্টানদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছি, কিন্তু স্বাধীনতা সত্যি কোথায় আছে? স্বাধীন রাজত্ব তোমরা সেই স্বাধীনতা পাবে। এই গান তো শুনেছ যে - যখন তোমাকে পেয়ে যাই, তখন এই ধরিত্রী আকাশ সাগর সব আমাদের হয়ে যায়। এ কোন সীমানার কথা নয় - অসীমের কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি পাঁচ হাজার বছরের পর ফিরে পাওয়া, উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) মাতা পিতাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াশুনার দ্বারা উচ্চ পদপ্রাপ্ত করতে হবে। এখানে কোনো জাগতিক শখ রেখো না। এখানে বনবাসে থাকতে হবে।

২) এই চোখে যা কিছু দেখা যায় তা দেখেও দেখো না। সম্পূর্ণরূপে নষ্ট মোহ হতে হবে। সঙ্গম যুগে কোনো কিছুই নষ্ট করো না।

বরদান:-

নিজের অক্যুপেশনের স্মৃতির দ্বারা সেবার ফল এবং বল প্রাপ্তকারী বিশ্ব কল্যাণকারী হও

যে কোনো কর্ম করই না কেন, নিজের অক্যুপেশন কখনো ভুলে যেও না। ঠিক যেমনভাবে পান্ডবেরা গুপ্ত বেশ ধারণ করে চাকরি করেছিল কিন্তু বিজয়ের নেশা সর্বদাই ছিল। তেমনভাবেই যদি তুমি সরকারি চাকরি করো বা যেকোনো চাকরি করো, কিন্তু সর্বদা এই নেশায় থাকো যে, আমি বিশ্ব কল্যাণকারী। তবে

এই স্মৃতির দ্বারা স্বয়ং নিয়তই সমর্থ হয়ে থাকবে এবং সর্বদা সেবা ভাব বজায় থাকার জন্য সেবার ফল এবং বল প্রাপ্ত হতে থাকবে। গায়ন আছে যে ভাবনার ফল প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তোমার সেবা-ভাবনা বহু আত্মাকে শান্তি এবং শক্তির ফল প্রদান করবে।

স্লোগান:- গডলী স্টুডেন্ট - এই স্বরূপ সদা স্মৃতিতে থাকলে, মায়া তোমার কাছে আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নম্বর ওয়ান হ'তে চাইলে জ্ঞান আর যোগকে স্বরূপে নিয়ে এসো"

আজ সত্য শিক্ষক তাঁর নিজস্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যারা ধারণ করেছে সেই সব স্টুডেন্টকে দেখছেন। দেখছেন যে, প্রত্যেক ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী এই ঈশ্বরীয় শিক্ষা কতখানি ধারণ করেছে! যিনি পড়াচ্ছেন তিনি এক, পাঠ্যবস্তুও এক কিন্তু যারা পড়বে পঠন-পাঠনে তারা নম্বরক্রমে রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিটা স্থানে মুরলী দ্বারা একই পাঠ শোনে অর্থাৎ একই পাঠ পড়ে। মুরলী অর্থাৎ পাঠ সব জায়গায় একই হয়। ডেট-এর পার্থক্য হতে পারে কিন্তু মুরলী সেই একই হয়। তবুও নম্বরক্রম কেন? নম্বর কিসের ভিত্তিতে হয়? কারণ, এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ার বিধি শুধু শোনাই নয় বরং প্রতিটা মহাবাক্য স্বরূপে আনতে হবে। সুতরাং শোনা সকলেরই একই রকম কিন্তু স্বরূপ হওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরক্রমে হয়ে যায়। লক্ষ্যে সবার একই থাকে যে, আমি নম্বর ওয়ান হবো। এমন লক্ষ্যই আছে তো না! লক্ষ্যে নম্বর ওয়ানের, কিন্তু রেজাল্টে নম্বর অনুক্রমে হয়ে যাও, কারণ লক্ষ্যকে লক্ষণে নিয়ে আসা - এতে লক্ষ্য আর লক্ষণে ফারাক হয়ে যায়।

এই পঠন-পাঠনে সাবজেক্টও বেশি নেই। চার সাবজেক্ট ধারণ করা - এতে কঠিন কী আছে! তাছাড়া, চার সাবজেক্টেরই পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। যদি 'জ্ঞান' এই একটা সাবজেক্ট সম্পূর্ণ বিধিপূর্বক ধারণ করে নাও অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানের একেকটা শব্দকে স্বরূপে আনো, তখন সেই জ্ঞানই হয় মুখ্যতঃ দুই শব্দের, তোমরা বলো রচয়িতা আর রচনা অথবা অল্ফ আর বে। রচয়িতা বাবার বোধ তোমাদের মধ্যে এসে গেছে অর্থাৎ পরমাত্ম-পরিচয়, সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং রচনা অর্থাৎ প্রথম রচনা "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" আর দ্বিতীয়তঃ "আমি আত্মার অসীম এই রচনায় অর্থাৎ অসীম ড্রামায় সারা কল্পে কী কী পাট আছে", সেই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের সবারই তো আছে, আছে তো না! কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাস্বরূপ হয়ে সবসময় শ্রেষ্ঠ পাট প্লে করা - এতে কখনো স্মরণ থাকে, কখনো তোমরা ভুলে যাও। যদি এই দুই শব্দের জ্ঞান তোমাদের থাকে, তবে যোগও এই দুই শব্দের আধারেই হয় তো না। জ্ঞানের সাথে যোগ আপনা থেকেই সম্বন্ধযুক্ত। যে 'জ্ঞানী তু আত্মা', সে অবশ্যই 'যোগী তু আত্মা'। তাহলে জ্ঞান আর যোগের সম্বন্ধ হলো তো না। আর যে জ্ঞানী আর যোগী হবে তার ধারণা শ্রেষ্ঠ হবে, নাকি দুর্বল হবে? আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ হবে, তাই না, সহজ হবে, নাকি কঠিন হবে? যে 'জ্ঞানী তু আত্মা', 'যোগী তু আত্মা' সে ধারণায় দুর্বল হতে পারে? না। কিছু তো হয়। তাহলে তাদের জ্ঞান-যোগ থাকে না? তারা জ্ঞানী, কিন্তু 'জ্ঞানী তু আত্মা' সেই স্থিতি নেই। তারা যোগে থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের যোগী জীবন নয়। জীবন সদা এবং জীবন ন্যাচারাল হয়। যোগী জীবন অর্থাৎ যোগীর অরিজিনাল নেচার হয়।

৬৩ জন্মের বিস্মৃতির সংস্কার বা দুর্বলতার সংস্কার মূল নেচার হয়ে ব্রাহ্মণ জীবনে তোমাদের পুরুষার্থে কোথাও কোথাও বিঘ্ন উৎপন্ন করে। তখন যতই তোমাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করা হোক না কেন নিজের দ্বারা বা অন্যের দ্বারা যে, এটা পরিবর্তন করো অথবা নিজেও জানো যে, এটা পরিবর্তন হওয়া উচিত, কিন্তু তা' জানা সত্ত্বেও এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কী বলো তোমরা? আমি চাইনি, কিন্তু আমার নেচার এটা, আমার স্বভাব এটা। তো নেচার ন্যাচারাল হয়ে গেছে, তাই না! কারও বোলে কিংবা ব্যবহারে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যবহার অথবা যোগী জীবন অনুসারে ব্যবহার বা বোল যদি না হয় তাহলে সে কী বলে? এই কথাই বলবে যে, আমার ন্যাচারাল বোলই এ'রকম, বলার টোনই এ'রকম। অথবা বলবে আমার আচার-আচরণই অফিসিয়াল এবং গম্ভীর। তোমরা ভালো নাম দাও রোষ নয় কিন্তু অফিসিয়াল। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছা এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে তোমাদের নেচার ন্যাচারাল ওয়ার্ক (কার্য) করতে থাকে, তা'তে পরিশ্রম করার দরকার হয় না। একইভাবে, যে জ্ঞানী জীবন এবং যোগী জীবনে থাকে, তার প্রতিটা কর্ম জ্ঞান আর যোগ সম্পন্ন ন্যাচারাল হয় অর্থাৎ জ্ঞান আর যোগ - এটাই তার নেচার হয়ে যায় এবং নেচার হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ কর্ম, যুক্তিযুক্ত কর্ম ন্যাচারালি হতে থাকে। তাহলে বুঝেছ, নেচার ন্যাচারাল বানায়। সুতরাং জ্ঞান আর যোগ যেন মূল নেচার হয়ে যায় - তাকেই বলা হয়ে থাকে জ্ঞানী জীবন, যোগী জীবন।

জ্ঞানী তোমরা সবাই, যোগী সবাই কিন্তু কী প্রভেদ আছে? এক হলো, যারা জ্ঞান শোনে ও শোনায়, যথাশক্তি অনুযায়ী তাদের জীবন - ব্যবহারে নিয়ে আসে। আরেক হলো জ্ঞান আর যোগকে সবসময় নিজের জীবনের নেচার বানায়। তোমরা সবাই বিদ্যার্থী, কিন্তু এই প্রভেদ হওয়ার কারণে নম্বরক্রমে হয়ে যাও। যার নেচারই জ্ঞানী-যোগীর হবে তার ধারণাও ন্যাচারাল হবে। ন্যাচারাল স্বভাব-সংস্কারই ধারণা স্বরূপ হবে। বারবার পুরুষার্থ করতে হবে না যে, এই রূপ

ধারণ করবো, আর ওই রূপ ধারণ করবো। বরং প্রথমে ফাউন্ডেশনের সময়ই জ্ঞান, যোগ আর ধারণাকে নিজের জীবন বানিয়ে নিয়েছে, সেইজন্য এই তিন সাবজেক্ট এমন আত্মার স্বতঃই স্বাভাবিক অনুভূতি হয়ে যায়। তাইতো এমন আত্মাদের সহজ যোগী, সহজ জ্ঞানী, সহজ ধারণা-মূর্তি বলা হয়। তিন সাবজেক্টের মধ্যে কানেকশন আছে। যার কাছে এমন অনুভূতি থাকবে তার খাজানা সম্পন্ন হবে, এমন সম্পন্ন মূর্তি আপনা থেকেই মাস্টার দাতা হয়ে যায়। দাতা অর্থাৎ সেবাধারী। দাতা দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারে না। দাতাভাবের সংস্কার দ্বারা আপনা থেকেই সেবার সাবজেক্ট প্র্যাকটিক্যালি সহজ হয়ে যায়। তাহলে চারের সম্বন্ধ হলো তো না। যদি কেউ বলে যে, আমার খুব ভালো জ্ঞান আছে কিন্তু ধারণায় অভাব রয়েছে, তো তাকে জ্ঞানী বলা যাবে? অন্যদেরও এই জ্ঞান দাও তো না! আছে তবেই তো দাও! এক হ'লো অর্থ উপলব্ধি করা, আরেক হ'লো উপলব্ধিকে স্বরূপে নিয়ে আসা। উপলব্ধি করতে তোমরা সকলেই দক্ষ, অন্যকেও উপলব্ধি করাতে তোমরা দক্ষ। কিন্তু নম্বর ওয়ান যদি হতে চাও তবে জ্ঞান আর যোগকে স্বরূপে নিয়ে এসো। তবেই নম্বরক্রম হবে না, বরং নম্বর ওয়ান হবে।

সেইজন্য তোমাদের বলা হয়েছে যে, সত্য শিক্ষক চারদিকে নিজের ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীদের দেখছিলেন। তো কী দেখলেন? সবাইকে নম্বর ওয়ান দেখা গেছে নাকি নম্বরক্রমে দেখা গেছে? কী রেজাল্ট হবে? নাকি মনে করো যে, একমাত্র একই তো নম্বর ওয়ান হবেন, আমরা তো নম্বরক্রমেই আসবো? ফার্স্ট ডিভিশনে তো আসতে পারো, পারো না? তার মধ্যে শুধু এক হয় না। সুতরাং চেক করো কোনও পরিস্থিতিতে যদি বারবার স্থিতি উপর-নিচে হয় অর্থাৎ বারবার পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হয়, তা'তে এটাই প্রমাণ হয় জ্ঞানের মূল সাবজেক্টের দুটো শব্দ - 'রচয়িতা' আর 'রচনা'র পাঠকে স্বরূপে আননি, মূল সংস্কার রূপে, বা মূল নেচার রূপে বা সহজ স্বভাবের রূপে জীবনে নিয়ে আসনি। ব্রাহ্মণ জীবনের ন্যাচারাল স্বভাব-সংস্কারই যোগী জীবন, জ্ঞানী জীবন। জীবন অর্থাৎ নিরন্তর, সদা। ৮ ঘন্টা জীবন, তারপর ৪ ঘন্টা নেই এমন হয় না। আজ ১০ ঘন্টার যোগী হয়েছে, আজ ১২ ঘন্টার যোগী হয়েছে, আজ ২ ঘন্টার যোগী হয়েছে - তারা যোগ লাগানোর যোগী, যোগী জীবনের নয়। বিশেষভাবে তোমরা সংগঠিত রূপে এইজন্য বসো যে, সকলের যোগের শক্তির বায়ুমন্ডল দ্বারা দুর্বল পুরুষার্থীদের এবং বিশ্বের সকল আত্মাকে যোগ শক্তির দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো, সেইজন্য সেটাও আবশ্যিক কিন্তু এই জন্য যোগে বসো না যে, নিজেরই ভেঙে যাওয়া যোগ লাগাতে থাকবে। সংগঠিত শক্তি সেটাও সেবার নিমিত্ত, কিন্তু যোগ-ভাঙি সেইজন্য রাখো না যে, আমার কানেকশন যেন আবার জুড়ে যায়! যদি তুমি দুর্বল হও তো সেইজন্য বসবে। আর "যোগী তু আত্মা" যদি হও তবে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে, মাস্টার বিশ্ব-কল্যাণকারী হয়ে সবাইকে সহযোগ দেওয়ার সেবা করো। সুতরাং পড়াশোনা অর্থাৎ স্বরূপ হওয়া। আচ্ছা!

আজ বাবা দীপাবলী উদযাপন করতে এসেছেন। উদযাপনের অর্থ কী? দীপাবলীতে কী করো? দীপ জ্বালাও। আজকাল তো লাইট জ্বালায়। আর লাইটের উপরে কে আসে? পতঙ্গ। আর পতঙ্গের বিশেষত্ব কী? বলিদান হওয়া। সুতরাং দীপাবলী উদযাপনের অর্থ কী হলো? তাহলে বলিদান হয়ে গেছে নাকি আজ হবে? হয়ে গেছে নাকি হবে? (হয়ে গেছি) তাহলে দীপাবলী তো উদযাপন করে নিয়েছ, তাহলে আবার কী উদযাপন করো। যখন আত্মা বলিদান হয়ে গেছে তখন দীপাবলী পালন করে নিয়েছ নাকি মাঝে মধ্যে পরিক্রমা করতে যাও? বলিদান হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু ডানা এখনো আছে, যার দ্বারা পরিক্রমা করো। তো যারা পরিক্রমা করে তোমরা তারা নও তো না! পরিক্রমা করা অর্থাৎ কোনো না কোনও মাযারূপের দ্বারা ধাক্কা খাওয়া। মাযার দ্বারা ধাক্কা খাও নাকি মায়াকে পরাজিত করো? অথবা কখনো বিজয় প্রাপ্ত করো, কখনো ধাক্কা খাও?

দীপমালা, এটা নিজেদেরই স্মরণিক উদযাপন করো। তোমাদেরই স্মারক তো না? নাকি মুখ্য আত্মাদের স্মারক, তোমরা দর্শক মাত্র? তোমাদের সকলের স্মরণিক, সেইজন্য আজকাল দীপের পরিবর্তে আনুমানিক হিসেবে ছোট ছোট অনেক বাত্ম জ্বালিয়ে দেয়। যদি দীপ জ্বালায় তাহলে তার থেকে সংখ্যা তবুও কম হবে, কিন্তু তোমাদের সংখ্যা অনেক তো না। তাইতো সবার স্মরণে অনেক ছোট ছোট বাত্ম জ্বালিয়ে দেয়। তো নিজেদের স্মরণিক উদযাপন করছ। যখন দীপ দেখ তখন মনে করো এটা আমাদেরই স্মারকচিহ্ন? স্মৃতিতে আসে? এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব যে, চৈতন্য দীপক তার নিজের জড় স্মৃতিচিহ্ন-দীপকে দেখে। তোমরা নিজেরা চৈতন্যরূপে আছ আর জড় স্মারকচিহ্ন দেখছ। কার্যতঃ, যে দিন দীপাবলী উদযাপন করো সেই দিনই বাস্তবিক তিথি। এটা তো দুনিয়ার লোকে তিথি ফিঙ্গ করেছে, কিন্তু তোমাদের তিথি নিজস্ব সেইজন্য যে দিন তোমরা ব্রাহ্মণরা উদযাপন করো সেটাই সত্যিকারের তিথি, সেইজন্য কোনও তিথি যখন ফিঙ্গ করার হয় তখন কা'কে জিজ্ঞাসা করে? তারা ব্রাহ্মণের থেকেই ডেট বের করে। সুতরাং আজ বাপদাদা দেশ-বিদেশের সদা

প্রদীপ্ত দীপমালার সব দীপকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, শুভাকাঙ্ক্ষা রাখছেন। দীপাবলী অভিনন্দন অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী

(মালামাল), সম্পন্ন হওয়ার অভিনন্দন।

এই রকম সদা প্রদীপ্ত জ্যোতি, সদা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হয়ে যারা অনেকের অন্ধকার মুখে দেয় তেমন সত্যিকারের দীপক, সদা চার সাবজেক্টকে জীবনে সাথে সাথে নিয়ে চলে, সব সাবজেক্টে নম্র ওয়ানের লক্ষ্যকে লক্ষণস্বরূপে নিয়ে আসে, সেই রকম জ্ঞানী তু আত্মাদের, যোগী তু আত্মাদের, দিব্যগুণ স্বরূপ আত্মাদের, নিরন্তর সেবাধারী, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-কল্যাণকারী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার"

"সৌভাগ্যবান সে যার মুখ আর আচরণে সদা খুশির ঝলক দেখা যায়"

সবাই নিজেদের সদা সৌভাগ্যবান আত্মা মনে করো? সৌভাগ্যবান আত্মাদের লক্ষণ কী হবে? তাদের মুখ আর আচরণে সদা খুশির ঝলক দেখা যাবে। তারা যে কর্মই করুক তা' স্থূল কার্য হোক বা সাধারণ কাজ, সবরকম কর্ম করার সময় ঝলক দেখা যাবে। একেই বলে, নিরন্তর খুশিতে মন নাচে। এই রকম সদা থাকো তোমরা? নাকি কখনো খুব খুশিতে থাকো, কখনো কম? খুশির ভান্ডার তোমাদের নিজস্ব ভান্ডার হয়ে গেছে। সুতরাং নিজের ভান্ডার সদা থাকবে তো না! নাকি কখনো কখনো থাকবে? বাবার ভান্ডারকে নিজের ভান্ডার বানিয়েছ নাকি ভুলে যাও নিজের ভান্ডার? নিজের স্থূল জিনিস স্মরণে থাকে তো না। সেই ভান্ডার চোখে দেখা যায় কিন্তু এই ভান্ডার চোখে দেখা যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করো। তাহলে, অনুভব করা বিষয় কখনো ভোলা যায় কি? সুতরাং সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে, আমি খুশির খাজানার মালিক। খাজানা যত মনে থাকবে ততই নেশা থাকবে। তখন এই রুহানী নেশা অন্যদেরও অনুভব করাবে যে তোমাদের কাছে মূল্যবান কিছু আছে।

মাতাদের সব সময় কী স্মরণে থাকে? শুধু বাবার স্মরণ থাকে নাকি আরও কিছু স্মরণে থাকে? অবিনাশী উত্তরাধিকারের খুশি দেখা যাবে তো না। যখন ব্রাহ্মণ জীবনের জন্য সংসারই এক বাবা, তখন সংসার ব্যতীত অন্য কী স্মরণে আসবে! হৃদয়ে সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গীত গাইতে থাকো। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সারা কল্পে প্রাপ্ত হবে? যা সারা কল্পের মধ্যে এখন প্রাপ্ত হয়, তাইতো এখন খুশি, এখন নেশা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। তাহলে মাতাদের অন্য কোনো সম্বন্ধের কেউ স্মরণে আসে? কোনো সম্বন্ধে যদি উপর-নিচে হয় তাহলে মোহবোধ জাগে? সব মোহ শেষ হয়ে গেছে? যারা বলে, যা কিছু হয়ে যাক, আমার মোহ আসবে না, তারা হাত উঠাও। আচ্ছা মোহ'র পেপার যদি বা আসে, পাণ্ডব তো নষ্টমোহ, তাই না? ব্যবহারে যদি কিছু উপর-নিচে হয়ে যায়, তাহলে নষ্টমোহ থাকলে? এখনও মাঝে মাঝে মায়া পেপার নেয় তো না। তো তাতে পাস হও? নাকি যখন মায়া আসে তখন সামান্য শিথিলতা এসে যায়? তো সদা খুশির গীত গাইতে থাকো। বুঝেছ? যা কিছুই যায় যাক কিন্তু খুশি যেন না যায়। তা' সে যে কোনো রূপে মায়া আসুক কিন্তু খুশি যেন না যায়। এভাবে যারা খুশি থাকে তারাই সৌভাগ্যবান হয়। আচ্ছা!

এখন অন্ধ আর কর্ণটেকের যারা তারা কোন চমৎকার করে? কোনো আত্মা যেন বঞ্চিত না থেকে যায়। প্রত্যেককে বার্তা পাঠাতে হবে। যেখানেই থাকো সব আত্মাদের বার্তা পাওয়া দরকার। যত বার্তা দেবে ততই খুশি বাড়তে থাকবে। আচ্ছা!

বরদান:- উৎসাহ-উদ্দীপনার আধারে সদা উড়তি কলার অনুভব করে সাহসী ভব
উড়তি কলার অনুভব করার জন্য সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার পথ প্রয়োজন। যে কোনো কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা অতি আবশ্যিক। যদি উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে তবে সফল হতে পারবে না, কারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকলে ক্লান্তি আসবে আর ক্লান্ত হয়ে কখনো সফল হবে না, সেইজন্য সাহসী হয়ে উৎসাহ আর উদ্দীপনার আধারে উড়তে থাকো, তাহলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

স্নোগান:- আশীর্বাদ দাও আর আশীর্বাদ নাও, এটাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent

1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে সবাইকে নতুন দুনিয়ার পুরুষার্থ করাও - যেভাবে নিজে নলেজফুল হয়েছো, তেমনভাবেই অন্যদেরও বানাতে থাকো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এখন কোন্ স্মৃতিতে থাকতে হবে? এই স্মৃতির জাদু কি?

*উত্তর:- তোমরা এখন বীজ আর ঝাড়ের যে নলেজ প্রাপ্ত করেছো, সেই স্মৃতিতে থাকতে হবে। এই স্মৃতিতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও - এই হলো স্মৃতির জাদু। বাবা বাচ্চাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেন -- বাচ্চারা, তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে, তোমরা অর্ধেক কল্প অনেক ভক্তি করেছিলে। এখন আমি তোমাদের সেই ভক্তির ফল প্রদান করতে এসেছি। তোমরা আবারও বৈকুণ্ঠের মালিক হয়ে যাও। বাবা যেমন মিষ্টি, তেমনই বাবার এই নলেজও মিষ্টি, যার মন্বন করে তোমাদের প্রতি শ্বাসে - শ্বাসে স্মরণের সুখ পেতে হবে।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনেছে। আজ দীপমালা। নতুন যুগকে দীপমালা বলা হয়। সত্যযুগে কোনো দীপমালা পালন করা হয় না কেননা ওখানে সকলেরই আত্মা রূপী জ্যোতি জাগ্রত হয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী নতুন দুনিয়াতে রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার পুরুষার্থ করছি। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো। ত্রিকালদর্শী তাদের বলা হয়, যারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জানে। তোমাদের এখন তিন কালের নলেজ আছে। তাই তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমরা নিজেরাও কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও, তোমাদের অন্যদেরও বানাতে হবে। তোমরা অতীতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি জানার কারণে ভবিষ্যৎ কি হবে তাও জানতে পেরে যাও। আর ভবিষ্যৎকে জানার কারণে অতীত আর বর্তমানকেও জেনে যাও - একে বলা হয় নলেজফুল। অতীত ছিলো কলিযুগ, বর্তমান হলো সঙ্গম যুগ, এরপর ভবিষ্যতে সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ আসবে। তাই তোমরা বাচ্চারা এই চক্রকে জেনে গেছো আর তোমরা নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো আর অন্যদেরও বাবার সাহায্যকারী হয়ে পুরুষার্থ করার প্রচেষ্টায় আছো। বাবা হলেন হারানিধি আর তোমরাও হলে হারানিধি, কেননা পাঁচ হাজার বছর পরে মিলিত হয়েছো। বাবা এসেছেন সজনীদের শৃঙ্গার করিয়ে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে উপরে মূল বতন থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম বতনেরও নলেজ আছে। বাচ্চারা জানে যে, কোন্ কোন্ ধর্মস্থাপক কখন আর কিভাবে উপর থেকে এসে ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা তোমাদের নলেজফুল বানিয়েছেন। তাঁকে অতি প্রিয় বলা হয়। তিনি মিষ্টির থেকেও অতি মিষ্টি। তোমরা জানো যে, কতো মিষ্টি। তাঁর মহিমা অপরমঅপার, তাই তাঁর উত্তরাধিকারের মহিমাও অপরমঅপার। নামই হলো স্বর্গ, হেভেন, প্যারাডাইজ, বেহেস্তু। পরমাত্মাকে বলা হয় গড ফাদার, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। তাই তাঁকে কতো স্মরণ করা উচিত, কিন্তু ড্রামা অনুসারে স্মরণে আসে না। এই গীত কতো সুন্দর। ঘরে তিন বা চারটি রেকর্ড অবশ্যই যেন থাকে। এই রেকর্ডও বাবার স্মরণ আনিতে দেয়। ব্রাহ্মণরাই জানে যে, নতুন দৈবী দুনিয়া স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মা এখন তার রাজ্য ফিরে পাচ্ছে। লৌকিক বাবার কাছে যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তিনি এমন বলেন না যে, পরমাত্মার কাছে পেয়েছেন। তোমরা জানো যে, বাবার কাছ থেকে রাজ্য নিয়েছিলাম আবারও হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আবারও তা নিশ্চি। সত্যযুগে সবাই গোরা ছিলো তারপর কালো হয়ে গেছে। এমন গেয়েও থাকে -- শ্যামসুন্দর। শ্যাম ছিলো এবং সুন্দর হওয়ার জন্য সন্ধ্যারূপে পেয়েছে। এখন সন্ধ্যারূপ আর গোবিন্দ দুই-ই দাঁড়িয়ে আছেন। তবুও বলে থাকে -- বলিহারি গুরু তোমার (গুরুর কাছেই বলিহারি যায়)। তোমরা শ্রীকৃষ্ণ তৈরী হচ্ছে। বলিহারি তোমাদের মতো বাচ্চাদের যে তোমরা এমন তৈরী হচ্ছে। ওরা তো বলে দেয় যে, শ্রীকৃষ্ণ গুরু চড়াতে। তারপর ব্রহ্মার জন্যও বলে দেয় যে, তাঁর গোশালা ছিলো, কিন্তু গোশালা না শ্রীকৃষ্ণের ছিলো, আর না ব্রহ্মার ছিলো। গোশালা হলো শিব বাবার।

বাচ্চারা, তোমরা এখন উৎসবের রহস্যও বুঝতে পারো। তোমরা জানো যে, দীপমালা সত্যযুগে হয়। ওখানে জ্যোতি জাগ্রত থাকে। তোমাদের দীপমালা ২১ জন্মের জন্য। এখানে বছর বছর পালন করা হয়। আজ পালন করে, কাল আবার দীপ নিভে যায়। সত্যযুগে যখন পালন করবে তখন রাজ্যাভিষেকের সময়, ওই দিন আতশবাজি জ্বালানো হয়। এখানে তো পাই পয়সার আতশবাজি নিয়ে খেলা করে, যাতে কখনো দুর্ঘটনাও ঘটে যায়। ওখানে তো বড় করে রাজ্যাভিষেক হয়। এখানে তো রাজস্ব প্রাপ্ত হলে বছর বছর তা পালন করে কিন্তু এই রাজস্বে কোনো সুখ নেই। এ হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, সে ছিলো শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। বাবা বলেন - দেখো, আমি তোমাদের কতো বুদ্ধিমান তৈরী করি। বাবাকে ত্রিলোকীনাথ বলা

হয়। তিনি ত্রিলোকের মালিক হন না। তাঁর মধ্যে নলেজ আছে। তিনি তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক বানান। তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছিলে। এখন বাবাকে পেয়েছো। বাবা এখন তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেন -- তিনি বলেন, স্মরণ করো.... কাকে? বাবাকে আর বাবার রচনার এই নলেজকে। বীজ আর ঝাড়কে। এই স্মৃতিতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। দেখলে তো স্মৃতির জাদু, কি থেকে কি বানিয়ে দেয়। একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আত্মার যিনি বাবা, তিনি এই জ্ঞান শোনান। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে কিন্তু বাবা তোমাদের এই জ্ঞান দান করে নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে দেন। তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হয়ে যাও। ওরা যেমন লৌকিক পাঠ গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা ব্যারিস্টার হবো। তোমরা জানো যে, আমরা বেগার থেকে প্রিন্স হবো। তারপর মহারাজা হবো। বাবা এখন আমাদের টিচার রূপে পড়াচ্ছেন। লৌকিকে বাচ্চা পাঁচ বছর বাবার কাছে থাকে, তারপর টিচারের কাছে যায়, তারপর বৃদ্ধ বয়সে গুরুর কাছে যায়। এখানে তো বাবার হয়ে গেলে বাবা টিচার রূপে শিক্ষা দান করেন আর সঙ্গতি করিয়ে সাথে করে নিয়ে যান। ওই গুরুর সাথে করে নিয়ে যান না। নিজেরাই তারা মুক্তি পান না। তারা যাত্রাতে নিয়ে যান, তোমরাও পাণ্ডা আর ওরাও পাণ্ডা, কিন্তু সে হলো ধাক্কা খাওয়ার যাত্রা। এই জ্ঞান তোমাদের আছে। তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত। এ হলো স্টুডেন্ট লাইফ তাই এই কথা ভুলে কেন যাও? মায়া তবুও সেই খুশী থাকতে দেয় না কেননা কর্মাতীত অবস্থা অন্তিম সময়ে আসবে। এমন তো বলা হয় -- স্মৃতিলব্ধ। তোমরা প্রতি শ্বাসে - শ্বাসে সুখ পাও, ওখানে কোনো ক্লেশ থাকে না। বলা হয় ওখানে জীবনমুক্তি। বাবা যেমন মিষ্টি, তেমনই বাবার নলেজও মিষ্টি। বাবার মহিমা অপরমঅপার, অর্থাৎ এর কোনো পার পাওয়া যায় না। একথা ভক্তিতে বলা হয়। তোমরা একথা বলতে পারো না কেননা তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞানকে জানতে পেরেছো। তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে। নিজেকে দেখো, আমার মধ্যে কোনো বিকার নেই তো? কারোর অবগুণ তো দেখি না? তোমাদের দৃষ্টি খুবই স্নেহের রাখতে হবে। বাবার কতো সন্তান। সকলের প্রতিই তাঁর মিষ্টি স্নেহের দৃষ্টি, তাই না। তোমাদেরও এমন রাখতে হবে। মনুষ্য এই কথা জানে না যে, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাই চিত্র বানিয়েছে। ছোটবেলার রাধাকৃষ্ণ স্বয়ংরের পর লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। বাবা এসে স্মৃতি ফিরিয়ে দেন যে - বাচ্চারা, তোমরা দেবতা ছিলে। বাচ্চারা বলে - বরাবর ছিলাম। বলা হয় -- ব্রাহ্মণ দেবী - দেবতায় নমঃ, ব্রাহ্মণরাই বলে কিন্তু জানে না যে, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় এই তিন ধর্ম কে স্থাপন করেন। তাই ব্রাহ্মণদের বাবা হলেন ব্রহ্মা আর শিব। বাবা সাধারণ রূপে আসেন। এই রথ হলো নির্ধারিত, ভাগ্যশালী রথ।

মানুষ দীপাবলীর দিন লক্ষ্মীর কাছে অর্থ প্রাপ্তির জন্য আহ্বান করে। প্রথমে তোমরাও এমনই চাইতে। এখন তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ তৈরী হচ্ছে। এখানে তো মানুষ ভিক্ষাই চাইতে থাকে। চিংকার করে চাইতে থাকে... পুত্র দাও, ধন দাও। সত্যযুগে এমনভাবে কেউ চায় না। শিব বাবা বাচ্চাদের সব ভান্ডার ভরপুর করে দেন। বাবা তো স্বর্গই রচনা করবেন, নরক তো রচনা করবেনই না। এখন বাবা নরকে এসেছেন তোমাদের স্বর্গবাসী বানাতে। এখানে সবাই পতিত, কেউই জানে না যে, আমরা নরকবাসী। যারা স্বর্গবাসী ছিলো, তারাই আবার নরকবাসী হয়ে গেছে। এখন আবার স্বর্গবাসী হচ্ছে। শিব বাবার অকাল সিংহাসন এই ব্রহ্মা, যাঁর মধ্যে অকালমূর্ত পরমাত্মা এসে বিরাজ করেন। আত্মাও অকালমূর্ত। আত্মার আসন হলো এই ক্রকুটি। এর নিদর্শনও আছে যে, ললাটে তিলক দেওয়া হয়, আজকাল ষাঁড়কেও তিলক দেওয়া হয়। তাই এই ক্রকুটি ব্রহ্মা আর শিব বাবা দুইজনেরই আসন। আমি এসে নলেজ দান করি, আমি নলেজফুল। আমি সকলের মনকে জানি না, আমি থট রিডার (মনকে পড়তে পারি না) নই। হ্যাঁ, হৃদয়ের মালিক বলতে পারো কেননা হৃদয় বলা হয় আত্মাকে। তাই আমি আত্মার মালিক, শরীরের মালিক নই। এমনই সাধুরা তো বলে থাকে -- আমি মালিক। আমি হলাম অবিনাশী আত্মার মালিক, কেননা আমি নিজেই অবিনাশী। তোমরা বিনাশী জিনিসের মালিক হও, কেননা তোমরা এক বিনাশী শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করো। তোমরা এখন বৈকুণ্ঠ গমন করো তাই এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করছো। এমন তো বলে তাই না - যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পান করতে হবে। যখন এই পড়া সম্পূর্ণ হবে তখন এই শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। এমন বলা হয় যে, পরমাত্মার এই সৃষ্টি রচনা করার সঙ্কল্প হয়েছিলো। সময় যখন হবে তখনই এই সৃষ্টি করার চিন্তা আসবে আর এসে তাঁর পাট প্লে করবেন। বাবা বলেন -- তোমরা যেমন ভূমিকা পালন করো, আমিও তেমন অভিনয় করি। বাকি আমি জনম - মরণে আসি না তাই আমার কতো মহিমা। বৈকুণ্ঠেরও অনেক মহিমা। সন্ন্যাসীরা সত্যযুগের সুখের সম্বন্ধে জানে না। ওখানকার সুখ তারা পাবেই না। সত্যযুগের সম্বন্ধেও তারা শুনেছিলো যে, ওখানে কংস ছিলো। তাই তারা মনে করে, ওখানেও সুখ ছিলো না। তাই তারা অন্যদের শোনায় যে, এই সংসারের সুখ কাক বিষ্ঠার সমান। এমন কথা শুনিয়া তারা অন্যদেরও সন্ন্যাস করান। তোমরা বাচ্চারা তো স্বর্গের সুখ পাও। এই জন্ম তো তোমাদের অন্তিম জন্ম। সকলেরই এখানে মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের নিতেই এসেছি, তাহলে কি তোমরা এখানে বসেই থাকবে। আমি মশার সদৃশ সবাইকে নিয়ে যাবো। তাই তোমাদের মাশ্বা - বাবার সমান পুরুষার্থ করে শ্রেষ্ঠ পদ

প্রাপ্ত করা উচিত। তোমরা তো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তাই না। সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে যতো দেবতা হবে, ততই এখানে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তৈরী হয়। তাই নিয়ম অনুযায়ী মাতা - পিতাও থাকে তারপর কাউকে নির্ধারণ করা হয় দেখাশোনা করার জন্য। নতুন নতুন বাচ্চারা আসতে থাকবে আর এই পড়াও চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খুব ভালো করে পালনা দেওয়া উচিত। বাবা হলেন বাগানের মালিক। তোমরা যারা সেন্টারে থাকো, তারা হলো মালি। মালিদের তো চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। মালিই যদি ঠিক না হয় তাহলে সে কিভাবে চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণ করবে? যে মালি খুব ভালো ভালো বাগান তৈরী করে তা দেখে বাগানের মালিক (বাবা) খুশী হন। তারপর বাগানের মালিক (বাবা) দেখতে যান যে, কে কে খুব সুন্দর বাগান তৈরী করেছে। তোমরাও জানো যে, কে কে ভালো মালি। যে ভালো মালি হয়, সে পুরস্কারও পায়। তোমাদের মতো মালিদের উপার্জন বৃদ্ধি হতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজের লক্ষ্যস্থলকে স্মরণ করতে হবে কেননা তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই ঘরকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করা ছাড়া শান্তিধামে যেতে পারবে না। না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে পারবে আর পদও ভালো পেতে পারবে না। এই সময় যারা সূক্ষ্ম বতনে যায়, তারা সেবার কারণে যায়। প্রথম নম্বরে বাবা সেবা করেন, দ্বিতীয় নম্বরে মাম্মা, কেননা মাম্মাকে দ্বিতীয় নম্বরে আসতে হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও মাম্মা - বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান অতি মিষ্টি হতে হবে। সবাইকে মিষ্টি দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারোর অবগুণ দেখবে না।

২) গডলী স্টুডেন্ট লাইফের খুশীতে থাকতে হবে। যতক্ষণ এই জীবনে থাকবে এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

বরদানঃ:- একাগ্রতার অগ্নির দ্বারা এক দীপ থেকে অনেক দীপ প্রজ্জ্বলিত করে প্রকৃত দীপাবলি উদযাপন করে কুল দীপক ভব

তোমরা আত্মা রূপী দীপকের একাগ্রতা এক দীপরাজ বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকাই হলো প্রকৃত দীপাবলি। দীপকে যেমন আগুন থাকে, তেমনই তোমাদের আত্মা রূপী দীপকের মধ্যেও একাগ্রতার অগ্নি, যার দ্বারা অস্ত্রান্তর অন্ধকার দূর হয়। মানুষ তো দীপাবলিতে মাটির স্থূল দীপক জ্বালায়, কিন্তু তোমরা চৈতন্য দীপক, কুল দীপক, বাপদাদার আশার দীপক। তোমাদের মতো একরস, অটল, অচল জাগ্রত দীপকের দ্বারা যখন অনেক দীপক প্রজ্জ্বলিত হবে, তখনই প্রকৃত দীপাবলি হবে।

স্লোগানঃ:- সময়ের গুরুত্বকে জেনে নাও তাহলে সর্ব প্রাপ্তির সম্পদে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে কর্মযোগী, কর্ম করেও বাবার স্মরণে থাকো, স্মরণে থাকলে কোনো বিকর্ম হবে না"

*প্রশ্ন:- বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত না হওয়ার একটি কারণ রয়েছে -- সেটা কি?

*উত্তর:- লোভ। বিনাশী বস্তুর প্রতি লোভ থাকলে, খাওয়ার বা পড়ার শখ থাকলে তখন তাদের বুদ্ধি বাবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, সেই জন্য বাবা যুক্তি বলেন যে বাচ্চারা লোভ রাখো -- অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার। এছাড়া কোন বস্তুর প্রতি লোভ রেখোনা। না হলে যে বস্তুর প্রতি অধিক ভালবাসা থাকবে, অস্তিম সময়ে সেই বস্তুই স্মরণে আসবে আর পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো.....

ওম্ শান্তি । এখন এ তো বাচ্চারা জানে, এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়ায় সকলেই বলে যে আমরা সবাই হলাম পরস্পরের ভাই ভাই। উই আর অল ব্রাদার্স। কিন্তু কেন সেই আত্মারা বোঝেনা যে আমরা হলাম বাবার বাচ্চা। তিনি হলেন রচয়িতা, আমরা হলাম রচনা। পশুরা তো বলবেনা যে আমরা হলাম ব্রাদার্স। মানুষরাই বোঝে এবং বলেও যে আমরা সকলেই হলাম ব্রাদার্স। রচয়িতা বাবা হলেন অদ্বিতীয়। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা। এমন হতে পারে না যে বোনকে ভাই বলবে। সকলেই নিজেকে আত্মা মনে করে তখন বলে আমরা হলাম পরস্পর ভাই ভাই। এ আত্মা ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। এক পিতার শরীর-সম্বন্ধীয় সন্তান তো এত হতে পারে না। এখন তোমাদের ভালোভাবে স্মরণে আছে যে আমরা হলাম পরস্পরের ভাই ভাই। বাবা বসে থেকে বাচ্চাদের পড়ান। ভগবানুবাচ -- হে বাচ্চারা, তাহলে অনেককেই তো পড়ায়, তাই না ! কেবল এমন বলবেন না যে হে অর্জুন, তিনি একজনের নাম নেবেন না। সকলকেই পড়ান। স্কুলে মাস্টার বলবেন, তাই না! -- হে বাচ্চারা, ভালোভাবে পড়ো। তারা তো হলো স্টুডেন্ট। কিন্তু টিচার বড় বয়স্ক হন সেই জন্য স্টুডেন্টকে বাচ্চা-বাচ্চা বলেন। ওখানে কেউ নিজেদের আত্মা তো মনে করে না। ওখানে তো দেহগত সম্বন্ধই থাকে। এমন গান্ধীকে বাপূর মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে। মেয়রকেও ফাদার বলে। এরকম পদমর্যাদা তো অনেককেই দেয়। এখানে তো তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম ভাই ভাই। তাহলে ভাইদেরও বাবাকে অবশ্যই চাই। সমস্ত আত্মারাই জানে যে তিনি হলেন আমাদের বাবা যাকে গডফাদার বলা হয়ে থাকে। এ'কথা আত্মা বলে যে আমাদের গডফাদার। লৌকিক পিতাকে গড বলবে না। তোমরা জানো যে আমরা হলাম আত্মা। বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করতে এসেছেন। আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তারপর পুনরায় পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দেন। এ'কথা কেউ জানে না। বাচ্চারা এখানে তোমরা জেনেও তারপরেও কর্ম করতে ভুলে যাও। স্মরণে থাকলে বিকর্ম হবে না। তোমরা তো হলেই কর্মযোগী। সন্ন্যাসীদের হলো কর্ম-সন্ন্যাস। কেবল ব্রহ্ম তত্ত্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। কিন্তু সারাদিন তো যোগে যুক্ত থাকতে পারে না। ব্রহ্মতে যাওয়ার জন্য যোগ করে। তারা মনে করে ব্রহ্মকে স্মরণ করলে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু সারাদিন তো ব্রহ্মকে স্মরণ করতে পারেনা আর সেই স্মরণের দ্বারা তো বিকর্ম বিনাশ হয় না। গাওয়া হয়ে থাকে, পতিত পাবন। তিনি তো হলেন বাবা-ই। এমন তো বলা হয় না যে পতিতপাবন ব্রহ্ম অথবা পতিতপাবন তত্ত্ব। সকলে বাবাকেই পতিত পাবন বলে। ব্রহ্মকে কেউ বাবা বলেনা। না ব্রহ্মের কেউ তপস্যা করে। শিবের তপস্যা করে। শিবের মন্দিরও রয়েছে। তত্ত্বের মন্দির হতে পারবে কি ? ব্রহ্মে তো ডিম্ব সদৃশ আত্মারা থাকে সেই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে। এই নামের কোন অস্তিত্ব নেই। ওটা হলো ঘর, যেমন আকাশ তত্ত্ব কত সাকারী মানুষ থাকে তেমনই ওখানে আবার আত্মারা থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবার থেকে আমরা ডামার আদি মধ্য অন্তের নলেজ নিয়ে সমস্ত রহস্যকে জেনে, সমগ্র বৃক্ষের নলেজ বুঝে মাস্টার বীজরূপ হয়ে যাই। পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে সমস্ত নলেজ রয়েছে, আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। তিনি বসে থেকে বোঝান। এই কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি, প্রতিপালন এবং বিনাশ কিভাবে হয় ? উৎপত্তি বললে যেমন নতুন দুনিয়া উৎপন্ন করে থাকে। স্থাপনা শব্দটি সঠিক। ব্রহ্মার দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন। 'পতিত-পাবন' শব্দটি অবশ্যই চাই। সত্যযুগে সকলেই সঙ্গতিতে থাকে, কলিযুগে সকলেই দুর্গতিতে থাকে। কেন, কিভাবে দুর্গতি হয়েছে ? এ'কথা কারোর জানা নেই। গায়নও করে, সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একজনই। আত্মা মনে করে -- এ হলো এক খেলা। বাবার মহিমা গায় -- "সদাশিব"। সুখ প্রদানকারী শিব, গায়নও করা হয় দুঃখহরণকারী সুখ প্রদানকারী (দুঃখহর্তা-সুখকর্তা)। ভারতে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন তো নেই। লক্ষ্মীনারায়ন কে ভগবতী-ভগবান বলা হয়, তাদের রাজধানী কে স্থাপন করেছিল ? ভগবান হলেন নিরাকার, ওঁনার থেকে আত্মারা উত্তরাধিকার পায়। আত্মাই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অধঃপতনে যায়। নামতে নামতে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এই কথা বোঝাতে হবে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। সেই

পিতা হলেন সদগতি দাতা, আমরা সকলেই হলাম ভাই ভাই, বাবা নয়। এরকম বলা যায় নাকি! -- ফাদার ব্রাদার্সের রূপ নিয়েছে। না, সেই জন্য প্রথমেই বলা যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? লৌকিক সম্বন্ধকে তো সকলেই জানে। আত্মাদের হলো নিরাকার বাবা। ওঁকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়। ফাদার অবশ্যই নতুন রচনার মালিক বানিয়েছিলেন। এখন আমরা মালিক নই। আমরা সুখী ছিলাম। দুঃখী কি করে দিয়েছে? তা জানে না। অর্ধেককল্প ধরে রাবণের রাজ্য চলেছে তবেই ভারতের এই অবস্থা হয়েছে। ভারত হলো পরম পিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। ভারতেই ভগবান এসেছেন। অবশ্যই স্বর্গ স্থাপন করেছিলেন। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়ে থাকে। তোমরা লিখতেও পারো -- আমরা অমুকের বার্থডে পালন করছি। তাহলে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে, এটা কি বলছে? অভিনন্দনও জানাও। বলা যে আমরা পতিত-পাবন, সঙ্গতিদাতা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী (জন্মদিন) পালন করছি। ওইদিন অনেক জাঁকজমক করা উচিত। সর্বজনের সঙ্গতিদাতার জয়ন্তী, কম কথা কী? এরোপ্লেনের মাধ্যমে বড় বড় শহরে পরচা ফেলা উচিত। তারপর সংবাদপত্রেও পড়বে। অতি সুন্দর সুন্দর কার্ড বানানো উচিত। মোস্ট বিলাভেড (প্রিয়তম) বাবার অনেক মহিমা লেখা উচিত। পুনরায় ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে এসেছেন। সেই বাবাই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উত্তরাধিকারও তিনিই দিয়ে থাকেন। শিব জয়ন্তীর কার্ড অত্যন্ত ভালো, সুন্দর করে ছাপানো উচিত। প্লাস্টিকের উপরেও ছাপানো যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি কম, রাজা-রানী তো কোটি-কোটের মধ্যে থেকে কেউ হবে। বাকি অবশ্যই যারা অমনোযোগী হবে তারা প্রজা হবে। মালা হল ১০৮-এর, বাকি প্রজা তো প্রচুরসংখ্যক হবে। এমনও নয় যে আমরা অমনোযোগী, তাই প্রচুর পরিমাণে পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা অনেক বোঝান কিন্তু মুশকিলই কেউ আমল করে। এখানে নিজেকে আল্লাহর সন্তান মনে করে, বাইরে বেরোলেই মায়া বুদ্ধি বানিয়ে দেয়, মায়া এত কড়া (শক্তিশালী)। রাজস্ব প্রাপ্তকারীরা বেরোবে নাকি! না বেরোবে না। চন্দ্রবংশীয়দেরও আমি অকৃতকার্যকারীই বলবো। তোমরা সকলের অধ্যয়ন এবং পদমর্যাদাকে জানো। দুনিয়ায় রামচন্দ্রের পদমর্যাদা কেউ জানে কি? বাবা ভালোভাবে বোঝান। কিভাবে আমরা শিবজয়ন্তীর জন্য ফার্স্ট ক্লাস নিমন্ত্রণ পত্র তৈরি করব যাতে মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। বিচারসাগর মন্তনের কথা গাওয়া হয়ে থাকে। বাবাকে কি বিচারসাগর মন্তন করতে হয় নাকি! না তা হয় না। এ হলো বাচ্চাদের কাজ। বাবা রায় দেন -- কারোর বুদ্ধিতে এলো আর (সেইমতো) কাজ করলো না তখন বাবা তাকে আনাড়ি বলবে। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হবে। ত্রিমূর্তি উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা সকলেই হলে পান্ডা যারা রুহানী (আধ্যাত্মিক) যাত্রা শিখিয়ে থাকে। তোমরাও লিখতে পারো -- সত্যমের জয়তে..... সত্য পিতা আমাদের বিজয় প্রাপ্ত করা শেখান অথবা বিজয় প্রাপ্ত করান। কেউ আপত্তি করলে তাকে বোঝাতে হবে। বাবা ভেবেছিলেন যে শিব-জয়ন্তী কিভাবে পালন করা উচিত। গীতার ভগবান শিব, কৃষ্ণ নয়, এর প্রচার ভালোভাবে করতে হবে। উনি হলেন রচয়িতা, ইনি হলেন রচনা। তোরা অধিকার কার থেকে প্রাপ্ত হবে? শ্রীকৃষ্ণ হল প্রথম রচনা। দেখানো হয়েছে, সাগরের মধ্যে অশ্বথের পাতার উপরে করে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। এ হলো গর্ভমহলের কথা। স্বর্গে গর্ভ মহল এর মধ্যে মজা (খুশি) থাকে। এখানে নরকে গর্ভ-জেলে কষ্ট ভোগ করে। সত্যযুগে হয় গর্ভমহল, কলিযুগে হয় গর্ভজেলা। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র কত ভালো। নরকে লাথি মারছে। শ্রীকৃষ্ণের ৮৪ জন্মও লেখা রয়েছে। ভগবানুবাচ, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি তোমাদেরকে বলি। তাই যতজন সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে তাদেরকেই বোঝাই। কত সহজ। সাথে ম্যানার্সও চাই। লোভ থাকা উচিত -- অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার আর কোন জিনিসের প্রতি লোভ নয় সেইজন্য এমন কোন জিনিস নিজের কাছে রাখা উচিত নয় যাতে বুদ্ধি চলে যায়। নাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। দেহ সহ যাকিছু আছে সে'সব থেকে বুদ্ধি বের করে দিতে হবে। অদ্বিতীয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোন-কোন মানুষ অনেক আসবাবপত্র রেখে থাকে, মৃত্যুর সময় তখন সে'সবই স্মরণে আসবে। যে বস্তুর প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা থাকবে, ভবিষ্যতে তা অবশ্যই স্মরণে আসবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান কোন বস্তু লোভের বসে লুকিয়ে রেখোনা। যন্ত্র থেকে প্রতিটি জিনিসই পেতে পারো। কিছু লুকিয়ে রাখলে বুদ্ধি সেখানে অবশ্যই আটকে থাকবে। বাবার আদেশ হলো -- এ হলো শিববাবার ভান্ডারা বাচ্চারা সবকিছু পাবে। এমন খেয়ালও আসা উচিত নয় যে অমুকে ভাল শাড়ি পড়েছে, আমরাও পড়বো। আরে, তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজত্বের উত্তরাধিকার নিতে এসেছো নাকি শাড়ির উত্তরাধিকার নিতে এসেছো? যারা ভালো সার্ভিস করে তাদের উপর সকলেই সমর্পিত হয়ে যায়। বলা, আমরা শিবের ভান্ডারা থেকে প্রাপ্ত জিনিস ব্যতীত আর কিছু পড়তে পারি না। আমরা যন্ত্র থেকেই নেব তবেই বাবা স্মরণে থাকবে। বাবার ভান্ডারা থেকে এটা পেয়েছি। নাহলে চুরি ইত্যাদির অভ্যাস হয়ে যায়। আরে এখানে স্যাফ্রিফাইস (ত্যাগ) করলে সেখানে তো অত্যন্ত ভালো (ফার্স্টক্লাস) জিনিস প্রাপ্ত হবে। শিব বাবা কোথাও কোথাও বাচ্চাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। দেখি কতখানি দেহ অভিমান আছে। তোমাদের প্রতিজ্ঞা রয়েছে -- যা খাওয়াবে..... যা পড়াবে.... ইত্যাদি। মন থেকে বোঝা উচিত -- এ'সব শিববাবা দেন। এতটাই ফার্স্টক্লাস অবস্থা হওয়া উচিত। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করো। বাবার রায় (পরামর্শ) অনুসারে চলো। বাবা-মাঝা বলা তাহলে পুরোপুরি ফলো করো। সকলকে পথ বলে দাও।

বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল এখন আবার প্রাপ্ত হচ্ছে। স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। বাবা বুদ্ধি দিয়ে থাকেন -- তোমরা যত বলবান হবে, মায়া তত জোরে আসবে। তোমরা কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো? কোনো কোনো বাচ্চাদের বাবা বলেন যে তোমরা হলে অত্যন্ত ভালো সেবাধারী। মায়ার তুফান তো আসবে -- সারা জীবনকালেই কি ব্রহ্মচর্যে থাকবে? বৃদ্ধ বয়সে এসে চক্কর(মাথা ঘুরে যাবে) থাকে। বিয়ে করি, এই করি। মায়া বৃদ্ধকেও যুবক বানিয়ে দেয়। সে এমন কষ্ট দেবে। তোমরা কেন ভয় পাও? অবশ্য কতই তুফান আসুক না কেন, বাবাকে স্মরণ করলে সুরক্ষিত থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) লোভের বশে কোনো বস্তু লুকিয়ে নিজের কাছে রাখবে না। বাবার আদেশ অনুসারেই চলতে হবে।

২) বাবা যা খাওয়াবেন, যা পড়াবেন, একমাত্র শিব বাবার ভান্ডারা থেকেই নিতে হবে। দেহ অভিমানে আসবে না। মাশ্শা-বাবাকে পুরোপুরি ফলো করতে হবে।

বরদান:- সর্ব খাজানাকে বন্টন করে এবং বৃদ্ধি করে সদা ভরপুর থাকা বালক তথা মালিক ভব বাবা সকল বাচ্চাদের একই রকমের খাজানা দিয়ে বালক তথা মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। খাজানা সকলের একই রকমের প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু যদি ভরপুর না থাকে তবে তার কারণ হলো যে খাজানাকে সামলে রাখতে বা বৃদ্ধি করতে পারে না। বৃদ্ধি করার পদ্ধতি হল বন্টন করা আর সামলে রাখার পদ্ধতি হলো বারবার তা চেক করা। অ্যাটেনশন আর চেকিং, এই দুটি পাহারাদার যদি ঠিক থাকে তাহলে খাজানা সর্বদা সুরক্ষিত থাকে।

স্নোগান:- প্রতিটি কর্ম অধিকারী হওয়ার নিশ্চয় এবং নেশায় কর তবে পরিশ্রম করতে হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবসময় এই নেশাতে (ঈশ্বরীয়) থাকো যে আমরা শিব বংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, আমাদের এই ঈশ্বরীয় কুল হল সবচেয়ে উচ্চ"

*প্রশ্নঃ - উপরে ঘরে (পরমধাম) যাওয়ার জন্য লিফ্ট কখন পাওয়া যায়? ঐ লিফ্টে কে বসতে পারে?

*উত্তরঃ - এখন এই সঙ্গম যুগেই ঘরে যাওয়ার জন্য লিফ্ট পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাবার না হবে, ব্রাহ্মণ না হবে ততক্ষণ কেউ-ই লিফ্টে বসতে পারে না। লিফ্টে বসার জন্য পবিত্র হও, দ্বিতীয় হল স্বদর্শন চক্র ঘোরাও - এটা ঠিক যেন ডানা, এই ডানার আধারেই ঘরে যেতে পারবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ যাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয় তারা এখন গুপ্ত বেশে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছে। তোমাদের কেউ জানতে পারে না যে এরাই সঙ্গম যুগের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। বাচ্চারা তোমরা জানো আমরা শিব বংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সুতরাং কুলের নেশা বৃদ্ধি পায় কেননা তোমরা হচ্ছে ঈশ্বরীয় কুলের। ঈশ্বর এসেই তোমাদের নিজের করেছেন, নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চারা জানে সুতরাং বাবাও জানেন আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এখন পবিত্র হতে হবে। এখন বাচ্চাদের নিশ্চয় হয়ে গেছে যে আমরা শিব বংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমাদের নাম হচ্ছে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। সম্পূর্ণ দুনিয়া শিব বংশী। ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ তখনই হবে যখন প্রথমে শিববাবাকে জানবে। এই সময় তোমরা সাকারে বাবার হয়েছ। এমনিতে তো যখন নিরাকার দুনিয়াতে থাকো তখন তোমরা সর্বোত্তম শিব বংশী। কিন্তু যখন বাবা সাকারে (ব্রহ্মা শরীরে) আসেন তখন তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হও। এক সেকেন্ডের মধ্যে বাবা কি থেকে কি বানিয়ে দেন। যেই মুহূর্তে বললে বাবা আর বাচ্চা হয়ে গেলে। যেমন আত্মা মুখ দিয়ে বলে কিন্তু দেখা যায় না। যেমন আমি এই সময় সাকারে এসেছি, বার্তালাপ করছি। তোমরা যতক্ষণ শরীর ধারণ না করবে ভূমিকা পালন কিভাবে করবে। তোমরা শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে আসো। আমি এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আসি না, তবেই তো বলা হয় আমার জন্ম দিব্য আর অলৌকিক। তোমরা গর্ভে প্রবেশ করে থাকো। আমি স্বয়ং বলে থাকি ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে, এর অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি। তোমাদের কোনো মানুষ পড়াশোনা করায় না কেননা তাদের মধ্যে জ্ঞান নেই। আহ্বান করে বলে পতিত-পাবন এসো, কে পতিত-পাবন? শ্রী কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স (রাজকুমার)। সে পতিত-পাবন তো হতে পারে না। যখন মানুষ মারা যায় বলে যে রাম-রাম বলো, যখন কাউকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয় তখনও পাড়ি বলে থাকে গডফাদারকে স্মরণ কর কেননা গড ফাদারই হচ্ছেন সুখদাতা। বাবাই এসে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন এখন সঙ্গম যুগ এবং আমাদের সুখের দিন আসছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন সঙ্গম সুখের সময়। এটাই একটা যুগ উপরে ওঠার (উত্তরণ কলা)। ঠিক যেন উপরে ওঠার লিফ্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র না হবে, স্বদর্শন চক্রধারী না হবে ততক্ষণ লিফ্টে বসতে পারবে না। এই সময় তোমরা ডানা পাও (উত্তরণের জন্য) কিন্তু মায়া তোমাদের ডানা কেটে দিয়েছে। যখন বাবার হও, ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠো তখনই ডানা পাও। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ হয়েছ তারপর দেবতা হবে। সুতরাং তোমরা এখন সঙ্গম যুগের এবং সত্যযুগে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। সবার জন্যই সুখের দিন আসছে। তোমরা ধৈর্য ধরে আছ। বাকি দুনিয়া তো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

বাবা তোমাদের বলেন স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। নতুন এই কথা কেউ শুনলে বলবে কিভাবে স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারে? স্বদর্শন চক্রধারী তো বিষ্ণু সেইজন্যই কতটা পার্থক্য হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। এই সময় তোমরা হচ্ছে ঈশ্বরীয় সন্তান এরপর হবে দৈবী সন্তান তারপর বৈশ্য, এবং সবশেষে শুদ্র সন্তান হয়ে যাও। এই সময় সবচাইতে উচ্চ হলো ঈশ্বরীয় কুল। বাস্তবে সম্পূর্ণ মহিমা শিবের। তারপর শিব শক্তির তারপর দেবতাদের কেননা এই সময় তোমরা সেবা করে থাকো। যারা সেবা করে তারাই পদ প্রাপ্ত করতে পারে। তোমরা হচ্ছে আত্মিক সোশাল ওয়ার্কার, শরীর ধারী সোশাল ওয়ার্কার অনেক আছে। তোমাদের এখন আত্মিক নেশা আছে যে আমরা অশরীরী হয়ে এসেছিলাম, এবং নিজেদের স্বরাজ্য গ্রহণ করেছিলাম। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে নলেজ পেয়েছ। তোমাদের স্মৃতি এসেছে - একেই বলে স্মৃতিলক্ষা। বাবাই এসে স্মৃতি দিয়ে থাকেন যে তোমরাই হচ্ছে দেবতা, এবং ঋত্বিয়। এখন ৮৪ জন্মের পরে এসে মিলিত হয়েছ। এটাই হচ্ছে সঙ্গম যুগের কুস্ত মেলা, আত্মার সাথে পরমাত্মার। পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন

অর্থাৎ সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতা জ্ঞান প্রদান করছেন। ওরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ হতো সবাই তাকে আঁকড়ে ধরত কারণ তার মধ্যে আকর্ষণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন শুনছে আর যারাই কৃষ্ণপুরীর আত্মারা আছে তারাও শুনছে। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে আমরাই কৃষ্ণপুরী অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণপুরীর। বাবা হলেন নলেজফুল, বাবার মধ্যে যে নলেজ আছে এখন তোমাদের তিনি প্রদান করছেন। কোন সে নলেজ? পরমাত্মাকে বীজরূপ বলা হয়, সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ঝাড়কেই নলেজ প্রদান করেন। জ্ঞানের সাগর তিনি এবং পতিত-পাবন। যখন লেখো বুঝে লেখো। প্রথমে পতিত-পাবন বলবে নাকি জ্ঞানের সাগর বলবে? অবশ্যই জ্ঞান আছে তবেই তো পতিতদের পবিত্র করে তুলবেন। সুতরাং প্রথমে জ্ঞানের সাগর তারপর পতিত-পাবন লেখা উচিত। জ্ঞানের সাগর বাবাই এসে শোনান মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয়। একজনকে খোড়াই বলবেন। এটা হচ্ছে রাজযোগ পাঠশালা। পাঠশালাতে অনেক আত্মা আসবে। একজনকে খোড়াই পড়াশোনা করাবেন। আমরা বলি বাবা, তিনি টিচার সেইজন্যই অনেককেই পড়ান। তোমরা দেখছ যে তিনি অসীমিত বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঝাড় ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন এটা খুব ছোট থাকে পাখি খেয়ে ফেলে। তোমরাও দেখো যে এই ঝাড়ের উপর এমনই সব মায়ার তুফান আসে যে ভালো-ভালোরাও চলে যায়। বাবা প্রথম-প্রথম বাচ্চাদের এমনই চলন (আচার আচরণ) দেখে বলতেন তোমাদের চলন এমনই যে তোমরা থাকতে পারবে না, সেইজন্যই শ্রীমত অনুসারে চলো। ওরা বলত যা কিছুই হোক না কেন আমরা পালাতে পারব না। তারপরেও ওরা চলে গেছে। সেইজন্যই গায়ন আছে অবাক হয়ে শোনে, শোনায়, তারপর পালিয়ে যায়। তোমরা সেটা প্র্যাকটিক্যাল দেখছ। এমনটা হয় কারণ মায়া সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন মায়ার সাথে মল্লযুদ্ধ হয়। দুই তরফই শক্তিশালী হয়। তারপর কারো হার হয়, কারো বা জীত হয়। তোমাদের যুদ্ধ এখন মায়ার সাথে। মায়াকে জয় করেই তোমরা রাজস্ব স্থাপন করছ।

বাবা বলেন এই বিনাশের চিহ্ন হচ্ছে - বোমা। শাস্ত্রতেও লেখা আছে যে তারা তাদের পেট থেকে মুসল (ক্ষিপণাস্ত্র) বের করেছিল এবং নিজেদের কুলকেই ধ্বংস করেছিল। তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন পবিত্র দুনিয়া গড়ে তুলতে। সুতরাং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হওয়া উচিত। তা না হলে আমরা কোথায় রাজস্ব করব। এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনার প্রালব্ধ হবে ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার জন্য। আর যারা পুরুষার্থ করে তারা এই দুনিয়ার জন্য করে। সন্ন্যাসীরাও যে পুরুষার্থ করে সেটাও এই দুনিয়ার জন্য। তোমরা বলে থাকো আমরা ওখানে গিয়ে রাজস্ব করব। কিন্তু গুপ্ত রূপে হওয়ার জন্য বাচ্চারা ক্ষণে-ক্ষণে ভুলে যায়। নয়তো নামীদামি ব্যক্তি কোথাও গেলে কতভাবে তাকে স্বাগত জানানো হয়। লন্ডন থেকে রানী এসেছিলেন কত ধুমধাম করে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাবা কত বড় অথরিটি, বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমরা শো (দেখানো) করতে পারিনা কারণ নতুন বিষয়। মানুষ মুমূর্ষু পেড়ে এই ভেবে যে এখানে ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন? কেননা আজকাল তো অনেক টাইটেল রাখা হয়। বাবা বলেন অন্ধকার নগরী.....কিছুই জানে না। যদি মনে কর সাধু, সন্ত, গুরুরা জানতে পারে যে বাবা এসেছেন, যাকে আমরা সর্বব্যাপী বলতাম, তিনি এখন এসে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিচ্ছেন। তারা এসে নিয়ে যেত, তারা আমার পা এমন ভাবেই ধরবে, যে আমি ছাড়াতেই পারব না। এমন হলে সবাই বলত এনার মধ্যে জাদু আছে আর নয়তো গুরুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এমনটা হবে না, শেষে গিয়ে হবে। বলা হয় না, যে কন্যারা ভীষ্ম পিতামহকে তীর বিদ্ধ করেছিল। এটাও দেখানো হয়েছে - বাণ মারার জন্য গঙ্গা বেরিয়ে এসেছিল। সুতরাং এটাই প্রমাণ হয় যে শেষে সবাইকে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিলেন। মানুষ তো কিছুই জানে না। বলে দেয় পরমাত্মা তো সর্বব্যাপী। বুদ্ধকেও সর্বব্যাপী বলে থাকে। একেই বলে পাথর বুদ্ধি। আমরাও প্রথমে পাথর বুদ্ধির ছিলাম। সুতরাং বাবা এসে বোঝান গডফাদারকে কখনও সাকার বা আকার বলবে না। তিনি তো নিরাকার। তাঁকে সুপ্রিম সোল বলা হয়। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভক্তি করেছ। বলা হয় না - ভক্তি করতে-করতে ভগবানকে পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই ভক্তি করতে-করতে দুর্গতি হয়েছে তবেই বাবা আসেন সঙ্গতি দিতে। বলাও হয়ে থাকে - সবার সঙ্গতি দাতা। মানুষ খোড়াই জানে পরমাত্মা কবে আর কোন রূপে আসেন, ওরা বলে থাকে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের রূপে আসবেন, একেই বলে ঘোর অন্ধকার। বলাও হয়ে থাকে - কুন্ডকর্ণের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে কিন্তু জাগেনি। সুতরাং বাবা এখন ডায়রেকশন দিচ্ছেন পবিত্র হও আর ভগবানের কাছ থেকে ডাইরেক্ট গীতা শোনো। ৭ দিন কোয়ারেন্টাইনে (একান্তে) বসেও, বলা যে দান (বিকার) দিলে তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে। এখন সবার মধ্যেই ৫ বিকারের গ্রহণ লেগেছে সেইজন্যই পতিত হয়ে গেছে। রাবণের রাজ্য না! এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা তোমরা আমার হও, দ্বিতীয় কেউ নয়। শ্রী-শ্রী ১০৮ এর শ্রীমত অনুসারে চললে তোমরা ১০৮ এর বিজয়ী মালার দানা হতে পারবে। আমি মালার দানা হইনা। আমি তো ডিট্যাচড (বিচ্ছিন্ন) যার প্রতীক হচ্ছে ফুল। ব্রহ্মা-সরস্বতীর দ্বৈত মালা তৈরি হয়। প্রবৃত্তি মার্গ না ! নিবৃত্তি মার্গের কেউ মালার দানায় আসতে পারে না। তবে হ্যাঁ, পবিত্রতা ধারণ করলে সেটাও ভালো। কিন্তু এই গুরুরা (লৌকিকের) সঙ্গতি দিতে পারে না। সঙ্গতি দাতা একজনই সদ্ধুরু। সদ্ধুরু অকাল অমর বলে থাকে। সদ্ধুরু তো

একজন পরমাত্মাকেই বলা হয়। সাকার গুরুরা অকালমূর্তি খোড়াই হতে পারে। লৌকিক পিতা, টিচার, গুরুকে তো কাল (অকাল মৃত্যু) খেয়ে ফেলে। আমাকে তো কাল খেতে পারে না। বাবা কত ভালো-ভালো কথা বুঝিয়ে বলেন, যারা এতো সহজ কথা বুঝতে পারে না বাবা তাদের বলেন আচ্ছা তবে বাবাকে স্মরণ কর। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। বাবার সাথে উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা তো সামনে এসেছেন। বাবাকে অশরীরী বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর প্রত্যেকের নিজের শরীর আছে। আমার তো নিজের শরীর নেই। তোমাদের তো মামা, কাকা সবাই আছে। আমার মামা, কাকা তো কেউ নেই। তবুও আমি আসি। কিন্তু তোমরা কিভাবে আসো, আমি কিভাবে আসি। আহ্বান করে বলে গড়ফাদার। কিন্তু কোথা থেকে আসি ? পরমধাম থেকে আসি। যেখান থেকে তোমরা আসো, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। এই সময় তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী রুদ্র যন্ত্রের রক্ষক। রাজযোগের শিক্ষা প্রদানকারী, রাজযোগ শেখানোর জন্য তোমরা টিচার হয়ে গেছ তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মালার দানা হওয়ার জন্য এই ধারণা দৃঢ় করতে হবে যে আমার তো একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। স্মৃতিলব্ধ হতে হবে।

২) শ্রী শ্রী ১০৮ শিববাবার শ্রীমত অনুসারে সম্পূর্ণ রূপে চলতে হবে। আমার-আমার ত্যাগ করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে সবসময় সুখের অনুভব করতে সমর্থ মায়াজীত, ক্রোধমুক্ত ভব
ব্রাহ্মণ জীবনে যদি সুখের অনুভব করতে হয় তবে ক্রোধজীত হওয়া অতি আবশ্যিক। যদি কেউ গালিও দেয়, ইনসাল্ট (অপমান) করে কিন্তু তোমাদের যেন ক্রোধ না আসে। কর্তৃত্ব প্রদর্শন করাও কিন্তু ক্রোধের অংশ। এমন মনে করবে না যে, ক্রোধ তো করতেই হয়, নয়তো কাজই হবে না। আজকের সময়ানুসারে ক্রোধ করলে কাজ বিগড়ে যায় আর আত্মিক ভালোবাসা দিয়ে, শান্তির সাথে কাজ করলে বিগড়ে যাওয়া কাজও ঠিক করা যায়। সেইজন্যই এই ক্রোধকে মস্ত বড় বিকার মনে করে মায়াজীত, ক্রোধমুক্ত হও।

স্নোগানঃ:- নিজের বৃত্তিকে এতটাই শক্তিশালী করে তোলা যাতে অনেক আত্মা তোমার বৃত্তির দ্বারা যোগ্য আর যোগী হয়ে ওঠে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিজেদের বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নিয়ে অসীম জগতের সন্ধ্যাসী হতে হবে, সন্ধ্যাসী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র আর অটল (পাক্ষা) যোগী”

*প্রশ্ন:- কোন স্থিতি ধারণ করলে মায়ার তুফান সমাপ্ত হয়ে যাবে?

*উত্তর:- যখন আমার পতি, আমার বাচ্চা... এই আমার-আমার থেকে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যাবে। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই - এটা বুদ্ধিতে পাক্ষা ধারণা হয়ে যাবে। এক বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগ যুক্ত থাকবে, তখন মায়ার তুফান সমাপ্ত হয়ে যাবে।

*গীত:- কে এল আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে আত্মাদের পিতা, তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা। বাবা নিজে বোঝাচ্ছেন - আকারে আমার কোনও বড় রূপ নেই। যেরকম আত্মার জন্য বলে স্টারের মতো, ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। সেইরকমই আমি হলাম পরম আত্মা, তাঁর মহিমা অনেক বড়। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এছাড়া এত বড় চিত্র ওঁনার নয়। এত বড় হলে তো এই শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তো পূজা করার জন্য বড় শিবলিঙ্গ বানিয়েছে। আঙুলের সদৃশ বলে দেয়। আত্মা মানে আত্মা কেবল তাঁকে পরম বলা হয়, যিনি পরমধামে থাকেন। তোমরা জানো যে এই সময় হল ডেভিল ওয়ার্ল্ড, আসুরীক সম্প্রদায়। সত্যযুগে এই ভারতের উপর দেবতাদের রাজ্য ছিল, এখন তো হল আসুরীক রাজ্য। দেখো কি না কি খেতে থাকে! মাংস মদ এই সব হল রাক্ষসী আহার, এই কথাটিকেও বুঝতে পারে না। স্কুলেও কারো ভালো চিন্তা, কারো রজোগুণী, কারো তমোগুণী হয়ে থাকে। যে অন্যদেরকে বোঝাতে পারে না তাকে বুদ্ধি বলা হবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে মহারথী, অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী, পদাতিক সৈন্যবাহিনী অনেক আছে যারা ভালোভাবে বোঝাতে পারে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান না হওয়ার কারণে ডিস-সার্ভিস করতে থাকে। যার মধ্যে যতটা জ্ঞান আছে সে ততটাই বোঝাবে। নম্বরের ক্রমে তো আছে। কখনো ভুলও করতে থাকে। বাচ্চাদের এই নেশায় থাকতে হবে যে আমি তো দেবতা হচ্ছি। বাবা নিজে বলছেন যে আমি পতিতদের দুনিয়াতে আসি। সত্যযুগে ইনিই নারায়ণ ছিলেন - এখন পুনরায় এনার শরীরে এসেছি, এনাকে নর থেকে নারায়ণ বানাই। নম্বর ওয়ান পূজ্যও ইনি ছিলেন, এখন নম্বর ওয়ান পূজারীও ইনি হয়েছিলেন। এনারই অলরাউন্ড পার্ট আছে। এটাই আমার একমাত্র পূর্ব নির্ধারিত শরীর। এটা কখনই পরিবর্তন হবে না। এমন নয় যে কখনো অন্য কাউকে চান্স দেবো। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এতে চেঞ্জ হতে পারে না। বাবা বলছেন যে আমি আসি পতিতদের দুনিয়াতে, কিন্তু কাউকে পতিত বলা তো রেগে যাবে। কিন্তু যখন ভগবানুবাচ আছে যে সবাই হল আসুরীক সম্প্রদায় তখন মানতেই হবে। ভগবান মানে ভগবান নিরাকার, না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না শংকর, না কৃষ্ণ... বলছেন যে আমি পরমাত্মাও তোমাদের মতোই। ভগবানুবাচ আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। যোগের কতইনা মহিমা আছে। অনেক যোগাশ্রম খুলেছে। সেখানে হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়। কিন্তু তোমরা যোগবলে সমগ্র বিশ্বকে স্বর্গ বানাচ্ছো। বিশ্বকে পরিবর্তন করছো। সমগ্র দুনিয়া তো যোগে থাকে না, যোগের কতইনা মহিমা আছে, যার দ্বারা খাস ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। কিন্তু কারোরই জানা নেই যে একে স্বর্গ কে বানিয়েছেন? অবশ্যই এমন কেউ স্বর্গের নিমাণকর্তা থাকবেন। বাবা বলছেন আমিই এসে দেবতা হওয়ার কর্ম শেখাই। এটা তো বড়ই সহজ। তারা অনেক যত্ত্ব করে। এখানে তোমরা কোনো হোম যত্ত্ব করো কি? ধূপও সুগন্ধের জন্য জ্বালাও। এছাড়া এখানে কর্মকান্ডের কোনও কথা নেই। তো বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন যে আমিও হলাম আত্মা, যেরকম হলে তোমরা। কিন্তু আমি পুনর্জন্ম নিই না, জন্ম নিই কিন্তু মরণে আসি না, আমার জয়ন্তী পালন করে। আমি শরীরে পড়ানোর জন্য যাওয়া আসা করি তো একে মৃত্যু বলা যাবে না। আমি আসি দেবতা বানানোর জন্য। এখন যারা এসে পড়বে..., পড়বে তারাই যারা কল্প পূর্বে পড়েছিল। যারা অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া, তারাই হল হারানিধি বাচ্চা, অন্যরা খোড়াই ৮৪ জন্মে আসে, আমরাই সমগ্র ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। কলিযুগী মানুষ তো অনেক জন্ম নিতে নিতে বিরক্ত হয়ে যায়, তোমাদেরকে বলবে আমরা আর ৮৪ র চক্রে আসতে চাইনা। কিন্তু আমরা কতইনা শক্তিশালী যে আরোই খুশী হই। আমরা ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করতে করতে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাই। তাদের ধ্বজাতেও চক্র আছে, তারপর তারা চরকা বানিয়ে দিয়েছে। তাদের সামনে তোমাদের ‘কোট অফ আর্মস্’ ঠিক আছে। উপরে শিববাবা, নীচে ত্রিমূর্তি আর চক্র একদম ঠিক লাগানো হয়েছে। এই যে তোমাদের শিবের ধ্বজা একদমই ঠিক আছে।

তোমাদেরকে বুঝিয়েছি যে সন্ন্যাস হল দুই প্রকারের। একটা হল নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস, যারা জঙ্গলে যায়, তারা হল হাফ সন্ন্যাস। তোমাদের হল ফুল সন্ন্যাস। তোমরা কীসের সন্ন্যাস করো? সমগ্র আসুরিক দুনিয়ার সন্ন্যাস করে থাকো, আমার পতি, আমার বাচ্চা, আমার গুরু... সেইসব আমার-আমার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নাও। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। যতক্ষণ এই স্থিতি না আসে ততক্ষণ তুফান আসতে থাকবে। অস্থির হতে থাকবে। বাবা সমগ্র আসুরিক দুনিয়ার সন্ন্যাস করান কেননা এইসব ভল্ল হয়ে যাবে। তোমরা আত্মীয় পরিজনদের মাঝেই থাকো কিন্তু তাদেরকে দেখেও তোমাদের বুদ্ধি যেন পরমধামে লেগে থাকে। আমার কিছুই নেই। তাহলে কাম ক্রোধ কার দ্বারা হবে! এই যুক্তি খুবই ভালো, কিন্তু যখন বুদ্ধিতে বসবে...। একে রাজযোগ বলা হয়। তোমরা যোগ লাগাও, রাজস্ব নাও। সেটা হল হঠযোগ। এসব হল গুহ্য পয়েন্ট। যোগী তো দুনিয়াতে অনেক আছে। কিন্তু বাবা বলছেন যে - একজনেরও আমার সাথে যোগ নেই। আমার পরিবর্তে আমার নিবাস স্থান ব্রহ্ম তত্ত্বের সাথে যোগ আছে। যেরকম ভারতবাসী নিজের নিবাস স্থান, হিন্দুস্তানকে নিজের ধর্ম ভেবে বসে আছে। সেইরকম তারাও নিজেদেরকে ব্রহ্মের বাচ্চা মনে করে। বাচ্চাও বলে না। বাচ্চা বললে তো আবার উত্তরাধিকার চাই। তারা তো বলে যে তত্ত্ব বিলীন হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বাবার তো অনুভব আছে। অনেক সন্ন্যাসী, গুরুরদের থেকে অনুভব করেছেন। অর্জুনকেও দেখিয়েছে যে তার অনেক গুরু ছিল। তোমরা সবাই হলে অর্জুন। এই সময় সমগ্র দুনিয়ার উপর রাবণের রাজ্য চলছে, সমগ্র দুনিয়াই হল লক্ষা। এক সিংহল-এর দ্বীপ লক্ষা নয়। সেটা হল পার্থিব জগতের লক্ষা। কিন্তু অসীম জগতের লক্ষা হল সমগ্র দুনিয়া। এখন সমগ্র দুনিয়ার উপর রাবণের রাজ্য চলছে। রামের রাজ্যে এত মানুষ ছিল না। যখন রাম রাজ্য ছিল তখন রাবণ রাজ্য ছিলো না। কোথায় চলে যায়? নীচে পাতালে চলে যায়। পুনরায় রাবণ রাজ্য আসে তখন রামরাজ্য নীচে চলে যায়। এটাই হল ড্রামা তাই না। যখন চক্রের পুনরাবৃত্তি হয় তখন সত্যযুগ উপরে চলে আসে। দ্বাপর কলিযুগ নিচে চলে যায় তো সত্যযুগ ত্রেতা নীচে থেকে উপরে আসে। এসব হল চক্রের কথা, তারা এমন ভাবে লিখে দিয়েছে। এছাড়া কোনও সাগরে চলে যায় না বা সাগর থেকে উঠে আসে না।

বাবা বোঝাচ্ছেন এটা অত্যন্ত গুহ্য বোঝার মতো কথা। এক্ষেত্রে পবিত্রতা হল ফার্স্ট আর সাথে পাচ্চা যোগও চাই। একে বলা যায় কম্পলিট সন্ন্যাস। এই দুনিয়া থেকে বুদ্ধির যোগ সমাপ্ত করতে হবে। এই কথাটি তোমাদের মাঝেও কেউ কেউ বুঝতে পারে। সবাই বুঝে গেলে তো জ্ঞান গঙ্গা হয়ে যাবে। ছোটো নদী হবে, ক্যানেলস হবে। আচ্ছা ছোট পুকুর হয়ে ঘরেতে বোঝালেও তো বোঝা যাবে যে কিছু বুঝেছে। কিন্তু ঘরেতেও বোঝাতে পারে না। বাবা বলেন যে যেরকমই গরীব হোক না কেন ঘরেতে গীতা পাঠশালা খুলতে পারবে। যদি একটাই ঘর হয়, সেখানেই খাবার খাও আবার ঘুমাও। তবে ভালো কাজ হল সেইসব আসবাবপত্র এক দিকে গুছিয়ে পরিস্কার করে এই ক্লাস চালাও। তিন পা পৃথিবীতেও এত বড় হসপিটাল খুলতে পারো। ধনীদেব কথা ছাড়া। বাবা তো হলেন গরীবের ভগবান তাই না। ধনীরা বলে যে আমাদের কাছে এটাই হল স্বর্গ। তো বাবা বলেন যে আচ্ছা তোমরা তোমাদের স্বর্গতেই খুশীতে থাকো। আমি তোমাদেরকে কি দেবো। দান তো গরীবদের করা যায়। বড়লোকেরা তো এখানে জমীতে বসতে দিলে চমকে উঠবে। তো বাবা বলছেন যে যদিও নিজেদের মহলে থাকো। আমার কাছে তো গরীবরাই আসে যারা ভালো রীতি পড়ে। যদি অন্যদের বোঝাতে না পারো তাহলে ছোটো ডোবা-ও নও। তোমাদেরকে তো বড় নদী হতে হবে। মাগ্না বাবাকে ফলো করতে হবে। কিন্তু ঘরেতেও যদি বোঝাতে না পারো তাহলে এক গন্ডুষ (হাতের তালুতে জলের সম) জলও হলে না। জ্ঞান গঙ্গাদের সামনেই তো বাবার মজা আসবে। কেউ কেউ বাবার সম্মুখে বসে শোনে তো খুব আনন্দ হয়। কিন্তু এখান থেকে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় নেশাও শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন ঘরে পৌঁছায় তখন সেই পরনিন্দা পরচর্চা চালু হয়ে যায়। বাবা তো চাল-চলন দেখেই বুঝে যান। মিলিত হতে আসে, তাও বলে আমার পতি, আমার বাচ্চা আছে। আরে তোমার পতি কোথা থেকে এলো? এসেছো স্বর্গে যাওয়ার জন্য তথাপি আমার আমার-এ ফেসে আছো। আচ্ছা আজকের মতো এতটা ডোজ যথেষ্ট। ততটাই দেওয়া উচিত যতটা হজম করতে পারবে। বাবা নাটশেলে (সংক্ষেপে) বুঝিয়েছেন। যোগের দ্বারা তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছো। আর বাদশাহীর জন্য নলেজ চাই। দুটি সাক্ষেপ্ট আছে। বাবাও যোগে থাকার পুরুষার্থ করেন তবেই তো বলেন - না ভুলে যাবে, না স্মরণ করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরানো দুনিয়ার সম্পূর্ণ সন্ধ্যাস করতে হবে। পবিত্রতা আর যোগের সাক্ষ্যে প্রথম নম্বর নিতে হবে।

২) জ্ঞান গঙ্গা হয়ে পতিতদেরকে পাবন বানানোর সেবা করতে হবে। মাঝা বাবাকে ফলো করে বড় নদী হও।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে কম খরচ আর বেশি লাভ করে অলৌকিকতা সম্পন্ন ভব
এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ স্লোগান হল - “কম খরচ আর বেশি লাভ”। ব্যয় কম হবে কিন্তু
প্রাপ্তি সুন্দর হবে অর্থাৎ রেজাল্ট ভালোর থেকেও ভালো হবে। অলৌকিকতা সম্পন্ন জীবন তখন বলা হবে
যখন বাণীতে, কর্মতে মিতব্যয়ী হবে। কম সময়ে কাজ বেশী হবে, কম কথাতে স্পষ্টীকরণ বেশী থাকবে,
সংকল্প কম হবে কিন্তু শক্তিশালী হবে - একে বলা যাবে কম খরচ আর বেশি লাভ। যে, সকল খাজানাগুলি
কম খরচ করে তার ভান্ডারগুলি ভরপুর হয়ে যায়।

স্লোগান:- বাবা আর সেবাতে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে তো পরিবারের ভালোবাসা স্বতঃই প্রাপ্ত হবে।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

এখন এই যে শিরোমণী গীতাতে ভগবানুবাচ রয়েছে - বাচ্চারা, যেখানে জয় আছে সেখানে আমি আছি, এটাও হল
পরমাত্মার মহাবাক্য। পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয় পর্বত, সেখানে আমি আছি আর সাপেদের মধ্যে কালীয় নাগ হল
আমি, এইজন্য পর্বতের মধ্যে উচ্চ পর্বত কৈলাশ পর্বত দেখায় আর সাপেদের মধ্যে কালীয় নাগ, তো এর দ্বারা প্রমাণিত
হয় যে পরমাত্মা যদি সকল সাপেদের মধ্যে কালীয় নাগ হন তো সকল সাপের মধ্যে তাঁর বাস নয় তাই না। যদি পরমাত্মা
উচ্চ থেকে উচ্চতম পাহাড় হন তার মানে নিচের পাহাড়গুলিতে তিনি নেই আবার পুনরায় বলে যে যেখানে জয় সেখানেই
আমার জন্ম, মানে পরাজয়ে নেই। এখন এই কথাটা প্রমাণ করে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। একদিকে এইরকমও বলে
আবার অন্যদিকে এমনও বলে যে পরমাত্মা অনেক রূপে আসেন, যেরকম পরমাত্মাকে ২৪ অবতারে দেখিয়েছে, বলে যে
কচ্ছ-মচ্ছ ইত্যাদি সব রূপ হল পরমাত্মার। এখন এটা হল তাদের মিথ্যা জ্ঞান, এইরকম ভাবেই পরমাত্মাকে সর্বত্র মনে
করে বসে আছে, যখন এইসময় কলিযুগে সর্বত্র মায়াই ব্যাপক তাহলে পরমাত্মা ব্যাপক কিভাবে হবেন? গীতাতেও বলে যে
আমি মায়াতে ব্যাপক নই, এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত নন।

২) এখন এটা তো আমরা জানি যে যখন আমরা নিরাকারী দুনিয়া বলি তো নিরাকারের অর্থ এটা নয় যে তার কোনও
আকার নেই, যেরকম আমরা নিরাকারী দুনিয়া বলি তো এর অর্থ হল অবশ্যই কোনো দুনিয়া আছে, কিন্তু তার স্থূল সৃষ্টির
মতো আকার নেই, এইরকমই পরমাত্মা হলেন নিরাকার কিন্তু তাঁর নিজের সূক্ষ্ম রূপ অবশ্যই আছে। তো আমাদের আর
পরমাত্মার ধাম হল নিরাকারী দুনিয়া। যখন আমরা দুনিয়া কথাটি বলি তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই দুনিয়া আছে
এবং সেটি হল থাকার স্থান তবেই তো দুনিয়া নামটি বলা হয়েছে, এখন দুনিয়ার লোক তো মনে করে যে পরমাত্মার রূপও
হল অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব, সেটা হল পরমাত্মার থাকার ঠিকানা, যাকে ‘রিটার্ডার্ড হোম’-ও বলা হয়। তো আমরা পরমাত্মার
ঘরকে পরমাত্মা বলতে পারি না। এবার দ্বিতীয় হল আকারী দুনিয়া, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর দেবতারা আকারী রূপে
থাকে আর এটা হল সাকারী দুনিয়া, যার দুটি ভাগ আছে - এক হল নির্বিকারী স্বর্গের দুনিয়া যেখানে অর্ধেক কল্প সর্বদা সুখ
থাকে, পবিত্রতা আর শান্তি থাকে। দ্বিতীয় হল বিকারী কলিযুগী দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া। এখন সেই দুটি দুনিয়া কেন
বলে? কেননা এই যে মানুষ বলে যে স্বর্গ আর নরক দুটিই পরমাত্মার দ্বারা রচিত দুনিয়া, এই পরিপ্রেক্ষিতে পরমাত্মার
মহাবাক্য হল বাচ্চারা, আমি কোনও দুঃখের দুনিয়া রচনা করিনি। আমি যে দুনিয়া রচনা করেছি সেটা হল সুখের
দুনিয়া। এখন এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া সেটা মনুষ্যাত্মারা নিজেরা নিজেকে আর আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে
ভোলার কারণে এই হিসেব-নিকেশ ভোগ করছে। এছাড়া এমন নয় যে, যে সময় সুখ আর পূণ্যের দুনিয়া আছে সেখানে
কোনও সৃষ্টি চালিত হয়না। হ্যাঁ, অবশ্য যখন আমরা বলি যে সেখানে দেবতাদের নিবাস স্থান ছিল, তো সেখানে সব
প্রবৃত্তি চলতো কিন্তু এটা অবশ্যই ছিল যে সেখানে বিকারী ভাবে জন্মগ্রহণ হত না, যে কারণে এতটা কর্ম বন্ধন ছিলো না।
সেই দুনিয়াকে কর্মবন্ধন ব্যতীত স্বর্গ দুনিয়া বলা হয়। তো এক হল নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয় হল আকারী দুনিয়া, তৃতীয়
হল সাকারী দুনিয়া। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - ভোলানাথ বাবা হলেন একজনই, তিনি জ্ঞান রত্ন দিয়ে তোমাদের ঝুলি ভরে দেন, তিনি হলেন কল্প
বৃক্ষের বীজরূপ, তাঁর তুলনা অন্য কারোর সাথেই করা যাবে না”

*প্রশ্নঃ - অনেক বাচ্চারা বাবাকেও ঠকাতে চেষ্টা করে, কীভাবে এবং কেন ?

*উত্তরঃ - বাবাকে যথার্থ রূপে না জানার দরুন ভুল কাজ করে লুকিয়ে রাখে , সত্য কথা জানায় না, সভায় লুকিয়ে
বসে থাকে। তারা জানে না যে ধর্মরাজ পিতা সবই জানেন। এ' হল দন্ড কম করার যুক্তি যে, সত্য পিতাকে
সত্য জানিয়ে দাও।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বুঝেছে যে ভোলানাথ সদা শিবকে বলা হয়। শিব ভোলা ভাণ্ডারী। শঙ্করকে ভোলানাথ বলবে না।
আর না অন্য কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে। বাবা বলেন আমিই এসে আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ
বা জ্ঞান প্রদান করি। সুতরাং জ্ঞানের সাগর হলেন একজন, না শঙ্কর, না অব্যক্ত ব্রহ্মা। অব্যক্ত ব্রহ্মা তো থাকেন সূক্ষ্ম
বতনে। অনেকে এই কথায় কনফিউজ হয় যে, দাদাকে ভগবান ব্রহ্মা কেন বলা হয় ? কিন্তু অব্যক্ত ব্রহ্মাকেও ভগবান
বলা হবে না। এখন শিবপিতা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, আমিই তোমাদের পারলৌকিক পিতা। পরলোক, না স্বর্গকে বলবে, না
নরককে বলবে। পরলোক হল, ঊর্ধ্বের চেয়েও ঊর্ধ্ব রয়েছে যে লোক (স্থান), যেখানে আত্মারা বাস করে, তাই তাঁকে বলা
হয় পরমপ্রিয় পারলৌকিক পরমপিতা কারণ উনি থাকেন পরলোকে। ভক্তিমার্গের মানুষও যখন প্রার্থনা করবে তখন দৃষ্টি
উপরের দিকেই যাবে। তাই বাবা বোঝান যে, আমি সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষের বীজ রূপ। একমাত্র শিববাবা ব্যতীত কাউকে
ক্রিয়েটর (রচয়িতা) বলা হবে না। উনিই একমাত্র ক্রিয়েটর অন্যরা সবাই তাঁরই ক্রিয়েশন অর্থাৎ রচনা। এবারে ক্রিয়েটর
ই ক্রিয়েশনকে উত্তরাধিকার দেন। সবাই বলে আমাদের জন্ম দিয়েছেন ঈশ্বর অথবা খোদা। সুতরাং সেই একমাত্র ঈশ্বরকে
সবাই ফাদার বলবে। গাঙ্গীকে তো ফাদার বলবে না। অসীম জগতের রচয়িতা হলেন একমাত্র শিবপিতা। উনি বোঝান
যে, আমি তোমাদের পারলৌকিক পরমপিতা। বাকি আত্মারা তো সবাই একই রকম, কেউ বড় ছোট হয় না। যেমন জ্ঞান
সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান তারা.... তাহলে সেই সূর্য চাঁদের মাপে তো পার্থক্য আছে কিন্তু আত্মাদের সাইজ এক রকম। বাবা
বলেন আমি সাইজে বড় নই কিন্তু পরমধামে বাস করি তাই আমাকে পরম আত্মা বলে। পরমাত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান
আছে। উনি বলেন আমি যেরকম অশরীরী তেমনই আত্মাও কিছু সময় পরমধামে অশরীরী থাকে। যদিও ডামার মধ্যে
অনেক বেশি সময় থাকে। তাহলে তোমরা আত্মারা যেমন তারার মতন আমিও তেমনই তারা। যদি আমি সাইজে বড় হই
তবে তো এই দেহে ফিট হবো না। যেমনভাবে অন্য সব আত্মারা পার্ট প্লে করতে আসে, তেমনভাবে আমিও আসি। বাবার
ভক্তিমার্গ থেকে পার্ট আরম্ভ হয়। সত্যযুগ ত্রেতায় তো পার্টই নেই। এখন নিজে এসে আমাদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার দেন।
নিজের থেকে কয়েক ধাপ (দুই রত্তি) উপরে নিয়ে যান। আমাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টি দুইয়ের মালিক বানান। এ'তো
প্রত্যেক পিতার কর্তব্য সন্তানদের সুযোগ্য করা, অনেক সেবা করেন। কারো ৭টি সন্তান হয়, কেউ ডাক্তার, কেউ
ইঞ্জিনিয়ার, উকিল হয় তখন পিতার গর্বের সীমা ছাড়িয়ে যায়। লোকেরাও তার প্রশংসা করে যে পিতা নিজের সন্তানদের
পড়াশোনা করিয়ে সুযোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু সবাই একরকম তো হয় না। অনেকে অনেক রকম হয়। ঠিক তেমনই,
বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে খুব উপযুক্ত বানাই। এই বাবা দেখো কেমন! তাঁর স্থূল নাম রূপ নেই। অন্যের দেহে প্রবেশ
করে পড়ান। এই হল হুবহু কল্প পূর্বের পাঠশালা, অতএব নিশ্চয়ই গীতার ভগবান এসে গীতার পাঠশালা বানিয়েছেন।
যেখানে সবাইকে জ্ঞান ঘাস, জ্ঞান অমৃত খাইয়েছেন। কেউ বলে শ্রীকৃষ্ণের গোশালা, কেউ বলে ব্রহ্মার। কিন্তু আসলে কি,
যে শিববাবাকে দেহ না থাকার দরুন ব্রহ্মার সঙ্গে যুক্ত বলে দিয়েছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের তো গো পালনের দরকার নেই।
শ্রীকৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলে না। গাঙ্গীও গীতা হাতে নিয়ে সীতারাম জপ করতেন কারণ তিনি রাম, কৃষ্ণ, কচ্ছ, মচ্ছ
ভগবানের বাস এইরকম মানতেন। পূর্বে আমরাও এমনটাই জানতাম। আমাদের বুদ্ধিতেও অজ্ঞানতার তালা ছিল। এখন
বাবা এসে জাগ্রত করেছেন। সবাইকে কবর থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যান, মশার ন্যায়ে। পরে সবাই নীচে নেমে
আসে নিজ নির্দিষ্ট সময়ে।

তোমাদেরকে বাবা বোঝান যে, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। স্টুডেন্টদেরও পিতা, শিক্ষক স্মরণে থাকে। তোমাদের তো
পিতা পড়াচ্ছেন। ইনি হলেন তোমাদের গুরুও । তিন স্বরূপের ফোর্স আছে। তবুও এমন পিতাকে ভুলে যাও! এমন

(নিজেদেরকে ফুল কাস্ট বলে থাকে) বাচ্চারাও আছে - যারা ৫ মিনিট স্মরণ করে না। তখন বলেন ওহো মম্ মায়া। আমি বাচ্চাদের তালা খুলি, তোমরা বন্ধ করে দাও। একটুও যদি বিকার গ্রস্ত হয় তবেই বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। তবুও সত্য কথা জানিয়ে দিলে দন্ড কম হয়ে যায়। যদি নিজেই গিয়ে জজকে নিজের দোষ জানাবে তো দন্ড কম হয়ে যাবে। বাবাও তেমনই করেন, যদি কেউ বিকর্ম করে না জানায় তবে তার কঠোর দন্ড প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধর্মরাজের কাছে কিছুই গোপন করতে নেই। এমন অনেকে আছে যারা বিকার গ্রস্ত হয়ে লুকিয়ে সভায় এসে বসে কিন্তু ধর্ম রাজের কাছে গোপন কিছু থাকতে পারে কি? নিশ্চয় না থাকার দরুন বাবাকেও ঠকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাকার বাবাকে যদিও বা ঠকানো যায়, নিরাকার বাবা তো সব জানেন, তোমাদেরকে এই দেহের দ্বারা শিক্ষা উনিই দিচ্ছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের, দাদার (ব্রহ্মা বাবার) দেহে পরমাত্মা কীভাবে আসেন? তিনি তো গৃহস্থ ছিলেন। সন্তান ইত্যাদি ছিল, এনার মধ্যে কীভাবে আসেন, কেন কোনো সাধু সন্ন্যাসীদের দেহে আসেন না? কিন্তু পরমাত্মাকে তো পতিতদের পবিত্র করতে হবে। উনি পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত করেন, এও যেন ডিগবাজি (বাজোলি) খেলার মতো। ব্রাহ্মণরাই দেবতা পরে ঋত্বিয়, বৈশ্য.... এই বর্ণ গুলি ভারতে আছে। অন্য কোনো স্থানে বর্ণ নেই। এখন আমি ১৫ মিনিট ভাষণ দিয়েছি। এমন ভাবে তোমরাও বোঝাতে পারো। বাবা ডাইরেক্ট কথা বলেন। তোমরা বলবে শিববাবা এমন করে বোঝান শিব আলাদা, শঙ্কর আলাদা - এও পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে হবে। এ হল বাবার পরিচয় দেওয়া। যখন গভর্নমেন্টের পুস্তক প্রকাশিত হয় - হু ইজ হু। তেমনই হু ইজ হু প্রি অর্ডেন্ট (পূর্বনির্ধারিত) ড্রামা। আমরা বলবো উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা তারপরে অন্য ধর্ম স্থাপকরা। এই রীতি অনুযায়ী দুনিয়া পুরানো হতে থাকে। তোমরা দেবতার বাম মার্গে যাও। এখন বাবা এসে জাগ্রত করেন, বলেন সব কিছু আমার কাছে অর্পণ করে দাও এবং আমার মতানুসরণ করে চলো। শ্রীমৎ তো তাঁরই বলা হবে।

যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, যাদেরকে স্মরণ করা হয় তারা বাম মার্গে গমন করেন, তাহলে কে শ্রীমৎ প্রদান করতে পারেন। ভক্তদের মনস্কামনাও বাবা পূরণ করেন, তাদের ভাবনা তারা কচ্ছ মচ্ছ যাতেই রাখুক না কেন তাদের ভাবনা আমি পূরণ করি। এর অর্থ তারা এটাই বের করেছে যে, কচ্ছ-মচ্ছ সবচেয়েই ভগবান আছেন। বাবা অনেক রহস্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু যারা বুঝছে তারা হল নম্বর অনুসারে, তাই তাদের পদও প্রাপ্ত হয় নম্বর অনুসারে। এই দৈবী রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে, ধর্ম নয়। ধর্ম তো অন্য ধর্ম স্থাপকরা স্থাপন করে। শিববাবা তো ব্রহ্মার দ্বারা রাজার রাজা করেন। রাজার রাজা এর অর্থও তোমাদের বোঝানো হয়েছে। বিকারী রাজারা তোমাদের পূজা করে, সুতরাং কত বিশাল পদ মর্যাদা তোমরা প্রাপ্ত করে থাকো। বাবার মিষ্টি-মিষ্টি কথা তোমাদের খুব ভালো লাগে কিন্তু উঠলে একটু চা পান করলে তারপরেই নেশা কমে গেল। গ্রামে ফিরে গেলে তো নেশা একেবারেই নেমে যায়। এখানে তো তোমরা শিববাবার ঘরেই বসে আছো। ওইখানে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। যেমন স্বামী যখন বিদেশে যায় তখন স্ত্রী অশ্রুপাত করে। সে তো কোনো সুখ দিতে পারে না, কিন্তু বাবা তো তোমাদের অনেক সুখ প্রদান করেন, দূরে যেতে দুঃখ হয়। অনেকে বলে আমরা এখানেই থেকে যাই। তাহলে তোমাদের সন্তানাদিরা কোথায় যাবে? তারা বলে বাবা আপনি প্রতিপালন করবেন। বাবা কতজনের সন্তানের দেখাশোনা করবেন! কিন্তু যদি সার্ভিসেবল হও তবে তোমাদের সন্তানদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুরুতে সংখ্যা কম ছিল তাই তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করা হয়েছে, এখন তো সংখ্যায় অনেক। তাদের ছেলেমেয়েদেরকে দেখাশোনা করো, তার মধ্যে যদি কেউ হারিয়ে যায় তখন বলবে আমার সন্তান হারিয়ে দিয়েছে। যাকে সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে, সে বলবে আমি অন্যের কর্ম বন্ধন কেন সামলাবো। আচ্ছা, তাহলে একমাত্র শিব সন্তানকে দেখাশোনা করো তাহলে উনি তোমাদের সন্তানদেরকে সামলাবেন। বাকি এমন বাবাকে কখনও পরিত্যাগ করো না। অনেকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তাদেরকে মুখের অবতার বলা হবে। যতই ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের প্রতি রুষ্ট হও কিন্তু শিববাবার প্রতি কখনও রুষ্ট হবে না। উনি তো তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করতে এসেছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। কোনো বিকর্ম করে জানাতে হবে, জজকে সত্য জানিয়ে দিলেই দন্ড কম হয়ে যাবে।

২) বাবার প্রতি কখনো রুষ্ট হবে না, সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজের কর্ম বন্ধন নিজেকেই কাটতে হবে।

- *বরদান:-* সঙ্গম যুগের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসব রূপে উদযাপন করে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন ভব
যে কোনো উৎসব, উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করার জন্য পালন করা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাম্বাদের জীবনই
হল উৎসাহ ভরা জীবন। যেমন এই দেহে শ্বাস আছে অর্থাৎ জীবন আছে ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস
হল উৎসাহ-উদ্দীপনা। তাই সঙ্গম যুগের প্রতিটি মুহূর্ত হল উৎসব। কিন্তু শ্বাসের গতি সদা একরস, নরমাল
হওয়া উচিত। যদি শ্বাসের গতি অতি তীব্র হয় বা স্লো হয়ে যায় তবে যথার্থ জীবন বলা হবে না। তাই চেক
করো যে ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনার গতি নরমাল অর্থাৎ একরস আছে!
- *স্লোগান:-* সর্ব শক্তির খাজানায় সম্পন্ন থাকাই হল ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১) এই যে মানুষ গীত গায় - ও গীতার ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে এসো। এখন উনি স্বয়ং গীতার ভগবান
নিজের কল্প পূর্বের প্রতিজ্ঞা রাখতে এসেছেন এবং বলেন, হে বাম্বারা, যখন ভারতে ধর্মের অতি গ্লানি হয় তখন আমি এই
সময়ে নিজের কথা রাখতে অবশ্যই আসি, এখন আমার আসার এই অর্থ নয় যে আমি যুগে যুগে আসি। সব যুগে তো
ধর্মের গ্লানি হয় না, ধর্মের গ্লানি হয় একমাত্র কলিযুগে, তাই পরমাত্মা কলিযুগে আসেন এবং কলিযুগ আসে প্রতি কল্পে
অর্থাৎ আমি কল্পে কল্পে আসি। কল্পে মোট চারটি যুগ আছে, একেই কল্প বলে। অর্ধেক কল্প সত্য যুগ ত্রেতায় সত্য যুগে
প্রধান হয়, সেখানে পরমাত্মার আগমনের কোনো প্রয়োজন নেই। তৃতীয়তঃ দ্বাপর যুগ থেকে তো অন্য ধর্ম গুলি আরম্ভ
হয়, সেই সময়ও ধর্মের অতি গ্লানি হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় পরমাত্মা আসেন অধর্মের বিনাশ করেন এবং সত্য
ধর্মের স্থাপনা করেন। যদি দ্বাপরেই আসতেন তবে দ্বাপরের পরে তো এখন সত্য যুগ হওয়া উচিত তাহলে কলি যুগ কেন?
এমন তো বলা হবে না পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপনা করেন, এখন এমন তো কথা হতে পারে না। তাই পরমাত্মা বলেন
আমি এক এবং একবারই এসে অধর্মের বিনাশ করে, কলিযুগের বিনাশ করে সত্য যুগের স্থাপনা করি সুতরাং আমার
আসার সময় হল সঙ্গমযুগ।

২) এখন এই কথা তো আমরা জানি যে মনুষ্য আত্মার ভাগ্য তৈরী করে কে এবং ভাগ্য নষ্ট করে কে? আমরা এমন
বলবো না যে ভাগ্য তৈরী এবং ভাগ্য খারাপ করে দেন পরমাত্মা। যদিও এ'কথা ঠিক যে ভাগ্য নির্মাণ করেন পরমাত্মা
এবং ভাগ্য খারাপ করে মানুষ নিজেই। এবার এই ভাগ্য নির্মাণ হবে কীভাবে? এবং সেই ভাগ্যের অবনতি হয় কীভাবে?
এই বিষয়েই বোঝানো হয়। মানুষ যখন নিজের পরিচয় জেনে পবিত্র হয় তখন পুনরায় সে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলে।
এখন আমরা যে খারাপ ভাগ্যের কথা বলি, এর থেকে প্রমাণিত হয় কোনো সময়ে আমাদের ভাগ্য উদিত ছিল, যা পুনরায়
অস্তে গেছে। বর্তমানে সেই অস্ত হওয়া ভাগ্য পরমাত্মা নিজে এসে নির্মাণ করেন। এখন কেউ বলবে পরমাত্মা তো হলেন
নিরাকার উনি ভাগ্য নির্মাণ করবেন কীভাবে? এই বিষয়ে বোঝানো হয়, নিরাকার পরমাত্মা কীভাবে নিজের সাকার
রূপের দেহের দ্বারা, অবিনাশী নলেজ প্রদান করে আমাদের অস্তে যাওয়া ভাগ্যটি উজ্জ্বল করেন। এই নলেজ প্রদান করা
পরমাত্মার কর্তব্য, বাকি মনুষ্য আত্মারা একে অপরের ভাগ্যোদয় করতে পারে না। ভাগ্যকে জাগ্রত করেন একমাত্র
পরমাত্মা তাই তো তাঁর স্মরণিক রূপে মন্দির নির্মিত হয়ে আছে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - হীরে তুল্য জীবন গঠনকারী বাবাকে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে স্মরণ করো - তবে জং দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - মালার দানা কারা হবে, তার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হবে?

*উত্তরঃ - মালার দানা সেই হতে পারবে, যার অন্তিম সময়ে আর অন্য কোনো কিছুই স্মরণে আসবে না। এমন বাচ্চারা যারা কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তারাই মালার দানা হতে পারবে। অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিও যদি কেউ থাকে, যার অনেক কলকারখানা ইত্যাদি আছে..... তাকেও সেই সমস্ত কিছুই ভুলতে হবে। কোনো কিছুর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। আমার-আমার থাকবে না। এ হল আমার ভাই (আত্মা), শুধুমাত্র এই আত্মিক কানেকশন - যোগসূত্র) থাকবে আর অন্য কোন কানেকশন থাকবে না। যে বাচ্চারা এমন আত্মিক কানেকশন রাখতে পারে, সমস্ত কিছু ভুলে যেতে পারে তারাই মালাতে আসতে পারবে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা আত্মিক বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে, এই বিষয়ে তো অবশ্যই পাক্ষা নিশ্চয় হয়ে গেছে যে আমরা আত্মা এবং পরমাত্মা বাবার সন্তান, তাই সকলেই ভাই ভাই। ভাইদেরকে বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে আমি পতিতপাবন, তোমাদের পিতা - আমাকে স্মরণ কর। তো বাবাকে স্মরণ করো, নাকি বুদ্ধির যোগ কোনো অন্য জায়গায় বিচরণ করো? মায়া অবশ্যই তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইবে - তুমি না চাইলেও তোমার বুদ্ধি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে। বাচ্চাদের অন্তরে এই ভাব সর্বদা বজায় থাকা উচিত - যে বাবা এসে আমাদেরকে সৃষ্টি চক্রের এই স্তান দিয়েছেন, ৮৪ জন্মের কথা পড়িয়েছেন। অবশেষে এখন এই ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা পুনরায় ঘরে ফিরে যাবছি, অনেকবার আমরা এই স্মরণের যাত্রা দ্বারা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে গেছি। তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা সবাই ভাই ভাই, এতে দেহের কোন কথাই নেই। তুমি কখনো দেহকে মনে রেখো না। শুধুমাত্র আমরা আত্মা, আমরাই পবিত্র সতপ্রধান ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গিয়েছি। তাই হীরে তুল্য জীবন গঠনকারী বাবাকে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে স্মরণ করো - এর মাধ্যমে মরিচা মুক্ত হয়ে যাবে। তাই বাবা বুঝিয়ে দেন যে, বাচ্চারা তোমরা প্রথম প্রথম নিজেকে আত্মা হিসেবে জানো - এ হলো স্তান, তারপর বাবাকে স্মরণ কর - এই হল বিজ্ঞান, কারণ আত্মাকে জ্ঞানের উর্ধ্ব বিজ্ঞানে অর্থাৎ শান্ত ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত হয়ে থাকা এবং তার নিবাসস্থানও শান্ত। সুতরাং প্রথমে আমাদেরকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। বাবাও তো ওখান থেকেই এসেছেন। কিন্তু মানুষ এই সমস্ত বিষয় জানেই না।

এই পারলৌকিক বাবা সামনে বসে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন, বাচ্চারা - আমি পরমধাম থেকে তোমাদের কাছে এসেছি, ডামার পরিকল্পনা অনুযায়ী। কেন এসেছি? তোমাদের সবাইকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন তোমরা পতিত বিকারী হয়ে গেছো। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিকারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছ, সেই কারণেই তোমাদেরকে ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। আমরা ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে হয়ে উঠলাম এই সমস্ত বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। এই স্মৃতিতে থেকে তুমি বাকি সমস্ত কাজ করতে পারো, এমন নয় যে তোমাদের কাজকর্ম করতে পারবে না।

বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বাবা মালার দানা কারা হতে পারবে? বাবা বলেন বাচ্চারা শোনো - মালার দানাতে সেই আসতে পারবে, যে কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। অন্তিম সময়ে যার বাবা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই স্মরণে আসবে না। কেউ অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি, কারুর অনেক কলকারখানা ইত্যাদি আছে..... সেই সমস্ত কিছুই ভুলতে হবে। তোমার কাছে তো কিছুই নেই। তোমরা জানো যে আমরা বাবার সন্তান, ভাই-ভাই। কারোর প্রতি আমাদের কোন মমত্ব নেই। আমার-আমার ভাব তো নেই, তাই না? শুধুমাত্র এ আমার ভাই - এই সম্বন্ধ রয়েছে আর কোন কানেকশন নেই। একে বলা হয় আত্মিক কানেকশন। জীবনের এতটা সময় তো শুধুমাত্র দেহকেই স্মরণ করেছ, আত্মা তো কারোর স্মরণে কখনো আসেনি। এও তো ডামা অনুযায়ীই হচ্ছে, তো এই সমস্ত বিষয় বাবাই বুঝিয়ে দেন আর পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য পুরুষার্থ করিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা তো সময় বলে দেন, যে শুধুমাত্র ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করো। এ হল সমগ্র বিশ্বের সেবা আর ও হল লৌকিক জগতের সেবা। অবশ্যই খাওয়া দাওয়া করবে ঘুমোবে.....সারাদিন তো কেউ স্মরণ করতেই পারে না। বরাবর তুমি এই অসীমের সেবা করছো। যেমনভাবে বাবা বিচার সাগর মন্থন করেন, তেমনভাবে বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বাবা মন্থন করা শিখিয়ে দেন, কারণ তিনি তো করণ-করাওনহার, তাই তোমাকে

করানোর মাধ্যমে শিথিয়ে দেন। পুরুষার্থ করতে করতে তোমাদের বিজয়ী মালা তৈরি হয়ে যাবে। সত্য এবং ত্রেতা যুগে যেই আসেন, তিনি বিজয়ী হয়ে যান। অতঃপর সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই নাটকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য, ক্রম অনুযায়ী পরপর আসতে থাকে। সবাই একসাথে তো আসবে না। সমস্ত অভিনেতাদের থাকার স্থান ব্রহ্মলোক, ওখান থেকে এখানে এসে তোমরা শরীর ধারণ কর। এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত সহজ, বাচ্চারা, তোমাদের এই সমস্ত বিষয় মনে থাকে। তোমাদের ঘর রয়েছে সুইট হোম, সাইলেন্স হোমে। আর অন্য কেউই নিজের প্রকৃত ঘর কোথায় তা জানে না। ওরা তো বলে যে আমরা লীন হয়ে যাব যেমন ভাবে সাগর থেকে বুদ্ধি বুদ্ধি নিগত হয় এবং পুনরায় তার মধ্যেই সমাহিত হয়ে যায় ঠিক তেমনভাবেই আমরাও সেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব, তারপরে তারা বলে যে যদিকে তাকাও সেখানে শুধু ব্রহ্মই ব্রহ্ম। ওরা ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে সেই কারণে, তোমাদের কথা ওদের বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তুমি ওদেরকে উল্টো বুঝবে আর ওরাও তোমাকে উল্টো বুঝবে কারণ ওদের ধর্মই আপন ধর্ম। এখন তুমি জানো যে সকল আত্মারা শান্তিধামে অবশ্যই যাবে। বাকি, প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ পার্ট রয়েছে। এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। বাচ্চারা, তোমরা এখন কতটা সূক্ষ্ম বিষয়কে ধারণ করো, আত্মা কত ছোট, কেমন ভাবে সমস্ত পার্ট পালন করে চলেছে। বাবা জ্ঞানের সাগর, তাই এই জ্ঞান যেমনভাবে বাবার কাছে আছে, তেমনভাবে বাচ্চারা, এ তোমাদের কাছেও আছে, তোমরা এখন এমনভাবেই জ্ঞানবান হয়ে উঠছো। ওরা হলো ভক্তিমান, তুমি হলো জ্ঞানবান। ভক্তিমান অর্থাৎ রাতের অধিবাসী আর জ্ঞানবান অর্থাৎ দিনের অধিবাসী। অর্ধ-কল্প তোমরা সুখ ধামে থাকো, অর্ধ-কল্প দুঃখধামে থাকো, একেই বলা হয় দূরদর্শী - তোমাদের বুদ্ধি এখন বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় - আমি আত্মা সুইট হোম, ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। বাবা এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, কারণ তিনি নলেজফুল, সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের নলেজ তাঁর কাছে আছে। এখন তুমি এই দেহের বোধ সমাপ্ত করার জন্য নিজেকে আত্মা মনে কর, অন্য কোন কিছুই যেন মনে না আসে, সম্পূর্ণ আত্মা অভিমাত্রী হয়ে যেতে হবে। আমি আত্মা, আমি হলাম আত্মা, আমার কাছে এমন কিছুই নেই যাকে আমি আত্মা স্মরণ করবে। বলা হয়ে থাকে যে, অন্তিম সময়ে যা স্মরণ করবে তা ব্যক্তি হোক বা বস্তু - তা অবশ্যই মনে আসবে। এ সকল হল মনন চিন্তনের কথা। যদি কোন মিত্র সম্বন্ধে কেউ থেকে থাকে, তো সে অবশ্যই অন্তিম সময়ে স্মরণে আসবে। তুমি তো তোমার সমস্ত কিছু শিব বাবাকে দিয়ে দিয়েছো, তারপর এটা যেন ভেবে নিও না যে এটি আমার বস্তু। যখন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো তাহলে, তা তোমার মনে কি করে আসতে পারে? এখন তুমি ভুলে যাও। যদি এখনও সে সমস্ত কিছু স্মরণে আসতেই থাকে তো তা পরবর্তীকালে লোকসান করে দেবে। এখন তুমি এই সমস্ত নতুন নতুন কথা জানতে পারো। পুরনো কোন বস্তুই তোমার কাছে আর নেই। যেমনভাবে পুরনো বস্তু সবই ডোমকে (করনিঘোর) দিয়ে দেওয়া হয় তাই না? ঠিক তেমনভাবে তুমিও যখন তোমার সমস্ত কিছু বাবাকে দিয়ে দাও, তারপরে তা আর তোমার স্মরণে আসা উচিত নয়। শুধু মাত্র যেন এটুকুই স্মরণ থাকে যে আমি ভাই (আত্মা), বাবার সন্তান, আমার কাছে কোন কিছুই নেই, শরীরও নেই। পুনরায় নতুন দুনিয়াতে সব কিছু নতুন প্রাপ্ত হবে। ওখানে তো হিরে জহরতের মহলে আমরা যাবো। এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন বাচ্চারা তোমরা কি হতে চাও - তো বাচ্চারা বলে যে, বাবা আমরা তো নারায়ণ হব। এ তো অত্যন্ত আনন্দের কথা, তাই না? কিন্তু এখন যদি কোন পুরনো বস্তু স্মরণে না আসে, তবেই মালার দানা হতে পারবে। ১০৮ এর মালা তো রাজাদের মালা। মন্দিরে আবার ১৬১০৮ এর মালাও রাখা থাকে। তাই অনেক বাচ্চারাই মালার দানাতে আসবে। যত জলদি আসবে, তত অধিক সুখ প্রাপ্ত হবে। যারা পিছনে আসবে তারা অতটা সুখ পায়নি, তাদের জন্য অতি অল্প সময়ের জন্য সুখ থাকবে, তো দুঃখও কমই পাবে।

তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা এই খেয়াল রাখো যে পরবর্তী সময়ে যেন কোনো কিছুই স্মরণে না আসে। যা কিছু অর্পণ করেছে তাও যেন স্মরণে না আসে। বাবা বলেন আমি এমন কিছু গ্রহণ করি না যেটার অল্পবিস্তর কিছু রয়ে যায় এবং ওখানে আমাকে সেটাকে পরিপূর্ণ করে দিতে হবে, কারণ আমি হলাম গরিবের ভগবান। কেউ কেউ আবার দিয়ে যখন কোনো কারণে ভাগলি (হাত ছেড়ে চলে যায়) তখন চাইতে থাকে। মায়া তাদেরকে একদম ছোবল মেরে দেয়। মারো কিম্বা ভালোবাসা, যেটাই করো, এই প্রেমিক (মস্তানা) তোমার দ্বার ছেড়ে কখনোই যাবে না। কখনোই ভুলবে না। তোমরা বাচ্চারা এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছো, তোমরা কত বড় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, তাহলে এটা কেন বলো আমরা দিচ্ছি। তোমরা তো নাও তাই না। কে বলে যে তোমরা কিছু দাও। বাদবাকি কেউ যদি এক পয়সাও দেয় তাহলে ওখানে তাদের জন্য মহল তৈরী হয়ে যাবে। যে'রকম সুদামা এক মুঠি চাল দিয়েছিল। তাই বাচ্চারা সুদামার মতো চাল ডাল নিয়ে আসে, মনে করে যে আমাদেরও মহল প্রাপ্ত হবে। এ'রকম বাচ্চাদের উপর বাবা অনেক খুশি হন বাঃ! এদের নতুন দুনিয়ায় মহল তৈরী হতে চলেছে কারণ এরা এগুলি অনেক ভালোবাসা আর সৎ ভাবনার সাথে এখানে নিয়ে আসে। অহো ভাগ্য এইরকম বাচ্চাদের জন্য, অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে।

এখন ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী বাবা আর বাচ্চারা তোমরা প্রতিটি পদক্ষেপে সেই চাল চলন অনুযায়ী চলো যা কল্প-কল্প ধরে হয়েছিল। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদম আছে। দেবতাদের পায়ে পদ্ম দেখানো হয় তাহলে এর অর্থও কিছু তো আছে তাই না। এখন তোমাদের পদমের উপার্জন হতে থাকে। তোমরা বাবার কাছে আসো পদ্মপদমপতি হওয়ার জন্য। তাহলে তোমরা কতো মহান, মহান, মহান ভাগ্যশালী তোমরা। কিন্তু সেটাও আবার নশ্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী হয়। তোমাদের পুরুষার্থ কল্প-কল্প সেই ড্রামার প্ল্যান অনুসারে চলতে থাকে, যেন ড্রামা তোমাদেরকে পুরুষার্থ করাতে থাকে। ঈশ্বরও ড্রামা অনুসারে তোমাদের মত প্রদান করেন। তাহলে ড্রামার বশীভূত হলে তাই না। তাহলে এই ড্রামা কার বশীভূত? বাচ্চারা, ড্রামা অনাদি ভাবেই তৈরী, এটা কেউই বলতে পারবে না যে ড্রামা কবে থেকে শুরু হয়েছে? এটা তো চলতেই থাকে। ড্রামাতে নাস্তার ওয়ান মত প্রাপ্ত হয় ঈশ্বরের, সেইজন্য তাকে বলা হয় - ঈশ্বরীয় মত, যা তোমাদের দেবতা বানায় আর মানুষের মত ছিঃ-ছিঃ বানায়। ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হও। তারপর ২১ জন্ম পরে মনুষ্য মতের আধারে মনুষ্য হয়ে যাও। এখন এই গীতার এপিসোড হল সঙ্গমযুগ, যখন দুনিয়া পরিবর্তন হয়। তাহলে এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত আর বাচ্চাদেরকেও অনেক-অনেক মিষ্টি হতে হবে। ভালোবাসার সাথে চলতে হবে। যে সকল বাচ্চারা শান্ত আর মিষ্টি তাদের পদও অনেক উচ্চ হবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছে, তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবার সন্তান হয়েছি, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। তাহলে সীমাহীন খুশি থাকা উচিত। বাবা বলেন বাচ্চারা স্বর্গের থেকেও এখানে তোমাদের অনেক বড় উচ্চ পদ আছে। বাবা কেবল তোমাদের পঠন-পাঠন করান। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদেরকে ডবল মুকুটধারী রাজাদের রাজা বানাই, তাহলে নিজের ভাগ্যের উপরে তোমাদের অনেক খুশি থাকা উচিত। বাঃ! বাবা এসে আমাদের কি সুন্দর ভাগ্য বানান, যা পাথরের মতো জীবনকেও হিরে তুল্য বানিয়ে দেও! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মা রূপী বাপ এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য অনেক অনেক শাল্লচিত থাকতে হবে, মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে, সকলের সাথে ভালোবেসে চলতে হবে।

২) যা-কিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছো, তা ভুলে যেতে হবে, তা স্মরণেও যেন না আসে। কখনো এই সংকল্পও যেন না আসে আমরা বাবাকে দিই।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে কাম মহাশত্রু সহ তার সর্ব সাথীদেরকেও বিতাড়নকারী সম্পূর্ণ পবিত্র ভব
ব্রাহ্মণ জীবনে যো'রকম কাম মহাশত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য বিশেষ অ্যাটেনশান রাখো,
সে'রকমই তার প্রত্যেক সাথীদেরকেও বিদায় দিয়ে দাও। কোনো কোনো বাচ্চা ক্রোধ মহাভূতকে তো
বিতাড়িত করে কিন্তু ক্রোধের ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রতি অল্পবিস্তর ভালোবাসা থেকে যায়। যো'রকম ছোট
ছোট বাচ্চাদের ভালো লাগে সে'রকমই এই ক্রোধেরও ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও কখনও কখনও ভালো
লেগে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র তখনই বলা যাবে যখন কোনো বিকারেরই কোনো অংশ থাকবে না। যখন
এ'রকম দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করবে তখন বলা হবে যথার্থ ব্রাহ্মণ।

স্লোগানঃ:- সঙ্গমযুগে আনন্দ অনুভব করতে হলে মায়ার অধীনতা থেকে স্বতন্ত্র থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"কর্মের গুহ্যগতির স্ত্রীতা হও"

আজ, সমুদয় ভান্ডার প্রদানকারী বাবা সব বাচ্চার সঞ্চয়ের খাতা দেখছিলেন। সব বাচ্চারই অক্ষয় অসীম ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে এবং সকলের একরকম, একের দ্বারা সব ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে। এটা শুধু একটা ভান্ডার নয়, বরং অনেক ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও সঞ্চয়ের খাতা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। কেউ কেউ সব ভান্ডার খুব ভালো ভাবে সঞ্চয় করেছে এবং অন্যান্য অনেকে তাদের যথাশক্তি সঞ্চয় করেছে। আর যতটা সঞ্চয় করেছে ততটাই মুখে আচরণে সেই রুহানী নেশা দেখা যায়, সঞ্চয় করার রুহানী গৌরব অনুভব হয়। রুহানী গৌরবের প্রথম লক্ষণ এটাই যতটা গর্ব হয় ততটা নিশ্চিত বাদশাহ-র ঝলক তাদের সব কর্মে প্রতীয়মান হয় কারণ যেখানে রুহানী গৌরব থাকে সেখানে কোনও দুশ্চিন্তা থাকতে পারে না। এই গৌরব আর দুশ্চিন্তা এই দুটো এক সময়ে একসাথে থাকতে পারে না। যেভাবে আলো আর অন্ধকার একসাথে থাকতে পারে না। নিশ্চিত বাদশাহ-র বিশেষত্ব সে সদা প্রশ্নচিত্তের পরিবর্তে প্রসন্নচিত্ত থাকে। প্রতি কর্মে স্ব-এর সম্বন্ধে বা অন্য সকলের সম্বন্ধে বা প্রকৃতির সম্বন্ধে কোনও সময় কোনও পরিস্থিতিতে সঙ্কল্প মাত্রও কোশ্চেন মার্ক হবে না যে, 'এ' এরকম কেন' বা 'এটা কেন হচ্ছে', 'এ'রকম আবার হয় নাকি? প্রসন্নচিত্ত আত্মার সঙ্কল্পে সব কর্ম করার সময়, দেখার সময়, শোনার সময়, ভাববার সময় সে সচেতন থাকে, যা হচ্ছে তা' আমার জন্য ভালো আর সদা ভালো হওয়ারই আছে। প্রশ্নচিত্ত আত্মা 'কেন', 'এভাবে', 'ওভাবে' এই গোলকধাঁধায় নিজেকে নিশ্চিত থেকে চিন্তায় নিয়ে আসে। আর নিশ্চিত আত্মা খারাপকেও ভালোতে পরিবর্তন করে নেয়, সেইজন্য সে সদা প্রসন্ন থাকে।

আজকালকার সায়েন্সের সাধন দ্বারাও যা ওয়েষ্ট-অব্যবহার্য জিনিস থাকে, সেগুলো পরিবর্তন করে ভালো জিনিস বানিয়ে দেয়। সুতরাং প্রসন্নচিত্ত আত্মা সায়েন্সের শক্তি দ্বারা খারাপ পরিস্থিতি হোক বা সম্বন্ধ খারাপ অনুভব হোক, কিন্তু সে খারাপকে ভালোতে পরিবর্তন করে নিজের মধ্যেও তা' ধারণ (গ্রহণ) করবে এবং অন্যকেও নিজের শুভ ভাবনার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা খারাপকে বদলে ভালো ধারণ করার শক্তি দেবে। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে এবং বলে যে, "কোনো বিষয় যখন অনুচিত, তো অনুচিতকে অনুচিত বলতে হবে তো না। অথবা অনুচিতকে তো অনুচিতই মনে করতে হবে তো না!" কিন্তু যা উচিত নয় তাকে অনুচিত মনে করা এটা উপলব্ধি হিসেবে বোঝা, রাইট অথবা রং মনে করা, জানা সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু নলেজফুল রূপে যারা জানে তারা উপলব্ধির পরে নিজের মধ্যে কোনও আত্মার খারাপকে খারাপ রূপে নিজের বুদ্ধিতে ধারণ করবে না। তো উপলব্ধি আলাদা ব্যাপার, উপলব্ধি পর্যন্ত সেটা রাইট। কিন্তু নিজের মধ্যে অথবা নিজের মনে, নিজের বুদ্ধিতে, নিজের বৃত্তিতে, নিজের বাণীতে অন্যের খারাপকে খারাপ রূপে ধারণ ক'রোনা, ভিতরে রেখো না। কেননা, উপলব্ধি আর ধারণ করা - এতে ফারাক আছে।

নিজেকে বাঁচানোর জন্য এমন বলে দেয় যে, এটা তো রং-ই, রং-কে রং বলতে তো হবে, তাই না। কিন্তু যে বিচক্ষণ তার কাজ কী? যে বিচক্ষণ সে যদি মনে করে যে, এটা খারাপ জিনিস, তাহলে খারাপ হিসেবে বুঝেও কী নিজের কাছে জমা করবে? নিজের কাছে ভালো করে সাবধানে রাখবে? তাদের এটা ছেড়ে দিতে হবে তো না, নাকি জমা করাই বিচক্ষণতা? এটা কী বিচক্ষণতা? শুধু ভাবো, যদি খারাপ কিছু বা কারও খারাপ ব্যবহার নিজের মধ্যে ধারণ করে নিয়েছ, তবে কি তোমাদের বুদ্ধি, বৃত্তি, বাণী সদা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলে মানা যাবে? যদি সামান্যও কোনো ডিফেক্ট বা দাগ থেকে যায়, নোংরা থেকে যায়, তবে ডিফেক্ট থাকা তেমন ব্যক্তিকে কখনো পারফেক্ট বলা যায় না। প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারে না। যদি কারও মনের মধ্যে খারাপ থাকে, তাহলে তার মন সদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারে না এবং মনে ধারণ করা বিষয় বাণীতে অবশ্যই আসবে, তা' একের সামনে বর্ণন করো বা অনেকের সামনে। কিন্তু, কর্মের গতির গুহ্য রহস্য সদা সামনে রাখো। যে কোনো কারও খারাপ বা অনুচিত বিষয় যদি মনে রেখে দেওয়ার সাথে বর্ণন করো, তবে এই ব্যর্থ বর্ণন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে, ঠিক যেমন কেউ গম্বুজের মধ্যে আওয়াজ করলে নিজেরই আওয়াজ বদল হয়ে আরও বড় রূপে নিজের কাছে ফিরে আসে। গম্বুজে আওয়াজ করে দেখেছ? সুতরাং যদি কারও নিন্দা করার, অনুচিতকে অনুচিত রূপে ছড়িয়ে দেওয়ার সংস্কার থাকে যাকে তোমরা অভ্যাস বলে থাকো, তাহলে আজ কারও নিন্দা করছ আর নিজেকে অনেক বুঝদার, অনুচিত কিছু করার উর্ধ্ব মনে করে বর্ণন করছ, কিন্তু এটা পাকা নিয়ম অথবা কর্মের ফিলোসফি যে, আজ যদি তুমি কারও নিন্দা করছ, তাহলে কাল তোমারই কেউ দ্বিগুন নিন্দা করবে, কেননা এই অনুচিত বিষয়গুলো এত ফাস্ট ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে কোনো বিশেষ রোগের জার্মস (জীবাণু) খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায় এবং ছড়িয়ে যাওয়া জার্মস যার গ্লানি

করেছ সেখান পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যায়। তুমি হয়তো একটা নিন্দা করেছ আর সে তোমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য দশটা নিন্দা করবে। সুতরাং রেজাল্ট কী হলো? কর্মের গতি কী দাঁড়াল? কোথায় ফিরে এলো? যদি তোমার শুভ ভাবনা থাকে সেই আত্মাকে ঠিক করার, তাহলে সেই অনুচিত বিষয়টিকে শুভ ভাবনার স্বরূপে বিশেষ নিমিত্ত স্থানে জানিয়ে রাখতে পারো, অন্যদের মাঝে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক নয় (রং)। কেউ কেউ বলে, ওই সময় কাউকে কিছু বলিনি, কিন্তু অন্যেরা বলছিল তো আমি হ্যাঁতে হ্যাঁ করেছি, বলিনি। তোমাদের ভক্তিমার্গের শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে যে, খারাপ কাজ করনি, কিন্তু দেখেছ, সাথও দিয়েছ তাহলেও সেটা পাপ। হ্যাঁ এর সঙ্গে হ্যাঁ মিলানো, এটাও কর্মের গতি অনুসরণে পাপের ভাগীদার হওয়া।

বর্তমান সময়ে কর্মের গতির জ্ঞানে তোমরা খুব ইজি হয়ে গেছ। কিন্তু এই ছোট ছোট সূক্ষ্ম পাপ শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ স্থিতিতে বিঘ্নরূপ হয়। ইজি হওয়ার লক্ষণ কী? তারা সদা এমনই চিন্তা-ভাবনা করে যে, এ' তো অন্যেরাও করে, আজকাল তো এমন চলছেই। নয়তো নিজেকে হালকা করার জন্য এটাই বলবে যে, আমি তো মজাচ্ছিলে বলেছি, আমার ভাব এটা ছিল না, আমি এমনিই বলে দিয়েছি। এই বিধি সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, সেইজন্য অনেক জ্ঞান তো প্রাপ্ত করেছ, রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান শোনা, বর্ণন করা খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কর্মে গুহ্য গতির জ্ঞান বুদ্ধিতে সদা স্পষ্টতঃ থাকে না, সেইজন্য ইজি হয়ে যায়। কোনো কোনো বাচ্চার নিজের প্রতিও কমপ্লেক্স থাকে যে, যেভাবে বাবা বলেন, বাবা বাচ্চাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ আশা রাখেন, যেমন চান, যতটা চান তারা ততটা নয়। এর কারণ কী? এটা অতি সূক্ষ্ম ব্যর্থ কর্ম, বুদ্ধিকে মনকে শ্রেষ্ঠ অনুভব করতে দেয় না। যোগযুক্ত হতে তোমরা বসো কিন্তু অনেকটা সময় যুদ্ধে চলে যায়, ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সমর্থ হতে সময় চলে যায়, সেইজন্য কী করা উচিত? তোমরা যতটা শ্রেষ্ঠ হয়েছে, ততটা উঁচুতেই অ্যাটেনশন রাখতে হবে।

ব্রাহ্মণ জীবনের খোশমেজাজে তোমাদের থাকতে হবে। খোশমেজাজে থাকার অর্থ এই নয় যে মনে যা এলো করে ফেললে, আনন্দে মেতে রইলে। অল্পকালের এই সুখের আনন্দ কিংবা অল্পকালের সম্বন্ধ-সম্পর্কের আনন্দ সদাকালের প্রসন্নচিত্ত স্থিতি থেকে আলাদা। এটাকেই তুরীযানন্দ মনে করো না। যা মনে এলো তা' বলা, যা মনে এলো তা' করা আর ভাবছ আমরা তো আনন্দে বিভোর হয়ে থাকি। অল্পকালের ইচ্ছা-অনুসারী (মনমৌজী) হয়োনা। সদাকালের রূহানী সুখানুভবের আনন্দে থাকো। এটাই যথার্থ ব্রাহ্মণ জীবন। আনন্দে ভরে থাকো আর কর্মের গতির জ্ঞাতা হও। তবেই যা চাও, যেভাবে চাও সেভাবে অনুভব করতে থাকবে। বুঝেছ? কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হও। পরে খাজানা সঞ্চয়ের রেজাল্ট শোনাবো। আচ্ছা!

চারদিকে চিন্তামুক্ত নিশ্চিন্ত বাদশাহ আত্মাদের, সদা প্রসন্নচিত্ত বিশেষ আত্মাদের, সদা নিজের জন্য এবং সব আত্মার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন শক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করা কর্মযোগী আত্মাদের, সদা রচয়িতা-রচনার জ্ঞাতা এবং কর্ম-ফিলোসফিরও জ্ঞাতা - এমন জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে সাক্ষাৎ -

বর্তমান সময়ে কোন্ বিষয়ের আবশ্যকতা আছে? কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞান দুর্বল (মর্জ) হয়ে গেছে, সেইজন্য অমনোযোগিতা রয়েছে। পুরুষার্থীও কিন্তু পুরুষার্থে অমনোযোগী হয়ে যায়, সেইজন্য এখন এই বিষয়েরই আবশ্যকতা আছে। বাপদাদা সকলের রেজাল্ট দেখেন। যা চলছে তা' ভালো। কিন্তু এখন ভালো থেকে আরও ভালো হতেই হবে। বিজি থাকতে হয় তো না। বেশি সময় কিসে থাকতে হয়? কোন্ বিষয়ে বেশি সময় দিতে হয়? তোমাদের নিজদের স্থিতি স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয়, কিন্তু সময় তো দিতেই হয়। সুতরাং এই সময়েই পাওয়ারফুল শক্তিশালী লাইট হাউস, মাইট হাউস হয়ে ভাইব্রেশন যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কী হবে? সংগঠিত রূপে এই বাতাবরণই হবে, অন্য কোনো বিষয় যদি না থাকে, তখন কি ভাইব্রেশন বিশ্ব এবং প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছাবে? এখন তো সব লোক অপেক্ষা করছে কবে আমাদের রচয়িতা বা মাস্টার রচয়িতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হয়ে আমাদের দ্বারা তাঁদের স্বাগত জানাতে অনুমতি দেবে! প্রকৃতিও স্বাগত জানাবে তো না! অতএব, তারা সফলতার মালার সাথে তোমাদের স্বাগত জানাবে সেই দিন আসারই আছে। যখন সফলতার শিঙা বাজবে তখন প্রত্যক্ষতার শিঙা বাজবে। বাজতে তো হবেই, তাই না। আচ্ছা!

দাদী চন্দ্রমণি জী সেবাতে যাওয়ার জন্য অনুমতি নিচ্ছেন -

অলরাউন্ডার হওয়াই হল শ্রেষ্ঠ সেবা। বেশ! পরিক্রমা করতে থাকো। পরিক্রমার পার্ট বাচ্চাদেরই। বাবা তো অব্যক্ত রূপে

করতে পারেন। সাকার রূপেও বাবার পরিক্রমা করার পাট ছিল না, বাচ্চাদেরই ছিল। আচ্ছা!

"অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎ - বিজয়ী মালায় আসার জন্য তীর পুরুষার্থী হও"

সদা তীর পুরুষার্থী আত্মা, নিজেদের এমন অনুভব করো? যখন ব্রাহ্মণ হয়েছ তখন পুরুষার্থী তো বটেই তোমরা তীর পুরুষার্থী নাকি শুধুই পুরুষার্থী? যারা শোনে এবং শোনায় তাদের পুরুষার্থী বলবে নাকি তীর পুরুষার্থী বলবে? শোনা আর শোনানো, এর পরে কী হয়? তীর পুরুষার্থী কাকে বলবে — যারা শোনে তাদেরকে নাকি যারা সেই রূপ হয় তাদেরকে? যে মালার ১৬,১০৮ তম নম্বর সেও অবশ্যই শোনে এবং শোনায়। নয়তো মালাতে কীভাবে আসবে! কিন্তু ১০৮-এর মালাতে কে আসবে? ১০৮-এর মালার নাম বিজয়ী মালা। ১৬০০০-এর মালার নাম বিজয়ী মালা নয়। সুতরাং শোনা আর শোনানো, এটা মেজরিটি করে। কিন্তু শোনা আর সেরকম হওয়া, তাকে বলা হয়ে থাকে তীর পুরুষার্থী। ১০৮ হলো তীর পুরুষার্থী আর ১৬,১০৮ হলো পুরুষার্থী। সুতরাং নিজেকে নিজে চেক করো, তুমি তীর পুরুষার্থী নাকি পুরুষার্থী! তোমরা কে, কীরকম তা তোমাদের মেজরিটি জানতে পারে। অল্প কয়েকই আছে যারা নিজেদের জানেও না আর রং-কে রাইট মনে করে চলতে থাকে। মেজরিটি মনে মনে নিজেকে নিজে সত্য বলে জানে যে, আমি কে! সেইজন্য সদা নিজেকে দেখ, অন্যকে নয়।

নিজের পুরুষার্থ চেক করো আর তীর পুরুষার্থে চেঞ্জ করো। নয়তো ফাইনাল সময় উপস্থিত হলে চেঞ্জ করতে পারবে না। সেই সময় তোমাদের পঠন-পাঠন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায়, পরীক্ষার সময় পড়ার চাপ্স পাওয়া যায় না। যদি কোনো স্টুডেন্ট মনে করে, একটা বিশেষ প্রশ্নের উত্তর সে জানে না, তখন বই পড়ে উত্তর দিয়ে দেবে তাহলে সেটা রাইট হবে নাকি রং হবে? সুতরাং সেই সময় নিজেকে চেঞ্জ করতে পারবে না। সে যা এবং যেমন সেভাবেই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করে নেবে। কিন্তু এখন চাপ্স আছে। এখন 'টু লেট'-এর বোর্ড লাগেনি, 'লেট'-এর বোর্ড ঝোলানো হয়েছে। লেট হয়ে গেছে কিন্তু টু লেট নয়, সেইজন্য তবুও মার্জিন আছে। কোনো কোনো স্টুডেন্ট ছয় মাসেও পাস উইথ অনার হয়ে যায়, যদি সঠিক পুরুষার্থ করে তবে। কিন্তু সময় সমাপ্ত হওয়ার পর কিছু করতে পারবে না তোমরা। বাবাও যদি কৃপা করতে চান তবুও তিনি পারবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, এ' ভালো, একে মার্কস দিয়ে দাও - এটা বাবা করতে পারেন? সেইজন্য এখন থেকে চেক করো আর চেঞ্জ করো। অবহেলা করা ছেড়ে দাও। ঠিক আছে, চলছি, পৌঁছে যাবো - এটা অবহেলা। যারা অসতর্ক তাদের তো এই সময় মজা লাগে। তাদের কোনো চিন্তা হয় না, তারা আরামকেই সবকিছু মনে করে। সুতরাং অসাবধান হয়োনা। সদা অ্যালার্ট! তোমরা পাণ্ডব সেনা তো না। সেনা অসতর্ক থাকে নাকি অ্যালার্ট থাকে? সেনা মানেই যারা অ্যালার্ট, সাবধান, সতর্ক থাকে। যারা অসতর্ক তাদেরকে সেনার সৈনিক বলা যাবে না। অতএব, অসতর্কতা নয়, অ্যাটেনশন! কিন্তু অ্যাটেনশনও যেন ন্যাচারাল বিধি হয়ে যায়। কেউ কেউ অ্যাটেনশনেরও টেনশন করে। টেনশনের লাইফ সদাকালীন তো চলতে পারে না। টেনশনের লাইফ অল্প সময় চলবে, ন্যাচারাল চলবে না। সুতরাং অ্যাটেনশন রাখতে হবে। কিন্তু 'ন্যাচারাল অ্যাটেনশন' যেন অভ্যাস হয়ে যায়। যেমন বিস্মৃতির অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছিল, গেছিল তো না। না চাইতেও হয়ে যায়। তো এটা অভ্যাস হয়ে গেছে তো না, ন্যাচারাল হয়ে গেছে, তাই না। ঠিক এরকমই যেন স্মৃতিস্বরূপ থাকার অভ্যাস হয়ে যায়, অ্যাটেনশনের অভ্যাস হয়ে যায়, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে মনুষ্যাত্মা অভ্যাসের দাস (আদত সে মজবুর)। না চাইতেও হয়ে যায় একে বলে বশ্যতা। তো তোমরা কী তীর পুরুষার্থী হয়েছ? তীর পুরুষার্থী অর্থাৎ বিজয়ী। তবেই মালাতে আসতে পারবে। বহুকালের অভ্যাস প্রয়োজন। সদাসর্বদা অ্যালার্ট মানে সদা এভাররেডি। তোমাদের কী নিশ্চয় আছে, বিনাশের সময় পর্যন্ত তোমরা থাকবে নাকি আগেও যেতে পারো? আগেও যেতে পারো, তাই না! সেইজন্য এভাররেডি। বিনাশ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করুক, কিন্তু তোমরা বিনাশের জন্য অপেক্ষা ক'রো না। সে রচনা আর তোমরা রচয়িতা। সদা এভাররেডি। কী বুঝলে? অ্যাটেনশন রাখো। যে খামতিই অনুভব হোক তা' শিষ্টাতিশীল সমাপ্ত করো। সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ দুর্বলতার নাশ করা। এমন নয় যে যখন এখানে আসো তো এখানের মতো আর ওখানে যাও তো ওখানের মতো। সবাই অবশ্যই তীর পুরুষার্থী হয়ে যেও। আচ্ছা!

বরদান:- বিশ্ব থেকে অন্ধকার সরিয়ে আলো দেওয়ার মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব
মাস্টার জ্ঞান সূর্য সে যে বিশ্ব থেকে অন্ধকার সরিয়ে আলো দেয়। সে নিজেও প্রকাশস্বরূপ, লাইট-মাইট রূপ এবং অন্যকেও লাইট-মাইট প্রদানকারী। যেখানে সদা আলো থাকে সেখানে অন্ধকারের কোনো প্রশ্নই নেই, অন্ধকার হতেই পারে না। যে বিশ্বকে আলো দেবে সে নিজে অন্ধকারে থাকতে পারে না। সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্থাৎ আলো। তার কাছে অন্ধকার অর্থাৎ বিকারের অংশও থাকতে পারে না।

স্লোগান:- স্বভাব, সংস্কার, সম্বন্ধ-সম্পর্কে লাইট থাকা মানেই বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার বিঘ্ন জ্ঞানে নয়, যোগে আসে, যোগ ব্যতীত এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়, তাই যতটা সম্ভব যোগে থাকার পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্নঃ - বাবা নীচে নেমে যাওয়া বা পতিত আত্মাদের কোন্ বিধিতে উপরে উঠিয়ে তোলেন?

*উত্তরঃ - বাবা এই বাচ্চাদের ক্লাসে মহিমা করেন, আদর - ভালোবাসা দিয়ে, সাহস প্রদান করেন - বাচ্চারা, তোমরা তো খুব ভালো। তোমরা তো জ্ঞান গঙ্গা হয়ে উঠতে পারো। তোমরা এই বিশ্বের মালিক হবে। আমি তো তোমাদের নিখরচায় বাদশাহী দিতে এসেছি। তোমরা তাহলে কেন তা গ্রহণ করো না? তোমাদের রাহুর গ্রহণ লেগেছে কি? মুরলী পড়ো, যোগে থাকো, তাহলে এই গ্রহণ কেটে যাবে। এমন সাহস প্রদান করলে বাচ্চারা আবার নতুন করে স্মরণ আর পড়াতে লেগে যায়। এই বিধির দ্বারা অনেক বাচ্চার গ্রহের দোষ কেটে যায়।

*গীতঃ- দূর দেশের অধিবাসী...

ওম্ শান্তি। ভগবান উবাচঃ - গীতার দুটিই শব্দ মানুষকে বলা হয়ে থাকে, যা মানুষ শুনে এসেছে। ভগবান উবাচঃ, কি বলে? বাচ্চারা, মন্বনাভব। শব্দ সেই সংস্কৃতই বলা হয়, যা তোমরা শুনে এসেছো, কিন্তু তার অর্থ কেউই বোঝে না। তিনি এসেই বলেন, মন্বনাভব। যদি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি বলবেন - আমি পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো? এ তো মিথ্যা হয়ে গেলো, তাই না। এখানে পরমপিতা পরমাত্মা শিব শালগ্রামদের বলেন যে, মন্বনাভব, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করো, কেননা এখন সকলেরই মৃত্যু উপস্থিত। কোনো ভাই - বন্ধুর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন গুরুরা বলে - রাম নাম করো অথবা রাম, কৃষ্ণ, হনুমান, গুরু ইত্যাদির চিত্র সামনে রেখে দেয়। এখানে তো সমস্ত মনুষ্য মাত্রেরই মৃত্যু উপস্থিত। সকলেই বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছে। ছোটো - বড় সকলকেই বাণীর উর্ধ্বে পরমধাম - সাইলেন্স ওয়ার্ডে যেতে হবে। তাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয়। সে হলো অহম্ (আমি) আত্মার দুনিয়া। এখানে যখন আসে তখন আত্মারা সাকারী হয়ে যায়। ওখানে কোনো দেহ থাকে না। আত্মা এখানে দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করে। বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি কালেরও কাল। অমৃতসরে এক অকাল সিংহাসনও রাখা আছে। অকাল, যাকে কাল গ্রাস করতে পারে না। এখন কালেরও কাল বলছেন, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমাদের আবার অভিনয় করতে আসতে হবে। সৃষ্টির আদিতে প্রথমে কাদের পার্ট চলেছে? কেননা এই সৃষ্টি হলো বিভিন্ন ধর্মের ঝাড়। সকলেই নব্বরের ক্রমানুসারে আসে, প্রথমে হলো দেবতা ধর্ম। এখন এই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তার জ্ঞানও লোপ হয়ে গেছে। তাহলে শাস্ত্রে কিভাবে আসবে? যেই সহজ রাজযোগের দ্বারা ওরা দেবতা হয়েছিলো তাও গুপ্ত বা লুপ্ত হয়ে গেছে। বাকি এই গীতা ইত্যাদি হলো ভক্তির সামগ্রী, কেননা এই জ্ঞান তোমরা এখানেই পাও। তারপর এই শাস্ত্র সত্যযুগ বা ত্রেতাতে থাকে না। তাহলে দ্বাপরে কোথা থেকে আসবে? ওখানে তোমাদের কোনো সত্য গীতা ইত্যাদি থাকে না। এখানে ড্রামা অনুসারে ওই ভক্তি মার্গের গীতা আদি লেখা হয়। বলা হয়, আগে সাধু - মহাত্মাদের বুদ্ধি সুন্দর ছিলো। তাই তাঁরা বসে এই শাস্ত্র ইত্যাদির রচনা করেছেন। ড্রামা অনুসারে এ হওয়ারই ছিলো। ওই সময় আসল জিনিস কোথা থেকে আসবে? গান্ধীর সঙ্গে যেমন মোতিলাল ইত্যাদিদের পার্ট ছিলো। এখন যদি তাঁদের সম্বন্ধে নাটক তৈরী করা হয়, তাহলে তাঁদের কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তাঁদের এমনভাবে নকল বানানো হবে। ব্রহ্মার এখন স্থাপনার পার্ট চলছে। কোন্ জিনিসের স্থাপনা? বাচ্চারা জানে যে, সত্যযুগের জন্য দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা এখন চলছে, তাই বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমার কাছে চলে আসবে। যেখানে বসে আছো, সেখানে বসেই টেপ শোনা উচিত অথবা মুরলী রিপিট করা উচিত বা যোগে বসা উচিত যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা সারাদিন তো কাজেই থাকো। তাহলে খুব মুশকিলের সঙ্গে যোগে থাকবে। এতে মায়া নানা বিঘ্ন উৎপন্ন করে। মায়া জ্ঞান থেকে দূরে সরায় না, যোগ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সঙ্কল্প - বিকল্প যোগে থাকতে দেয় না। এই পড়াতে এতো বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। হ্যাঁ, যদি যোগে না থাকো তাহলে এই পড়ার ধারণা হবে না। জ্ঞানের থেকে যোগ সহজও। বৃদ্ধা মাতারা বলে, আমাদের বুদ্ধিতে এতো পয়েন্টস বসে না। বাবা তখন বলেন - আচ্ছা, তাহলে আমার স্মরণে থাকো।

বাবা বলেন - সবাই তো ভক্ত, কিন্তু তোমরা হলে হারানিধি ভক্ত, যারা সম্পূর্ণ অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করে এসেছো। সবাই তো সম্পূর্ণ ভক্তি করে না। কাল পর্যন্ত যারা আসতে থাকবে তারা এতটা সময় পর্যন্তই ভক্তি করবে, তোমরাই কিন্তু

পূজা আর পূজারী হও । তাও বাচ্চাদের দেখে বুঝতে পারা যায় । যারা বাবার বাচ্চা হয়, তারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকে । বুঝতে পারে, এ আমার কুলের, যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় যে আমাদের পরমাত্মা পড়ান, তারা হলো প্রকৃত বাচ্চা । প্রকৃত বাচ্চার নিজেদের সমর্পণ করে, কিন্তু সৎ বাচ্চার নিজেদের সমর্পণ করে না । এতে ভয় পেলে চলবে না । ভক্তিতে তো বলি দিয়েই এসেছো, কিছু না কিছু ঈশ্বরকে দান করেই এসেছো । এখানেও নিজেকে বলি দেওয়া অর্থাৎ সমর্পণ করা । তারপর আবার বলো, পরমাত্মা পুত্র দিয়েছে, ধন দিয়েছে, কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না । তোমরা এখন জানো যে, বাবা এও ভক্তির রিটার্ন অল্পকালের জন্য দিয়ে এসেছেন । সত্যযুগে এমন হয় না । তোমরা ভক্তিতে যা - যা করে এসেছো, তা সত্যযুগে হয় না । না ওখানে কোনো গরীব থাকে যাকে দান করতে হবে । না কোনো শাস্ত্র থাকে, আর না কোনো মন্দির থাকে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা সত্যযুগে থাকে না । এই জ্ঞানও প্রায় লোপ হয়ে যায় । ওখানে কোনো পুরুষার্থ থাকে না, যার প্রলব্ধ প্রাপ্ত হবে । সমস্ত প্রলব্ধই এই সময়ের পুরুষার্থের । ইসলাম, বৌদ্ধদের নলেজ তো পরম্পরা ধরে চলে কারণ তাদের স্থাপনার পিছনে কোনো বিনাশ নেই । তাই তারা সবই জানে, কিন্তু তোমাদের বিনাশ হয়ে যায় তাই সব শেষ হয়ে যায় । তারপর দ্বাপরে আবার এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি বেরোবে । এ সবই হল গীতার সন্তান - সন্ততি । এই সবকিছুকে ধর্মশাস্ত্র বলা হবে না, ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয়, যার দ্বারা ধর্মের স্থাপনা হয় । ক্রাইস্টের মহাবাক্যকে যেমন বলা হয়, এ হলো ম্যাসেঞ্জারের মহাবাক্য । ক্রাইস্টকে গড ফাদার বলা হবে না । তাঁকে গডের সন বা বাচ্চা মনে করা হয় । বলা হয়, গড তাঁকে খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন । তাই তাঁকে তাঁর ধর্মের পালনাও করতে হবে । সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে । এই জ্ঞান তাঁর নেই যে, ফিরে কেউই যেতে পারবে না ।

আম্মা - বাবা বোঝতেন যে, ওরা যদিও বা গীতা লিখেছিলো, সে হলো স্মরণিকা । দেবতা ধর্মের শাস্ত্র, কিন্তু তাতে অনেক মিথ্যা লিখে দিয়েছে । গীতাতে আটার মধ্যে নুনের মতো সত্যি আছে, কেননা পরের দিকে বসে লিখেছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনো জ্ঞানই থাকে না । ওরা বুঝতেই পারে না যে, সত্যযুগের এতো সোনা আর হীরের মহল কোথায় চলে গেলো ? কেন চলে গেলো ? বলা হয়, দ্বারকা সাগরের নীচে তলিয়ে গেছে । সাগরে কিন্তু যায় না । ভূমিকম্প ইত্যাদিতে সব শেষ হয়ে যায় । তখন স্বর্গের চিহ্নমাত্র থাকে না । প্রলব্ধ ভোগ করিয়ে সব শেষ করে দেয়, তাই তার চিহ্নমাত্র থাকে না । না তার কোনো ইতিহাস থাকে । যেমন মন্দির তৈরী হয়, তার একটা ইতিহাস আছে । পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছে ? মোহম্মদ গজনী কবে এসেছিলো? কিভাবে ভারতের ধন লুণ্ঠন করা হয়েছিলো, এই সব জ্ঞান হলো বুদ্ধির জন্য ভোজন, কিন্তু যোগ যদি ঠিক না হয় তাহলে শোনার সময় খুশী হবে কিন্তু জ্ঞান টিকবে না, পবিত্র না হলে জ্ঞান ধারণ হবে না । এতে কারোর জোর নেই । এ কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয় । সে তো সবাই কণ্ঠস্থ করে নেয় । এ তো ২১ জন্মের জন্য পড়াশোনা । ওখানে যদিও বাবার সিংহাসনেই বসবে কিন্তু সেও এখানকার উপার্জনের প্রলব্ধ । দেবতার একে অপরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন না, তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমাদের মাঝে - বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । ওরা তো সল্যাসীদের নামমাত্র অনুসরণকারী হয় । ওখানে হলো দেবী - দেবতাদের রাজ্য । যথা রাজা - রানী, ভগবান - ভগবতী তথা প্রজা । এরজন্যই বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন । এমন নয় যে, তিনি আশীর্বাদ করবেন । তাঁর পড়ানোই হলো আশীর্বাদ । টিচারকে কি বলবে যে, আশীর্বাদ করো যাতে ১০০ নম্বর পাই । বাবা তো পড়ান, এই পড়া সকলের জন্য । খ্রিস্টান হোক বা বৌদ্ধ -- বলা হয় সর্ব ধর্মালি... এ সবই হলো দেহের ধর্ম, তাই না । বলা হয়, এই সবকিছুকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । আত্মা তো সবই অমর । এক বাবার বাচ্চা তো, তাই বলা হয় -- দেহের ধর্ম এই মামা, কাকা ইত্যাদিকে ত্যাগ করে নিজেকে একা আত্মা নিশ্চয় করো আর আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । আর অন্য কোনো উপায় নেই, একে বলা হয় যোগ অগ্নি ।

বাবার পত্রে তো চিটচ্যাট হয়, যা মধুবনে রাত্রে শোনানো হয় । মধুবনে বাবা যেমন হাসাবেন, তেমনই উৎসাহও দেবেন, বলবেন - তোমরা খুব ভালো, তোমরা জ্ঞান গঙ্গা হতে পারো । তোমরা কি টেলিফোন অফিসে চাকরী করো নাকি ? তোমরা তো মহারানী হবে । নীচে নেমে যাওয়া পতিতকেও তোমরা ভুলে ধরবে । বাবা বলেন, আমি জানি অনেকেরই রাহুর গ্রহণ লাগে । খবর এলে বাবা তাদের ওঠান বা জাগ্রত করেন । আমি তোমাদের নিখরচায় বাদশাহী দিতে এসেছি, তোমাদের কি হয়েছে ! রাহুর গ্রহণ লেগেছে । তোমরা যোগে থাকো, মুরলী শোনো । এমনভাবে পত্র লিখতে হয় । অনেক প্রকারের পত্র আসে । কারোর আবার অন্য কারোর প্রতি মন লেগে যায়, তখন তারা নিজেদের মধ্যে প্ল্যান তৈরী করে যে, আম্মা আমরা নিজেদের মধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করবো । আমি তোমাদের রক্ষা করি, বন্ধন থেকে মুক্ত করি । বাবা বলেন, তোমরা কিভাবে রক্ষা করতে পারবে ? প্রথমে তোমরা মায়া থেকে মুক্ত হয়েছো কি? বাবার থেকে মত নিয়েছো ? শ্রীমৎ নাওনি আর নিজেদের মধ্যে বিয়ের কথা আলোচনা করছো ! তাহলে এই মৃত্যু আর মায়া তোমাদের টানতে টানতে নিয়ে যাবে । সূক্ষ্মভাবে মন লেগে গেলে এমন - এমন কথা বলতে থাকে । বাবা বুঝতে পারেন, এরা রসাতলে যাচ্ছে । বিয়ের

সম্বন্ধ তো মাতাপিতা করেন, তোমরা বোকারা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করছো। তোমরা কি জানো না যে, এমন - এমন সব বিঘ্ন আসে। গুড়ু জানে আর গুড়ের বস্তার মালিক জানে। বাবা তো সমস্ত বাচ্চাদেরই জানেন, যে কেউই জিজ্ঞাসা করতে পারে - বাবা, আমি কি তোমার প্রকৃত সন্তান নাকি সং সন্তান। এখন যদি দেহ ত্যাগ হয় তাহলে কি পদ পাবো? এই শরীরের উপর কারোরই কোনো ভরসা নেই। স্টিমার ডুবে গেলে, এরোল্পেন ভেঙ্গে গেলে তখন কি গতি হয়! মৃত্যু তো সকলেরই শিয়রে উপস্থিত, তাই আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখো না। না হলে ধর্মরাজপুরীতে সাম্রাটকার হবে। দেখো, কাল - কাল করতে করতে কাল গ্রাস করলো। শ্রীমতে না চললে রাজ্য - পদ হারিয়ে ফেলবে। অল্পকিছু শুনলেও তোমরা স্বর্গে এসে যাবে। তারপর যে যতো এই স্থাপনায় সাহায্য করবে, সে ততটাই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করবে। যেমন গান্ধীজিকে সাহায্য করে কতজন জেলে গিয়েছিলো। কতজনের মৃত্যু হয়েছিলো। পরিবর্তে কি পেয়েছিলো? তারা বিত্তবান কংগ্রেসীদের ঘরে জন্ম নিয়েছিলো। এখন কতো অল্প সময় বাকি আছে। এখন আর কি সুখ পাবে? কিছু জ্ঞানও যদি শুনে যায়, তা ব্যর্থ হবে না। এখানে কোনকিছুই ত্যাগ করানো হয় না। এ তো বিকারের জন্য ওরা বিরক্ত করে, তখন মরিয়া পরিস্থিতিতে ওদের ত্যাগ করতে হয়। না হলে কি করা যাবে! তাই বাবাকেও শরণ দিতে হয়েছিলো। এমন তো এখনো শরণ নিতে থাকে, এখানে তো তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো কথাই নেই। এ তো ড্রামা অনুসারে গোশালা হওয়ার ছিলো। এ তো বাচ্চারা, কিন্তু ওরা গোশালা নাম রেখে দিয়েছে। বলে থাকে, কৃষ্ণ নদী পার করেছিলো, তাই গরুও নদী পার করেছিলো। এসব কথা এই সময়েরই। এই সব কথার পূর্বে জ্ঞান শোনো আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। কাজকারবার করো কিন্তু সাথে সাথে এই সেকেন্ডে কোর্স করো। বিদেশে থাকলেও অবশ্যই মুরলী পড়ো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহের সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে একা আত্মা মনে করতে হবে। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে, এতে ভয় পেলে চলবে না।

২) ধর্মরাজের সাজা থেকে বাঁচার জন্য আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দিও না। পড়ার আধারে বাবার ব্লেসিং নিতে থাকো।

বরদানঃ:- মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, মন্মনাভব মন্ত্রকে যন্ত্র বানিয়ে সদা শক্তিশালী ভব
যে বাচ্চারা সত্য মনে প্রতিজ্ঞা করে, তখন মন মন্মনাভব হয়ে যায় আর এই মন্মনাভব মন্ত্র যে কোনো পরিস্থিতিতে পার করার যন্ত্র হয়ে যায়, কিন্তু মনে যেন আসে যে, আমাকে এমন করতেই হবে। এই সঙ্কল্প যেন হয় যে, বাবা যা বলেছেন তা হয়েই আছে। তাই কোনো প্রতিজ্ঞা মন থেকে করো আর সেটা দৃঢ়ভাবে করো তাহলে শক্তিশালী হয়ে যাবে। বারবার নিজেকে চেক করো যে, প্রতিজ্ঞা শক্তিশালী, নাকি পরীক্ষা শক্তিশালী? পরীক্ষা যেন প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল না করে দেয়।

স্লোগানঃ:- যারা স্বমানে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়, তাদের অপমানের ফিলিং আসতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;